নীহার-মন্দির।

বিয়োগান্ত নাটক।

—"বিষমং প্রেম মরণং শরণং কেবলমেকং"।

শ্রীঅশ্বিনীকান্ত ঘটক প্রণীত।

CALCUTTA.

UNIVERSITY PRESS, 14, COLLEGE SQUARE.

Printed by Mahendra Nath Banerjee.

1896.

PUBLISHED BY

BARADA PRASAD CHAKERVERTTEE

49. Machua Bazer Street.

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

মুখবন্ধ।

আমি কবি কিম্বা লেখক এতদুভয়ের কিছুই নই। পুস্তক লিখিয়া সর্ব্ব সাধারণের নিকট বাহবা কিনিব সে বাসনাও আমার অতি অল্প। তবে কেন পুস্তক লিখিয়া হাস্যাস্পদ হই-বার জন্য উদ্যত হইয়াছি, এ প্রশ্নে আমার উত্তর—কেহ যদি কখনও কাহারও নিকট হইতে একটী ভাল গল্প শ্রবণ করে, তবে পুনরায় সে গল্পটী সকলের নিকট বলিয়া তাহার স্বার্থকতা সম্পা-দনে প্রবৃত্ত হয়। যাঁহারা কবি তাঁহারা সামান্য একটী স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনাইয়াও জনসাধারণকে মোহিত করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা কবিত্বের কিছুমাত্র ধার ধারে না, তাহারা যদি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী কোন গল্পও জন সাধারণের নিকট উপস্থিত করে, তত্রাপিও তাহা যেন নীরস এবং শ্মশান-ভূমে পবন স্বননের ন্যায় কেমন বোধ হইয়া থাকে। আমিও শেষোক্ত প্রাণীদের অন্তর্ভুক্ত এক সামান্য জীব। হাস্যাস্পদ হইব জানিয়া এবং বুঝিয়াও আমার প্রিয় সহচরী কল্পনা সুন্দরীর নিকট যেই হৃদয়গ্রাহী (অন্ততঃ আমার কাছে নিশ্চয়ই) গল্পটী শুনিয়াছিলাম, তাহা সর্ব্ব সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেছি। প্রিয় সহচরী যেরূপ সুমধুর ভাষাতে গল্পটী শুনাইয়া আমার মন প্রাণ বিগলিত করিয়াছিল;—আমি নিশ্চয়ই কহিতে পারি, যদি তাঁহার সহস্রাংশের একাংশ কিম্বা তার বিন্দুমাত্র শক্তিও আমার থাকিত, তবে আমিও সকলের মনপ্রাণ দ্রবীভূত করিতে পারিতাম। কিন্তু হায়, সে ক্ষমতা আমার নাই!

কবি হইলে কবিত্বোদ্যান হইতে নানাবিধ সুরভি কুসুম চয়ন করিয়া গল্পঘটিত নায়ক নায়িকাদিগকে মনোসাধে সাজাইয়া

সকলের নিকট উপস্থিত করিতে পারিতাম, এবং দেখিয়া জনসাধারণও নিশ্চয়ই মোহিত হইত। কিন্তু হায়! আমি গরীব; মনমুগ্ধকর উদ্যান-সুখ-সম্ভোগ আমার ভাগ্যে কেমনে ঘটিবে? বনে বনে ঘুরিয়া ফিরিয়া বনফুল তুলিয়া আমার মনের সাধ মিটাইয়াছি। হে পাঠক পাঠিকাগণ! আমি জানি, নানা জাতি সুরভি কুসুমে ভ্রমণ করতঃ মধু আস্বাদনে অভ্যস্ত, আপনাদের মন-অলি, কখনই সৌরভবিহীন পুষ্পে আকৃষ্ট হইবেনা; তথাপি দুরাশা-প্রণোদিতহইয়া কল্পনা-সখী প্রমুখাৎ শ্রুত গল্পটী পুস্তকাকারে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম। আমার ভরসা "সূর্পবৎ দোষমুৎসৃজ্য গুণং গৃহ্লন্তি সাধবঃ।"

গ্রন্থকার।

প্রকাশকের বিজ্ঞাপন।

পাঠক পাঠিকাগণের নিকট সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে অসাবধানতা বশতঃ গ্রন্থের নানাস্থানে বর্ণাশুদ্ধি এবং বিরামচিহ্নের দোষ ঘটিয়াছে। কেবলমাত্র যে সব অশুদ্ধ পদগুলি অর্থান্তর ঘটাইতে পারে নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল। অনুগ্রহ-পূর্ব্বক দেখিয়া লইবেন। ২য় পৃষ্ঠায় ১ম লাইনে "মতিরাও" স্থানে "মতিধর" হইবে। ১৯ পৃষ্ঠায় ৫ম ও ১০ম লাইনে এবং ২২ পৃষ্ঠায় ১৩শ ও ১৭শ লাইনে "কমলা" স্থানে "কমলা দেবী" হইবে। ১৫২ পৃষ্ঠায় ১৯ লাইনে "ওর রসনাহ'তে" স্থানে "ওরসনাহ'তে" হইবে। ১৩৪ পৃষ্ঠায় ৯ম লাইনে "সৈরিন্ধ্রী" স্থানে "সৈরিণী" হইবে। ২০৪ পৃষ্ঠায় ৭ম ও ৮ম লাইনে "শান্তনা" স্থানে "সান্ত্বনা" হইবে।

প্রকাশক।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

সুধীরাও ... ... বিজয়পুরের রাজপুত্র।

মতিধর ... ... বিজয়পুর রাজ্যের মন্ত্রী

হামির ... ... কমলাদেবীর ভ্রাতা।

কীর্ত্তিকেতু ... ... মীনগড়ের রাজা।

উদাত্ত ... ... রাজ সহচর।

সর্ব্বেন্দ্র ... ... ঐ মন্ত্রীর পুত্র।

বিনায়ক ... ... পরিষদ।

বিবেক সখা ... ... উদাসীন।

রক্ষক, প্রহরীগণ, দস্যুগণ, নাগরিকগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

কমলা দেবী ... ... সুধীরাওর বিমাতা।

ভোগবতী ... ... কীর্ত্তিকেতুর মহিষী।

নীহার বালা ... ... ঐ কন্যা।

পারিজাত ... ... নীহারবালার সখী।

জাহ্নবী ... ... মতিধরের স্ত্রী।

অশ্রুমালা ... ... ঐ কন্যা

পদ্মাবতী ... ... হামিরের স্ত্রী।

দুঃশীলা ... ... সুধীরাওর শেষের পরিণীতা মহিষী।

নীহার-মন্দির।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রান্তরস্থিত শিবমন্দিরের সম্মুখ ভাগ।

(ছদ্মবেশধারী হামিরের প্রবেশ)

হামির।

মন্ত্রীর সুহৃদরূপে আছি ছদ্মবেশে।
বর্ষদ্বয় হয়েছে বিগত ; হেন সাধ্য
কার, উদ্‌ঘাটিত করি' মোর এই ছদ্ম
বেশ, পারিবে চিনিতে, রাণীর সোদর
আমি দেবলের বেশে। অধিক কি আর,
জীবিতা থাকিত যদি জননী আমার,
এবেশে দেবল নামে তাঁর কাছে গিয়ে,
দিতেম যদ্যপি মিথ্যা পরিচয়, সেও
না'রিত চিনিতে, হামির তনয় তাঁর,
ছদ্মবেশে উপনীত জননীর কাছে।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি ধরে মন্ত্রী মতিরাও, কিন্তু
পরাহত সেই শক্তি কৌশলে আমার।
কৌশলে করেছি তাঁরে আশার অধীন।
হৃদয় প্রান্তরে তার আশা মরীচিকা,
সুরম্য সরসী বেশে র'বে যত দিন,
হবেনা মানস-মৃগ শান্ত তত দিন।
কুহক সারথি চড়ি, মনোরথ-রথে,
মনঃ-অশ্ব-মুখ-রজ্জু টানে যতদিন,
আশা পথ তেয়াগিতে কি সাধ্য তাহার ?
মোর উপদিষ্ট পথে হ'লে অগ্রসর,
নিশ্চয় বাসনা পূর্ণ হইবে আমার।
দেখাব তখন ভগিনীরে মোর কত
শক্তি ধরে সহোদর তার ; এ হামির
দেখিবে তখন কত গর্ব্ব ধরে তুচ্ছ
নারী ? উঃ কি অহঙ্কার !

যথার্থ বচনে

মোর উপেক্ষা করিয়া কৈল তিরস্কার।
উপেক্ষিত সহোদর হস্ত গত হ'লে,
অতিশীঘ্র গর্ব্ব তাঁ'র হইবে চূর্ণিত।
(নেপথ্যে অবলোকন করতঃ)
আসিতেছে মন্ত্রী অই চিন্তিত হৃদয়ে।
বিস্তৃত কৌশল জালে হয়েছে জড়িত ;
যেমন আমার প্রতি অটল বিশ্বাস,
তেমনি কৃতঘ্ন হয়ে করিব বিনাশ।

(মন্ত্রী মতিধরের প্রবেশ)

হামির— মন্ত্রিবর—

প্রণমে কিঙ্কর তব চরণ যুগলে ।

মতি— এখনো কি আসে নাই সে মহাপুরুষ ?

হামির— গভীর যামিনীকালে আসিবেন তিনি ।

মতি— দেবল,—

কি কুক্ষণে তাঁর সনে হয়েছিল দেখা,
কি কুক্ষণে তিনি, জ্বালিলেন হৃদে মোর
আশার প্রদীপ ?

হামির— সৌভাগ্য তোমার,
তাই যোগিবর, অলৌকিক যোগবলে,
নাশিতে উদ্যত তব সংসারের দুঃখ ।
এ সংসারে অতি হেয় পুত্রহীন জন,
শীঘ্র হ'বে তব সেই অভাব-মোচন ।
সুধু তাহা নয়, পৃথিবীর সার সুখ
রাজত্ব সম্ভোগ, ঘটিবে তোমার ভালে ।

মতি— অসম্ভব এই সব লয় মোর চিত্তে ।

হামির— শুনিলে আমার কথা, সকলি সম্ভব ।
তোমারে করিব রাজা ধীশক্তির বলে ;
বিশেষ, সহায় তব দৈব মহাবল ;
তবু কেন অকারণ সন্দেহ তোমার ?

মতি— দেবল,—

দেখ দেখি একবার মনে চিন্তা করি',

একটী জীবন, শত প্রাণী প্রতিকূলে,
কি করিতে পারে ?

হামির— সকলি করিতে পারে
বুদ্ধির প্রভাবে। বুদ্ধিমান ভয়হীন।
শত শত যোদ্ধা ল'য়ে সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ,
বুদ্ধির কৌশলজাল পারে কি ছেদিতে ?
ধী-চক্ষুবিহীন মূর্খ অস্ত্রধারী শত,
বুদ্ধির ছলনা ফাঁদে হইয়া পতিত,
মহামূল্য প্রাণধন করে বিসর্জ্জন।
কি ভয় অস্ত্রের ধারে ?

মতি— কিন্তু ভয় মনে,
বিশ্বাসের গলে অসি বসাব কেমনে ?
পিতৃসম ভক্তি করে আমারে কুমার, ;
নিজ করে কেমনে ছেদিব সুখ-তরু
তার, পরিষ্কৃত করি পাপপথ মোর ?

হামির— এ সন্দেহ অকারণ তব ; নৃপবর্গ
হ'ত তবে পাপের আধার। বলবান
ভূপতি কেমনে, কাড়ি' লয় দুর্ব্বলের
রাজ-আভরণ, পরাজিয়া রণে তারে ?
শুধু তাহা নয়, কৌশলে, ছলে বা বলে,
হরি, রাজ্য তার, লণ্ড ভণ্ড রাজমুণ্ড
করে ধরাতলে।

মতি— সত্য, কিন্তু চিন্তানল,
দগ্ধ করে মোরে।

হামির— কিবা চিন্তা? শীঘ্র তুমি,
তব এই চিন্তাদগ্ধ প্রাণ, জুড়াইবে,
চামর-বীজন-জাত-সমীর-সেবিত,
শান্তি প্রদায়িনী রাজছত্র ছায়াতলে।
রাজলক্ষ্মী হাসি-মুখে শোভিবে যখন,
কীর্ত্তি-পরিমলপূর্ণ মুখপদ্মে তব,
বল দেখি কত সুখ ভুঞ্জিবে তখন?
বার্দ্ধক্যে রাজত্ব ভার পুত্রে সমর্পিয়া,
ঈশপদে রত হ'য়ে যাপিবে জীবন।

মতি— হেন ভাগ্য হ'বে কি আমার, পুত্রমুখ
হেরি. জুড়াইব মোর তাপিত হৃদয়?

হামির—

মহাজন বাক্য কভু না হয় লঙ্ঘন।
নিশ্চয় পুত্রের মুখ পাইবে দেখিতে।
এখন উচিত তব রাজত্ব গ্রহণ;
পরাধীন পুত্রবান্ পায় কোন্ সুখ?

মতি— দেবল,—

কেমনে লইব রাজ্য? রাজ্যেশ্বর হ'তে
কতই বাসনা মনে: উত্তেজিত প্রাণ
মোর রাজ্য পিপাসায়,—সদাই রাজত্ব-
চিন্তা বলবতী হৃদে;—শান্তি নাই প্রাণে।
ইচ্ছা হয় একদিনে হ'তে রাজ্যেশ্বর,

কিন্তু কল্পনা যাহার যত সুখকর,
কার্য্যে পরিণতি তার ততই দুষ্কর।

হামির— মন্ত্রিবর,—
কিছুই দুষ্কর নয় মানবের কাছে।
ভয় করপরিহার, সাহসে হৃদয় বাঁধি
হও অগ্রসর। অচিরে দেখিবে তুমি,
কত শক্তি, কত বল অসীম সাহসে।

মন্ত্রি— দেবল,—
আমি অনন্য হৃদয়ে, একাকী নির্জ্জনে
বসি, ভবিষ্য সুখের কথা চিন্তা করি
যবে, কত বুদ্ধি জাগে হৃদে, কত বল
সঞ্চারিত হয় হৃদি মাঝে। যেন কোন
শক্তি অমানুষী, উত্তেজিত করে মোরে।
ভীষণ হুঙ্কারে কত ভৈরবী মূরতি,
একে একে উঠে জাগি', অন্তরে আমার।
পৈশাচিকী বৃত্তি যত, শ্রবণ বিবরে,
অস্ফুট ধ্বনিতে কহে কত কুমন্ত্রণা।
শুনি, সেই ষড়যন্ত্র, রোমাঞ্চিত হ'য়ে,
বিবেক পলায় দূরে ; অচিরে অদূরে,
দিতে মোরে প্রেমভাবে সখ্য আলিঙ্গন,
দেখি কত নারকী পিশাচ ; উচ্চ হাস্যে
করে তারা অভয় প্রদান।
কভু পুনঃ
আসি' কাছে মোহিনী মূরতি এক, কহে

"পার্থিব ঐশ্বর্য্য আমি, চাও যদি মোরে,
এই ধর লও অসি, কণ্টক বিনাশি,'
স্বীয় পথ, পরিষ্কৃত কর অকাতরে।
কি ভীষণ মনোগতি হয় সে সময়,
অন্ধকারময় হেরি চারি ধার মোর।
কিছুক্ষণ পরে লুপ্ত জ্ঞান আসে ফিরি',
অবসন্ন করি যেন সকল শরীর।
তখন মনেতে হয় ভয়ের সঞ্চার,
থর হরি হৃৎপিণ্ড কাঁপে ঘনে ঘন।

হামির— ব্রতের কল্পনা হ'তে, শেষ সীমা তা'র
বড় বিভীষিকাময়। কাপুরুষ জন,
তা'তেই প্রথমে হয় উদ্যমবিহীন।
দুঃসাহসে না করিলে ভর, অসম্ভব
পদন্যাস উন্নতি-সোপানে। চিন্তা করি,
কে কবে পেয়েছে অন্ত, অন্তিম কালের?

মতি— পার্থিব সম্পদ মূর্ত্তি কহে যেন পুনঃ
"ভাবিওনা দিন যায়; সন্দেহ কখন
হৃদয়ে দিওনা স্থান; তন্ন তন্ন করি',
খুঁজি দেখ হৃদয়-কন্দর; থাকে যদি
লুক্কায়িত বিবেকের ছায়া, নাশ তারে
সাহস আলোকে, মিহির তিমির নাশে
যথা। বিলম্বে কার্য্যের হানি; বাঞ্ছাপূর্ণ
তব হ'বেনা নিশ্চিত; নাহি পাবে মোরে"।
নিয়ত মস্তিষ্কে মোর বহে কত ঝড়!

হামির— (স্বগতঃ)

ঝঞ্ঝাবাত, উল্কাপাত হ'বে অতঃপর ।
বর্ত্তমানে মাত্র তার সূচনা-লক্ষণ ।
(প্রকাশ্যে) মন্ত্রিবর,—
দুরারোহ পৃথিবীতে সুখের সোপান ।
নিশ্চিন্ত থাকিলে বসি রত্নাকরকূলে,
হয়কি রতন লাভ সে জনার ভালে ?
(নেপথ্যে অবলোকন করতঃ)

মন্ত্রিবর,—

অই আসিছেন প্রভু । কেমন ওজস্বি-
মূর্ত্তি , তেজস্বিতা গাম্ভীর্য্যের, কি মধুর
মিলন ; নয়ন, ধন্য তুই, ধন্য আমি ।
(হামিরের আদিষ্ট ভণ্ড তপস্বীর প্রবেশ)
চিরদাস তব পদে করিছে প্রণতি ।
(প্রণত হওন)

তপস্বী— দীর্ঘায়ু ভব ।

মতি— প্রভো, প্রণত এ কিঙ্কর ।

তপস্বী— মনোবাঞ্ছা তব শীঘ্র হউক পূরণ ।
বৎস,—
কিছুকাল তরে যাব তীর্থপর্য্যটনে ।
ছয়মাস মোর সনে হবেনা সাক্ষাৎ ।
পাবে তুমি যুগল নন্দন । এই লও
মহৌষধি ।

মতি— পাব আমি যুগল নন্দন ?

তপস্বী— যমজ নন্দন, বিধির নির্ব্বন্ধ তাহা।

মতি— দেব,
সত্য কি বাসনা পূর্ণ হইবে আমার ?
বিষম সন্দেহে কিন্তু অসুখিত প্রাণ।

তপস্বী— (কৃত্রিম রোষ সহকারে)
সন্দেহ আমার কর্ম্মে, আমার কথায় !
মূর্খ, পাপাশয়, থাক্ তুই দিব এর
প্রতিফল। পুত্র আর রাজ্য বিনিময়ে,
হারা'বি তনয়া, পত্নী, সেই সনে যাবে
তোর মন্ত্রিত্ব গৌরব। যা'বি রসাতলে।
(বেগে প্রস্থান)

হামির— মন্ত্রিবর,—
বিপদে আনিলে ডাকি, আপন ইচ্ছায় ?
না করিলে তপস্বীর রোষ নির্ব্বাপিত,
হইবে বিপদ-পাত অচিরে তোমার।
যাই আমি ; অশ্রু বরিষণে, কিম্বা শত
মিনতি বচনে, পদতলে পড়ি, কিম্বা
যে উপায়ে পারি, সান্ত্বনা করিগে তাঁরে।
পারি যদি আনিতে এখানে, নত জানু
হ'য়ে মাগিও আপন ক্ষমা ; সাবধান।
(বেগে প্রস্থান)

মতি— হেরি যবে উগ্রমূর্ত্তি এই যোগিবরে,
মনে যেন হয় কত ভীতির সঞ্চার।

মহাতপা মহাজন এ যোগী নিশ্চয়।
নয় কেন মন মোর, হ'বে আত্মাধীন
তাঁর? হ'বে নাকি তাঁ'র ক্রোধ উপশম?
না হ'লে সকল আশা নির্ম্মূল আমার।

(তপস্বীকে সঙ্গে লইয়া হামিরের একপ্রান্তে প্রবেশ)

হামির— খুব বাহাদুর; তোমার উপস্থিত বুদ্ধিকে ধন্য
আমার মনের মত কাজ করেছ।

তপস্বী— এ কি আর আমি করেছি, টাকায়
করিয়েছে। দেখ পুরস্কারের কথাটা যেন
মনে থাকে।

হামির— যা'বলেছি তার চতুর্গুণ দিব। কিন্ত
সাবধান. এসব রহস্য যেন প্রকাশ নাহয়।

তপস্বী— এ প্রাণ থাকতে কেউ জাস্তে পাবেনা।

হামির— চল এখন মন্ত্রীর কাছে যাওয়া যাক্। কি জানি
শেষে পাছে বিপরীত হ'য়ে পড়ে।

তপস্বী— হাঁ্যা চল।

(মন্তিধরের নিকট উভয়ের আগমন)

হামির— মন্ত্রিবর,—
তপস্বীর ক্ষমাগুণ প্রধান লক্ষণ।
কাতর বচনে গলেছে যোগীর প্রাণ।
গললগ্নী-কৃত-বাসে ক্ষমা মাগ এবে।

পস্বী— বৎস,—

মাগিতে হ'বেনা ক্ষমা। স্বতঃই তোমারে
করিয়াছি ক্ষমা। তোমার ঔরসজাত
যুগল নন্দন, মহা উপকার মোর
করিবে সাধন। মাসান্তে দয়িতা তব
হ'লে গর্ভবতী, এ কবচ তা'র শিরে
রাখিবে বাঁধিয়া। ইহার প্রভাবে, গর্ভে
স্থিত সন্তানের বিঘ্ন অসম্ভব। রেখ
যত্ন করি।

তি— (গ্রহণ করতঃ)

তবাদেশ শিরোধার্য্য মোর

পস্বী— অটল বিশ্বাস তব, রাখি বাক্যে মোর,
উদ্যোগী হইলে বৎস, জীবন সংগ্রামে,
অব্যর্থ হইবে তব সকল সন্ধান,
যথা তথা জয়ী তুমি হবে প্রতি কাজে।

তি— দেব,—

তোমার বচন, আজি হতে হল মোর,
শরীর রক্ষণশীল অভেদ্য কবচ।
যথা যাব, যে কর্ম্ম করিব, তব নাম
করি উচ্চারণ, করিয়া ধারণ শিরে,
তব উপদেশ, হব তাহে অগ্রসর।
কি ভয় আমার আর সংসার সংগ্রামে।

গুরু মি—

তপস্বী— ঈশ্বর সবার গুরু, আমি
কোন ছার।

হামির— নরদেহে আপনি ঈশ্বর।
তব প্রতি আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

তপস্বী— বিশ্বাসে সকল কর্ম্ম হয় সম্পাদিত।
(প্রস্থান)

মতি— দেবল,—
আর নয়, আজি হ'তে নির্ভয় হৃদয়ে,
প্রবেশ করিব আমি বাঞ্ছিত সংগ্রামে।
তাড়াইব দেশ হ'তে কৌশলে কুমারে।
মারিব না প্রাণে তাঁরে। রাজার শোণিতে
কলঙ্কিত করিব না কর।

হামির— কণ্টক রাখিলে
বিষময় ফল তার ফলিবে নিশ্চয়।

মতি— যাহয় করিব পরে মন্ত্রণা করিয়া।
(প্রস্থান)

হামির— যাও পর হস্তগত কলের পুতুল;
আশার মন্দিরে গিয়ে পূজা কর তার,
উৎসর্গ করগে স্বীয় ধীশক্তি তোমার।
বিকৃত কল্পনাভূত নানা মূর্ত্তি সনে
করগে মিত্রতা। মনের বাসনা তব
মনেই রহিবে, কভু হবেনা পূরণ।
সিংহাসন বিনিময়ে পাবে কারাগার।
এখনো আমার পথে অনেক কণ্টক।

উদ্দেশ্যস্থিরতা নাই মন্ত্রীর হৃদয়ে।
যদি দৈববশে, মতি তার ধরে অন্য
রূপ, ভাগ্যতরু মোর পড়িবে ভূতলে।
(চিন্তা করতঃ)
পুনর্ব্বার যাব ভগ্নীর নিকটে ; দীর্ঘকালে,
পরিবর্ত্ত কত, হ'তে পারে নারী-হৃদে।
হয়ত বুঝিবে এবে, সুধীরাও ঘোর
শক্র তাঁর। হয়ত আবার, ভ্রাতৃস্নেহ
তাঁর, হ'বে উদ্দীপিত ; তবেই বাসনা
মোর, হবে ফলবতী। বিনা ক্লেশে হই
যদি সিদ্ধমনোরথ, কি কাজ বিবাদে ?
কিন্তু যদি ঘৃণাভরে করে অবহেলা,
তখন করিব মনে যা আছে আমার।
ছাড়ি' ছদ্মবেশ, যাব ভগ্নীর নিকটে।
(প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মতিধরের বাটীর কক্ষ।

জাহ্নবী ও অশ্রুমালা।

অশ্রু— মাগো,
পিতার চিন্তায় আমি পেয়েছি আভাব।

অন্তরালে থাকি, শুনেছি মন্ত্রণা তাঁর ;
স্মরিলে সে কথা, প্রাণ উঠে গো কাঁদিয়া।
পিতা মোর, সূক্ষ্মদর্শী, সুধীর, বিদ্বান,
সকলে প্রশংসে তাঁরে ; এহেন দুর্ম্মতি,
কেমনে গো সে গুণের হ'ল অন্তরায় ?

জাহ্নবী— পরিহর তব ভয় ; প্রবীণ-অন্তরে,
অধর্ম্মের লেশ কভু নাহি পায় স্থান।

অশ্রু— দীপনকুহক মন্ত্রে উত্তেজিত পিতা।
ধর্ম্মভাব আর কিগো পারিবে তিষ্ঠিতে ?

জাহ্নবী— নাথের হৃদয়াকাশ, অতিনিরমল
শারদ গগন সম। অলৌকিক গুণে,
ভূষিত সে প্রাণ ; ন্যায়পূজা, ধর্ম্মসেবা,
বিশ্বাসঅর্চ্চনা, তারাবলী শোভে তথা।
বিবেকউজ্জ্বল শশী সে আকাশ পটে।

অশ্রু— জন্মদাতা পিতা, নিন্দা নাহি করি তাঁর।
পিতৃ-হৃদাকাশে, ক্ষীণকান্তি সে সকল
যেন। পিতার বচন শুনি' ভয় হয়
মনে ; দেখিয়ে পিতারে, শুনি' বাক্য তাঁর,
লয় নাকি চিত্তে, সে সব নক্ষত্র এবে,
আচ্ছাদিত লোভের জীমূতে ; পিতা, পথ
নাহি দেখে আর বিবেক কিরণে, খেলে
লোভজীমূতের কোলে, দুরাশা-দামিনী ;
ধায় পিতা পুরোভাগে, সে আলোক ধরি' ?

জাহ্নবী— শারদ গগনতলে মেঘের সঞ্চার,

কেবল বিলীন হ'তে বিক্ষিপ্ত শরীরে,
তপন-কিরণতাপ বাড়া'য়ে দ্বিগুণ।
অকারণ কেন মনে ভয়ে দেও স্থান ?

অশ্রু— মাগো,
কি ভয় আমার ? ভয় পিতার কারণে,
আর ভয় পাপের প্রশ্রয়ে। প্রাণ কাঁদে,
পাছে হয় লণ্ড ভণ্ড ধার্ম্মিকের মান ;
ভয়, পাছে বিশ্বাসে নিশ্বাস রোধি', নাশে
কৃতঘ্নতা ; ভয়, পাছে বা দেখিতে হয়
পাপের চরমফল অসীম লাঞ্ছনা।

জাহ্নবী— কেন কর হেন অলীক কল্পনা ? যিনি
ধর্ম্মের সেবনে উৎসুক হৃদয়, তাঁর
হৃদে, সম্ভবে কি হেন পাপআবির্ভাব ?

(মতিধরের প্রবেশ)

মতিধর— প্রিয়তমে,
রাণীর বাসনা, বসা'তে কুমারে শীঘ্র
রাজ-সিংহাসনে। এক মাস বাকী মাত্র
আর ; আদেশিল মোরে, মহারাণী আজ,
রাজ্য মাঝে এ সংবাদ ঘোষণা করিতে।
কিন্তু—(স্বগতঃ) জীবন থাকিতে পারিব না তাহা।

জাহ্নবী— প্রাণেশ্বর,
"কিন্তু" কি তাহাতে ? এত সুখের বারতা।
এ সংবাদে সর্ব্বজন, আনন্দে মাতিবে।

মতি— অবোধ অবলা তুমি, নাহি বুঝ কূট-

রাজনীতি ; সংপ্রতি যদ্যপি, করি এর
ঘোষণা-প্রচার, আনন্দে মাতিয়া সবে,
নিজ নিজ কার্য্যে স্বধু ঔদাস্য দেখা'বে।
রাজকার্য্য হবেনা সাধন। তাই আমি
বুঝাব রাণীরে, আরো কিছুদিন গতে,
প্রচারিত করি দিব এই সমাচার।

জাহ্নবী— রাজভক্তপ্রজাগণ উৎসবে মাতিবে।
বসন্তের পূর্ণশশী, কুমার এখন ;
সঙ্গে করি যবে, কীর্ত্তি-কৌমুদী-প্রেয়সী,
সুসজ্জিত-রাজসভা-অম্বরের ভালে,
শোভিবে গৌরবভরে, তুষিয়া সকলে,
পারিষদ-নক্ষত্রনিচয়, চারিভিতে
বসি,' করিবে যখন শোভা-সংবর্দ্ধন,
হেরিয়া কাহার মুগ্ধ হবে না নয়ন ?

মতি— (স্বগতঃ)
পূর্ণশশী হেরি, বদন-ব্যাদান করি,
আসিতেছে ধীরে ধীরে উগ্র রাহু পিছে।

অশ্রু— পিতঃ,—
কুমারের অভিষেকে, সবে হবে সুখী।
কবে হবে, সুখময় সেদিন উদয় ?

মতি,— মা অশ্রু,—
সবার নিয়ন্তা এক পরমঈশ্বর ;
তাঁহার বাসনা বিনা হয় কোন কাজ ?
মানব-আকাঙ্ক্ষা, তাঁর শাসন-সাপেক্ষ।

তোমার আগ্রহ কিম্বা ব্যগ্রতা অন্যের,
পারে না ঈশ্বর-ইচ্ছা করিতে লঙ্ঘন।
(স্বগতঃ)
মনের আকাঙ্ক্ষা ! থাক্ তুই একাকিনী,
নিমজ্জিত গভীর আঁধারে। কহিব না
হৃদয়ের কথা মোর, এদের নিকটে।
(প্রকাশ্যে)
গুরুতর কার্য্যভার, ন্যস্ত মোর করে,
বিলম্ব করিতে নারি। যেন কর্ণান্তর
নাহি হয় এবে, এই সুখ সমাচার ;
সাবধান, জাহ্নবি, মা অশ্রু সাবধান ;
না হয় প্রকাশ যেন একথা আমার।
বিশেষ কারণ ন্যস্ত মূলেতে ইহার।
এক পক্ষ গতে হবে ইহার প্রচার।
(প্রস্থান)

জাহ্নবী—(স্বগতঃ)
সত্য কি অশ্রুর অনুমান ? অন্যমনা
যেন প্রত্যেক কথায় ; সত্য কি সে কথা ?

অশ্রু— মাগো,
শুনিলে ত পিতার বচন ; দেখিলে ত
বিষম চিন্তার রেখা, বদনে তাঁহার ?
কুমারের অভিষেকে নিরুৎসাহ তিনি ;
যেন তাঁর হৃদয়ের, গুপ্ত কোন ভাব,
গোপন করিয়া কহে, অন্য কথা যত।

আমি বুঝেছি নিশ্চয়, পিতার হৃদয়,
আচ্ছন্ন এখন কোন দুরাশা-জীমূতে।

জাহ্নবী— নাহি জানি, কার মন্ত্রণায়, উত্তেজিত
পতি মোর, অধর্ম্ম সেবনে। দয়াবান
বলি' পরিচিত, প্রশংসিত সকলের
কাছে। জীবিতা থাকিতে দাসী, নাহি
দিবে পতিপ্রাণে, প্রবেশিতে পাপে। রব
সদা পতিকাছে; থাকিতে দিব না একা।

(অন্যমনস্ক ভাবে প্রস্থান)

অশ্রু,— লোভ-জালে একবার হইলে পতিত,
পারে কি এড়া'তে আর মানব কখন?
দিন দিন পিতা মোর, যেন অন্যমনা।
নিয়ত একাকী বসি', কত চিন্তা করে।
ধর্ম্ম আছে; আমাদের তিনিই সহায়।

গীত।

ভীতি বারণ, গিরি ধারণ, বিঘ্ন-নাশন, কমলাপতি।
ধর্ম্ম-রক্ষণ, পাপ-নাশন, তাপ হরণ, নাশ দুর্গতি।
আশ্রিত জনেরে রেখহে পদে,
ধার্ম্মিকে রাখিও ঘোর বিপদে,
দুর্ম্মতি পিতার, করহে সংহার,
দিয়ে হৃদে তাঁর ধর্ম্মের রতি॥

তৃতীয় দৃশ্য।

কমলাদেবীর পূজাগৃহের এক পার্শ্ব।

(কমলাদেবী ও তৎপশ্চাৎ হামিরের প্রবেশ)

কমলাদেবী—কোন্ দুষ্ট মম ইষ্ট নাশিতে উদ্যত ?

হামির— কৌশলে বঞ্চিতে যেই পারে অবলারে।

কমলা— কে সে, কহ স্পষ্ট করি !

হামির— বলিলে, প্রত্যয়
হবে কি তোমার ? ভগ্নি, তবে কহি শুন ;
হয় কি ধারণা, তব সপত্নী-তনয়,
তোমারে ভকতি করে স্বীয় মাতৃসম ?

কমলা— হামির,
এই দীর্ঘ কাল পরে, এসেছ ভুলা'তে
বুঝি আমারে আবার ? বৃথা যত্ন তব।
এবিষয়ে মোরে যতই বুঝাবে, তব
প্রতি ঘৃণা মোর ততই বাড়িবে ; তাই
দুষ্টবুদ্ধি তব, করহ বর্জ্জন।

হামির— ভগ্নি,
এখনো সাম্রাজ্য তাঁর হস্তগত নয়।
চলিতেছে রাজকার্য্য তোমারি আদেশে।
জানে সে বিমাতা তুমি। যদিও তাহারে,
স্নেহ কর প্রাণাধিক, সপত্নী সুতের
প্রতি স্নেহ বিমাতার—পদ্মপত্রে জল
যথা—অল্পক্ষণ স্থায়ী. বিদিত সংসারে

তাহা। ভুলাতে তোমারে, কুমার, কৃত্রিম
ভক্তি দেখায় কেবল, সিংহাসনে যত
দিন না হয় স্থাপিত। কিন্তু ভগ্নি, পেয়ে
রাজ্যধন, দাসীর মতন, শেষে হেয়
জ্ঞান করিবে তোমারে। দেখিও তখন,
ভক্তি-বিনিময়ে ঘৃণিত বচন মাত্র
পাবে পুত্রস্থানে।

কমলাদেবী— ভেবেছিনু চিতে, বুঝি
এই দীর্ঘকালে, হয়েছে তোমার হৃদে
পাপের বিনাশ ; কিন্তু আজ, কলুষিত
কথা শুনি তব মুখে, সেই অনুমান
মোর হ'ল দূরীভূত।

হামির— ছিলে রাজরাণী ;
সৌভাগ্য-মন্দিরে তব ছিল অধিষ্ঠান।
মনেও দিওনা স্থান, সে সম্মান রবে
আর, রাজা হ'লে তব সপত্নী তনয়।
আশাভিত্তি'পরে ভবিষ্য যে সুখগৃহ,
গড়েছ যতনে, নিতান্ত ভঙ্গুর তাহা,
মুহূর্ত্তে পতিত হবে, আশাভিত্তি হায়,
বিগলিত হবে যবে নয়ন-সলিলে।
সে সময়, সাশ্রুমুখে, সুদীন নয়নে,
মাগিবে প্রসাদ-ভিক্ষা তনয়ের কাছে।

কমলাদেবী— হামির,
নিতান্ত পাপিষ্ঠ তুই ; কেন ক্রোধ মোর

করিস্ দীপিত ?   ক্ষান্ত কর্ মনোরথ,
বিপথে যাবেনা কভু সহোদরা তোর।

হামির— আপাতঃ পাপাত্মা বলি ঘৃণিত নয়নে,
চাহিতেছ মোর পানে।

কমলাদেবী— শেষে কি বাসিব
ভাল পাপ-প্রলোভনে ?

হামির— হইলে সময়,
জ্বলিলে হৃদয়, স্মরিবে আমার কথা।

কমলাদেবী—ধর্ম্মে মতি রাখি', যদি প্রাণে পাই ব্যথা।

হামির— মোর উপদেশ তরে যাচিবে যতনে।

কমলাদেবী— পাপ ত্যজি' ধর্ম্মে ভজি' কহিবি যখন।

হামির— বহুদর্শীতার চোখে দেখ দেখি ভগ্নি,
ভবিষ্যৎ তব।

কমলাদেবী— দেখেছি, ধর্ম্মের দূত
অন্তরালে থাকি, কহিছে অঙ্গুলি দিতে
শ্রবণ বিবরে।

হামির— উজ্জল হীরকমণি
দেখিতে সুন্দর ; কিন্তু বিষমাখা তার
সকল শরীরে ; সেইরূপ সুধীরাও।
হও সাবধান ; আমি সহোদর তব।

কমলাদেবী—ছিলি বটে কোন দিন ;   এখন সোদর
কহিতে তোরে, ঘৃণাভরে অবশ হয়
রসনা আমার। রাজা হ'তে এত সাধ ?
থাক্ কিছুদিন, রাজত্ব-পিপাসা তোর

অচিরে মিটিবে। এ রাজত্ব, কিছুদিন
তরে ; সে রাজত্ব তোর, রবে চিরদিন।
সকলের শ্রেষ্ঠ তুই সে রাজত্ব লাভে।
স্বীয় কর্ম্মফলে, পূরীষ মণ্ডিত আর
পূতিগন্ধময়, নরক মাঝারে রাজা
হইবি নিশ্চয়।

হামির— যেই রোগী, আশু তিক্ত
বলি, তুচ্ছ করে ঔষধ সেবন, নাহি
শুনে বিহিত বিধান, সুজন বৈদ্যের
বাক্যে, করে কুকথা প্রয়োগ, মৃত্যু তার
কে করে খণ্ডন ? বাহ্যজ্ঞান হারা হ'য়ে,
বিকার প্রভাবে, অচিরে হারায় প্রাণ।

কমলা—(সরোষে)
হেরি তোরে হয়েছে বিকার ; প্রতিকার
নাহি হ'বে. তুই থাকিলে নিকটে।

হামির— শুন—

কমলা— আর না নির্ল্লজ্জ পাপ ! অপমানে যদি
থাকে ভয়, শীঘ্র পলায়ন কর ; নয়
ঘৃণিতমস্তকে তোর, করি পদাঘাত,
বহিষ্কৃত করি দিব বলে। তুই পাপ
পিতৃকুল কালি।

হামির— এত অপমান মম ?
যদি কোন দিন দিতে পারি প্রতিশোধ,
এ মুখ দেখাব তবে।

মলাদেবী— থাক্ পাপী; তোর
পাপমুখবাণী না চাই শুনিতে।

(প্রস্থান)।

মির— যাও;
এ মত্ততা, এই গর্ব্ব, শীঘ্রই চূর্ণিত
হবে আমার কৌশলে। এত দর্প, মোর
শিরে কর পদাঘাত! জাননা ভগিনি,
ছি ছি, ভগ্নি নয় আর, ঘোর শত্রু মোর,
জাননা, কেমন তীক্ষ্ণ বজ্র ভয়ঙ্কর,
ঘুরিছে ঘর্ঘর নাদে, তব শির'পরে।
অকস্মাৎ সে অশনি, হুঙ্কার গর্জ্জনে,
উদ্গারিবে বহ্নিশিখা ঝলকে ঝলকে।
ঘৃণানলে দহিয়াছ আমার অন্তর,
তব সপত্নী সুতের, উত্তপ্ত শোণিতে,
নির্ব্বাণ করিব তাহা। স্বকার্য্যসাধিতে
যদি হয় প্রয়োজন, বিদারিব নিজ
হস্তে হৃদয় তোমার। জানিও নিশ্চয়,
এত দীপ্ত অপমান-পাবকে জ্বলিয়া,
ঘুমাবেনা তব শত্রু হামির নীরবে।
ঘুচা'ব তোমার এই ধনের মত্ততা।
ভাঙ্গিব তোমার তুচ্ছ স্নেহের মন্দির।
যে রাজ্য মদেতে মাতি', তুচ্ছ ভাবি মনে,
করিয়াছ পদাঘাত হামিরের শিরে,
সে রাজ্যে নিশ্চয়, ভিখারিণী সম শেষে

করিব তোমারে। ঘোর প্রতিহিংসা, করি'
বদন-ব্যাদান, আজি হ'তে তব ছায়া,
করিবে ধাবন। ভগ্নী নও, শত্রু মোর।
বজ্রের কাঠিন্য আর ভুজঙ্গের বিষ,
মাতঙ্গের প্রমত্ততা, ক্রোধ বাঘিনীর,
রাক্ষসের নির্দ্দয়তা, দানব-বিক্রম,
পিশাচের অট্টহাসি নৃশংস ব্যাভারে,
একত্র হইয়া ব'স হৃদয়ে আমার;
তোমাদের সহায়তা চাহে প্রতিহিংসা।
প্রতিহিংসা সঙ্গী মোর, নৃশংসতা বল,
নির্দ্দয়তা, আজি হ'তে সম্বল কেবল।
(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যান মধ্যস্থিত লতাকুঞ্জ।

(সুধীরাওর প্রবেশ)

সুধী— কি দেখিনু ক্ষণেকের তরে। দেখিয়াছি
এ জীবনে সহস্র সুন্দরী; কিন্তু কই,
এহেন রূপসী, আমি দেখেছি কি আর?
(উপবেশন করতঃ)
রূপবতী দেখিয়াছি কত; কিন্তু হায়
লাবণ্যরূপের হেন মধুর মিলন,

দেখি নাই পূর্ব্বে আর আপননয়নে।
নিপুণশিল্পীর যথার্থ কল্পনা, পারে
যেরূপ চিত্রিতে, দেখিয়াছি তাহা, কিন্তু
সেই নারী, শিল্পীর কল্পনাতীত ; আহা!
সার্থক নয়ন মোর সেরূপদর্শনে।
রাজাকীর্ত্তিকেতুর নন্দিনী, অদ্বিতীয়া
ধরাতলে রূপের গৌরবে। যেই জন,
পত্নীরূপে, হেন নারী ধরিবে হৃদয়ে,
পৃথিবীতে ধন্য তাঁর পুরুষজনম।
যথা যাই, হেরি তারে ; রূপরাশি তার,
রহিয়াছে যেন মোর হৃদয়জুড়িয়া।

(পশ্চাতে অশ্রুমালার প্রবেশ।)

অশ্রু। কুমার,
বিষণ্ণবদনে, কি ভাবিছ মনে ?

সুধী। কেও ?
ভগ্নি অশ্রু ? কখন এসেছ ?

অশ্রু। এই মাত্র।

সুধী। অশ্রু, ভগ্নি,
একি! বিষাদের রেখা কেন তব মুখে ?
কেন স্পন্দহীন হ'য়ে, কাতর নয়নে,
স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া, চেয়ে মোর পানে ?
বল ভগ্নি, এই ভাব কেন আজ তব ?

অশ্রু। আমার একটী কথা, শুনিবে কি আজ ?

সুধী। তবোপরি স্নেহ মোর সোদরা-অধিক।

অশ্রু। জানি সব, কিন্তু হ'বে কি প্রত্যয় আজ,
আমার কথায় ?

সুধী। তোমার বচনে, কোন
দিন নাহি অবিশ্বাস মোর। তবে কেন
আজি এই জিজ্ঞাসা তোমার ?

অশ্রু। যা কহিব
আজ, তোমার সমীপে, অতীব ভীষণ
তাহা ;—নূতন গঠন। সকল রহস্য,
না পারিব প্রকাশিতে আমি। তব কাছে,
গোপনীয় নাহি কিছু মোর, কিন্তু ইহা—

সুধী। একি ভগ্নি, কাঁদিতেছ তুমি ?

অশ্রু। না, কাঁদিনা।
গোপনীয় কথা আজ কহিব তোমারে।

সুধী। বল ভগ্নি, শীঘ্র বল ; প্রাণ মোর বড়
হ'তেছে ব্যাকুল।

অশ্রু। অতি সাবধানে তুমি,
র'বে কিছুদিন।

সুধী। কেন অশ্রু, কি হয়েছে ?

অশ্রু। অদূরে বিপদ, তাকা'য়ে তোমার পানে।
বিষধর অহি হায়, বিস্তারিয়া ফণা,
তর্জ্জন করিছে, শিরে দংশিতে তোমার।
পুরীমাঝে আত্মজন, অরাতি তোমার।

সুধী। সে কি অশ্রু ? বল সব যাহা জান।

অশ্রু। শুন ;
যাঁর প্রতি তব ভকতি অপার, যাঁর
করে, ন্যস্ত তব শুভাশুভভার, ভাবি'
নিরাপদ, যাঁর কোলে, র'য়েছ শয়ান
তুমি সুখের শয়নে, শাণিত ছুরিকা
তিনি রাখি' বাম করে, দক্ষিণ করেতে,
কৃত্রিম বাৎসল্যময় মায়ার মুকুর,
রে'খেছেন যত্নে তব নয়ন-সম্মুখে।

সুধী। ভগ্নি, অশ্রু,
কি কহিলে, কিছু আমি নারিনু বুঝিতে।

অশ্রু। ইহার অধিক, না'রিব বুঝা'তে আমি।
আর কিছু নাহি তুমি জিজ্ঞাসিও মোরে ;
যা কহিনু, রাখিও গোপনে ; সাবধানে
থাকিও সতত।

(কুমারের হস্তধারণ করতঃ)

প্রকাশ না হয় যেন।

সুধী। নাহি আমি করিব প্রকাশ।

অশ্রু। মোর বাক্যে,
হ'য়েছে ত বিশ্বাস তোমার ? অবিশ্বাস
করি', ভুলিওনা স্বীয়জীবন-মমতা।

সুধী। ভগ্নি, অশ্রুমালা !

অশ্রু। সে আর নাই ; সে অন্ধকারে দ্বয়কেটে
মরবে, কিম্বা আজীবন ব'সে ব'সে কাঁদবে।

(বেগে প্রস্থান।)

সুধী। একি কথা ব'লে গেল; মর্ম্ম কি ইহার?
পুরীমাঝে শত্রু মোর। কে এমন শত্রু?
কি রহস্য ন্যস্ত ইথে? কার করে, ন্যস্ত
মোর শুভাশুভ-ভার? জননী? তিনি কি—
ধিক্ রসনারে, জঘন্য হৃদয় মোর;
এ সন্দেহ তাই হেন পবিত্র নামেতে।
(চিন্তা করতঃ)
তবে সে কে? মন্ত্রী? অসম্ভব; পুত্রসম
স্নেহ করে মোরে। তবে শত্রু কে আমার?
সিদ্ধান্ত ইহার বুদ্ধির অগম্য মোর।
জিজ্ঞাসিলে পুনঃ, ক'বে নাকি অগ্র মোরে?
প্রকাশ করিতে মানা, জিজ্ঞাসিতে তাই,
নাহি পারিব অপরে। বিষম আঁধারে,
হ'নু নিমজ্জিত। দেখি কি হয় সময়ে।
(প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

মতিধরের বাটীর সম্মুখ।

(মতিধরের প্রবেশ)

মতি— এতদিন ক্ষীণআশা, থাকিয়া আড়ালে,
গাহিয়া মধুর গান অস্ফুট ধ্বনিতে,
মজাইত প্রাণ; নন্দনকানন-সুখ,

লভিতাম মর্ত্ত্যলোকে, সেসুখ-আবেশে।
কিন্তু সে আবেশ থাকিত না বহুক্ষণ ;
পলকে অদৃশ্য হ'ত কল্পনার সুখ।
এখন সে আশা, বসি' হৃদিপদ্মাসনে,
ছড়াইয়া রূপরাশি, প্রমত্ত করেছে
মোরে ; রত মন তার মধুর আলাপে।

(পশ্চাতে জাহ্নবীর প্রবেশ।)

আশাবদ্ধ মন মোর ; কি সাধ্য আমার,
আশার কটাক্ষ হেরি' নয়ন মুদিতে ;
অথবা বধির করি' শ্রবণযুগল,
মিষ্টকথা যেন তার, না পশিতে পারে।
কামনা, হৃদয়-দেবতা মোর ; নিয়ত
করি পূজা। দেবলের মন্ত্রণা-কুসুম-
দাম, শোভিয়াছে চারুবাসনার গলে ;
উজ্জ্বল হয়েছে তার রূপ মনোহর।
দয়া, ধর্ম্ম, কোমলতা, বিবেক, বিশ্বাস,
বলিরূপে উৎ-সৃষ্ট বাসনা-চরণে।
নৃশংসতা-খড়্গাঘাতে, ফুরাবে তা'দের
খেলা ! ভয়, যাও তুমি পলাইয়া দূরে,
নতুবা ডরিবে তুমি দেখিয়া আমারে।

জাহ্নবী— (মতিধরের পদতলে পতিত হইয়া)
একি ভাব হেরি আজ তব ; কেন ভব
প্রাণে হ'ল এত আবর্ত্তন ?

মতি— (তুলিয়া) কে, জাহ্নবী ?
এ সময় কেন তুমি এসেছ এখানে ?

জাহ্নবী— ভ্রমণের ছলে একাকী বাহিরে এলে।
নিশীথে বিশ্রাম লভে সবে ; রাত্রি নয়
ভ্রমণ-সময়। তব ভাবে লয় মোর
মনে, যেন কোন দারুণচিন্তায়, প্রাণ
ব্যাকুল তোমার ; যেন ঘোরঝঞ্ঝাবাত,
বহিছে সঘনে তব হৃদয়মাঝারে।

মতি— সতী-অনুমান কভু হয় কি অন্যথা ?

জাহ্নবী— বল নাথ, তবে কিসের ভাবনা এত ?

মতি— ভাবনা আমার প্রিয়ে, অনন্ত, অসীম।
এ চিন্তার অন্ত নাই। সুধু জেনে রাখ,
স্বকীয়সুখের চিন্তা।

জাহ্নবী— সুখের চিন্তায়,
ফুল্ল হয় মুখ-কান্তি ; প্রত্যেক কথায়,
প্রতিকর্ম্মে, প্রফুল্লতা প্রকাশে বাহিরে।
অন্তরের সুখ, আপনি বিকাশ পায়।
কেন বিপরীত তব সে সকল ?

মতি— প্রিয়ে,
পেয়েছি সুখ-সন্ধান, লভিতে বাসনা
তারে। কি উপায়ে পাব, নির্ণয় করিতে
নারি। বিলম্বে বঞ্চিত হ'ব, ভীতমনে
তাই, খুঁজিতেছি যতেক কৌশল। ভয়,
পাছে বা বঞ্চিত হই বাঞ্ছিত সুখেতে ;

তাই শান্তি, হৃদে মোর নাহি পায় স্থান।
শান্তিহীন জনমুখে, প্রফুল্লতা-ছবি,
কবে খেলে উজলিয়া মুখের মাধুরি ?

জাহ্নবী। এমন কি সুখ নাথ, কহ এ দাসীরে ?

মতি। নৃপতির সুখ। কেন শিহরিলে তুমি ?
আচম্বিতে কেন তব বিবর্ণ আনন,
কেন তুমি স্থিরনেত্রে চেয়ে মোর পানে ?

জাহ্নবী। অসম্ভব কথা, শুনি' তব মুখে, হিয়া
কাঁপিছে ভয়েতে। শিথিল সকল অঙ্গ;
হ'ল আচম্বিতে। কোথা রাজ্য, কার রাজ্য,
কৌশলে গ্রাসিতে নাথ, বাসনা তোমার ?

মতি। যে রাজ্য লভিতে পারি বুদ্ধির কৌশলে,
কিম্বা সৈন্য-বাহুবলে।

জাহ্নবী। কোন রাজ্য এত
হীনবল, বাহুবলে আনিবে জিনিয়া;
মন্ত্রণাবিহীন কোন রাজা, রাজ্য তাঁর
কৌশলে করিতে চাও, নিজহস্তগত ?

মতি। যে রাজ্য নৃপতিহীন; সুশাসন বিনা,
বিশৃঙ্খল রাজতন্ত্র, ; প্রজাগণ মিলি',
হাহাকার করে অবিরত; সুশাসনে
তুষিতে সকলে, সেই রাজ্যে রাজা হ'ব।

জাহ্নবী। পূর্ব্বেই পেয়েছি নাথ, ইহার আভাষ।
দুরন্তবাসনা তুমি কর পরিহার।
নৃপহীন রাজ্য নয়; পূর্ণশশী প্রায়,

বিদ্যমান ভাবী নরনাথ। যদি এবে,
রাজ্যমাঝে, শাসন-অভাব, নহে তার
দোষ ; তব করে, ন্যস্ত সবরাজ্যভার।
এখন বিপ্লব যদি, হয় রাজ্যমাঝে,
সকলে দূষিবে তব শাসন-কৌশল।

মতি। পরের লাগিয়া, সুশাসন কেবা করে ?
পরিশ্রমে ক্লান্ত মোর প্রাণ ; কিন্তু কা'র
তরে, সুনাম কিনিতে কা'র, করি এত
বুদ্ধির চালনা ? নিজহেতু নয় তাহা।

জাহ্নবী। নূতন শুনিনু আজ তব মুখে। কোন্
বিশ্বাসভাজন, প্রভুর মঙ্গলতরে,
নাহি করে, স্বীয় শরীর-পাতন ? নাথ,
তব গুণে, মুগ্ধ হ'য়ে স্বর্গীয়ভূপতি,
প্রধানঅমাত্য করি', তুষেছিল কত।
তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা, এই কি তোমার ?
কৃতজ্ঞতাবিনিময়ে, কেমনে তনয়ে
তাঁর, দিবে দুঃখ এত ? রাজত্বে কি কাজ
তব ? কে খাবে এ ধন ? যাহা আছে, কর
দান ক্ষুধিত জনেরে ; স্বর্গ-রাজ্য পা'বে।
স্বর্গ-রাজ্যতরে, কর সমর ভীষণ।
রটিবে যখন তব কলঙ্ক সংসারে,
কেমনে দেখাবে মুখ মানবসমাজে ?

মতি। রাজ্য ল'ব এমন কৌশলে, কলঙ্কের
বোঝা, বহিতে হ'বেনা শিরে।

(স্বগতঃ) বিসর্জ্জিতে
পারি প্রাণ, রাজ্য-আশা তেয়াগিতে নারি।

জাহ্নবী। কলঙ্কে যদ্যপি নাথ, নাহি তব ভয়,
পরকাল ভাব একবার। ভেবে দেখ
দেখি, নিমেষের তরে, হয় কিনা মনে
কোন ভয়ের সঞ্চার ; কহে নাকি দূরে
থাকি' ধর্ম্মমতি তব, উদ্যত যে অসি
তব, রাজপুত্র-শিরে, তাহার পতনে,
মুক্ত হবে তব নরকের দ্বার ? নাথ,
সুখভোগ তব ভালে, হবেনা নিশ্চয়।
রাজ্যচ্যুত রাজপুত্র, দুঃখিত অন্তরে,
ছাড়িবে নিশ্বাস দীর্ঘ ; মিশি' বায়ু-সনে
তাহা, উঠিয়া বিমানে, জ্বালা'বে ধরায়,
বিদ্বেষ অনল। বিষম দৃষ্টান্ত তব,
উত্তেজিবে পুনঃ অপরহিংস্রকজনে,
লভিতে এ ছার রাজ্য, বঞ্চিয়া তোমায়।
যত তব বিশ্বাসভাজন, এ কৃত্রিম-
রাজোপাধি, কেড়ে ল'বে ষড়যন্ত্র করি'।
কি দশা তখন হবে দেখ মনে ভাবি'।
তব দুঃখে, কোন প্রাণী, হ'বেনা ব্যথিত।
শুনিবেনা কেহ, মিনতি তোমার। তব
অশ্রুনীরে, গলিবেনা কাহারো হৃদয়।
বিশ্বাসঘাতক আর প্রবঞ্চক জনে,
উপেক্ষা করিতে কেহ হ'বেনা কুণ্ঠিত।

ভ্রমমদে হ'য়ে উত্তেজিত, কেন লবে
পাপের আশ্রয় ?

মতি। সকলি বুঝিতে পারি,
কিন্তু কুহক-বাগুরাবদ্ধ মনপাখী
মোর ; উড়িতে চাহিলে, প্রলোভন-ব্যাধ,
টানে জাল ধরি' ; অমনি অবশপক্ষে,
করে তার বশ্যতাস্বীকার।

জাহ্নবী। কেন নাথ,
জ্ঞান-চক্ষুর আঘাতে, হয় নাকি তুচ্ছ
কুহক-বাগুরা-গ্রন্থি ছিন্নভিন্ন কভু ?

মতি। জাহ্নবি,
গৃহে যাও, প্রহরী আসিছে এই দিকে।
গভীরা রজনী ; নিদ্রার কোমলকোলে,
করগে বিশ্রাম।

জাহ্নবী। তুমি কি যাবেনা নাথ ?
তোমারে অসুস্থ হেরি' বিশ্রাম আমার !
তোমার চরণসেবা আমার বিশ্রাম ;
তোমার শান্তিতে মাত্র, এ দাসীর সুখ।

মতি। প্রহরীর সনে, করি সম্ভাষণ, যাব
শয়ন-আগারে। সাবধান পতিব্রতে,
এ সবরহস্য যেন নাপায় প্রকাশ।

জাহ্নবী। পতির নিগূঢ়কথা, সতী প্রকাশিবে !
তোমার চরণে ধরি', করি এ মিনতি,
তুমিও ভুল'না নাথ, ধর্ম্মের অর্চ্চনা।

যত শীঘ্র পার মোরে, তুষিও দর্শনে।

(প্রস্থান।)

(একজন প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। তব পদে প্রণমে কিঙ্কর।

মতি। কি সংবাদ ?

প্রহরী। এক জন লোকআসি', এই লিপি দিয়া,
আদেশিল মোরে, এখনি তোমার করে,
করিতে অর্পণ ; কি বিশেষ প্রয়োজন
তার, তাই, অসময়ে এসেছে এখানে।

(লিপি প্রদান।)

মতি। (পাঠ করতঃ)
শীঘ্র তাহাকে এখানে পাঠিয়ে দেওগে।

প্রহরী। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান।)

মতি। বিনাশিলে স্বপ্রভুর স্নেহের কুমার,
হরি' নিলে রাজ্য তার, ছলনা করিয়া,
পাপের আয়ত্বে বাস, ঘটিবে আমার।
কৃতজ্ঞতাবিনিময়ে কৃতঘ্নতা-অসি,
কেমনে তুলিব আজ রাজত্বআশায় ?
অপযশঃ, লোকমুখে, গাহিবে আমার
পৈশাচিকী কথা ; বিশ্বাস অমূল্য ধন,
লুপ্ত হ'বে ধরাতল হ'তে। সাধারণজন,
অধর্ম্ম-দৃষ্টান্তস্থলে, কহিবে আমার

নাম স্বণিতবচনে। নরকের দুত,
লইতে শীকার শীঘ্র আপন আলয়,
ক্রোধরূপে রাজ্যমাঝে, হ'য়ে আবির্ভূত,
শাণিতকৃপাণভাগ করিয়া আশ্রয়,
বাঁধিবে আমার হাত পাপের শৃঙ্খলে।
যাব যবে হায়, নিরয়ে, নারকীগণ
দিবে করতালি, দেখিবে আমারে যবে,
সঙ্গীরূপে কাছে। একদিকে রাজ্যপ্রাপ্তি,
নরক অপরে। ভেবে কিছু নাহি পাই;
পাপপুণ্য-মধ্যবর্ত্তী হৃদয় আমার।

(ছদ্মবেশিহামিরের প্রবেশ।)

হামির। জয় হ'ক্ মহারাজ।

মতি। নহি আমি রাজা।

হামির। অচিরেই রাজা হ'বে তুমি। শুভদিন
উপনীত কাছে। আগামী পরশ্ব দিনে,
ব্রতী হব তব কাজে।

মতি। কেমনে সাধিবে
কাজ?

হামির। পশ্চাতে জানিবে; সেদিন কুমার,
মৃগয়া কারণে যাবে সুদূর কাননে;
তথা হ'তে, আসিতে হবেনা ফিরি' আর।

মতি। এঁ্যা, কি বল্লে?

হামির। কি ভয় তাহাতে ? বলি শুন,
পরদিন অমানিশাযোগে, নিয়মিত
রূপে, প্রান্তরে স্থাপিতশৈলেশ-মন্দিরে,
নিশ্চয় যাইবে রাণী, পূজিতে মহেশে।
তথায় সাধিব কাজ, স্বীয়মনোমত।

মতি। কি স্ত্রীহত্যা, ছি, ছি! ধিক্, ধিক্ রাজ্যে ; ধিক্
তব কল্পনায়, শতধিক্ মোর প্রাণে !

হামির। আমি কি মানুষ নই ? নাহি কি শরীরে
মোর, দয়া, মায়া কিছু ? তবে কি মন্ত্রিন্,
আমারে পশুর তুল্য ভাবিয়াছ তুমি ?
বড় ব্যথা পেনু হৃদে, তোমার কথায়।
মহাপাপী তুমি, তাই বিনা দোষে, অন্য
জনে, নিন্দ অকারণ। পূর্ব্বজন্মে, কত
পাপ করেছ সঞ্চিত, এ জন্মে বঞ্চিত
তাই হ'য়ে পুত্রধনে, দুঃখে যপ দিন।
বুঝিলাম, অতি মহাপাপী তুমি, তাই
মহাযোগীর বচনে, করেছিলে বৃথা
অনাস্থা-স্থাপন। বৃথা তব আকিঞ্চন ;
চলিনু এখন আমি। তব সম পাপী,
এড়া'তে পারে কি কভু নরকযন্ত্রণা ?
তোমাসম কাপুরুষ, পায় কি রাজত্ব ?
অস্থিরমানস, পায় কি সুখের বার্ত্তা ?
দেবল,
ক্ষম অপরাধ মোর, বুঝিতে পারিনি

আমি, উদ্দেশ্য তোমার। বল তবে স্পষ্ট
করি, রাণীর নিকটে, কিবা কর্ম্ম, তব
মনোমত হবে সম্পাদিত? বল ত্বরা।

হামির। (স্বগতঃ) হ্যাঁ এবার পথে এস। যে একবারমাত্র আশার কটাক্ষ হেরেছে, সে কি আর তাহা ভুল্‌তে পারে? ধন্য আমার কৌশল, ধন্য আশা।

মতি। দেবল,
উপশম এখনো কি হয়নি রোষের?
করেছি কটূক্তি এত না বুঝিয়া আমি;
বন্ধুপ্রতি রোষ করা হয় কি উচিত?

হামির। মোর হৃদে রোষ, নাহি পায় স্থান, কিন্তু
শুনি' তব কথা, লাগিয়াছে ব্যথা প্রাণে।
নাহি বধিব রাণীরে; কিন্তু কুমারে—

মতি। এঁ্যা!
কুমার, কুমার-হত্যা? না, দেবল, না, না,
তাহারেও মারিবনা প্রাণে। সত্য কহি
তোমারে দেবল, থাকি' থাকি', প্রাণ মোর,
উঠে চমকিয়া। বড় ভয়; হত্যা, হত্যা?

হামির। সাহসে হৃদয় বাঁধ, কিম্বা আশা ছাড়।
কাপুরুষ, সংশয়-দোলায় চড়ি' কভু
উর্দ্ধে উঠে, কভু পুনঃ পড়ে রসাতলে।
মনে রেখো এই মোর সারগর্ভবাণী,
উদ্যমহীনতা আর চিত্তের বিকার,
করে মাত্র মানবের দুঃখ-প্রবর্ত্তন।

মতি। নহি কাপুরুষ। হয় হ'ক্ যাহা আছে
ভালে, রাজ্য লভিব নিশ্চয়। পুত্রমুখ
হেরি', কবে দগ্ধপ্রাণ হইবে শীতল!
প্রভুর কৃপায়, যুগলতনয়-মুখ
হেরিব নিশ্চিত। রাজ্যেশ্বর হ'বে পুত্র
মোর, বড় স্খ ইহা সংসারীর কাছে।
দেবল,
তব করে আপনারে করেছি অর্পণ;
তুমিই সহায় মাত্র এখন আমার।
রাজ্য, রাজ্যপ্রাপ্তি;—"রাজা" মধুর এ নাম।
যা'হয় করিও তুমি, চলিনু এখন।

(প্রস্থান)

হামির। সংসারে এমন মূর্খ সম্ভবে কি আর!
নিজহিত নাহি বুঝে আছে কি এমন?
মূঢ় মতিধর, ধন্য আশাকুহকিনী।
স্থূলদর্শী! কেমনে দেখিবে কি ভীষণ
হলাহল, ভবিষ্যত্-তমো-গর্ভে ন্যস্ত
তব তরে। অপরের চাটুবাক্য-স্রোতে,
তোমার বিবেক বুদ্ধি দেও ভাসাইয়া।
কি সাধ্য তোমার, অপরের অভ্যন্তরে
করিয়া প্রবেশ, তন্ন তন্ন করি' দেখ
আন্তরীন ভাব। মন্দ তব, বিলাসের
দাস। তোমাহেন মূঢ় যদি সিংহাসনে
শোভে, কেবা হ'বে তবে পথের ভিখারী?

হাতের রতন ফেলি' অম্বুনিধি-তলে,
বিষতরে হাত দিলে ফণীর মস্তকে।
(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

নিবিড়বন।

সুধীরাওর প্রবেশ।

সুধী। কোথা গেল কুরঙ্গশাবক ; পশিয়াছে
ঘোরবনে চক্ষের পলকে।
(চতুর্দ্দিক অবলোকন করতঃ)
অন্য মনে,
ছাড়ি' সঙ্গিগণে, আসিয়াছি বহুদূর।
একাকী এখানে থাকা বিপদ-কারণ।
একি ! কোন পথঘাট হয়না লক্ষিত ;
কেমনে আসিনু হেথা ? যা'ববা কেমনে ?
(নেপথ্যে)
অই ওখানে রয়েছে মোদের শিকার ;
চল হই অগ্রসর, না পলায় যেন।

সুধী। অই বুঝি মোর সঙ্গী সবে ; তবে বহু
দূর নয় এই স্থান, নিরাপদ আমি।
(তিন জন দস্যুর প্রবেশ।)
এরা কে, আকৃতি দেখে ব্যাধ বলে বোধ হচ্ছে।

(প্রকাশ্যে) কে তোমরা ? আকৃতি-দর্শনে, লয়মনে
মৃগজীবী বলি; দেহ সত্য পরিচয়।

১ম দস্যু। মিথ্যা নাহি কহে কভু দস্যুবৃত্তিধারী।

সুধী। দস্যু কি তোমরা ?

১ম দস্যু। প্রাণহন্তা দস্যু মোরা।

সুধী। শঙ্কা কি হয় না প্রাণে রাজদণ্ড স্মরি' ?

২য় দস্যু। রাজদণ্ড মোদের সহায়। রাজ-আজ্ঞা
বিনে, সাহস হয় কি প্রাণে, মানুষের
বধিতে জীবন ? মোরা রাজ-আজ্ঞা পেয়ে,
একটী অমূল্য প্রাণ করিতে বিনাশ;
ঘুরিতেছি গুপ্তভাবে নিবিড়কাননে।

সুধী। রাজা তোমাদের সহায়, পোষক ! বল,
কোন রাজা সেই, আর কাহার আদেশে,
কা'র ছিন্ন শির আজি লুটিবে ভূতলে ;
কোন অপরাধে অপরাধী সে দুর্ভাগ্য ?

১ম দস্যু। রাণীর আজ্ঞায়, রাজপুত্র হারাইবে
প্রাণ ; অপরাধ নাহি জানি ; তবে জানি
বিমাতার কাছে সপত্নী-সুতের, হয়
শত শত অপরাধ পলকে পলকে।

২য় দস্যু। সেই দোষে নবীনবয়সে, আজ তুমি
হারা'বে জীবন। উপস্থিত মৃত্যু তব।

সুধী। শোন্ মূর্খ তোরা, ভাবিস্‌নে চিতে, আজ
পাবি পরিত্রাণ ; এখনি পাইবি ফল।
দস্যুবৃত্তিতরে, নাহি নিস্তার তোদের।

১ম দস্যু। রাজপুত্র!
রোষ কর সম্বরণ ; মিথ্যা নাহি কহি
মোরা, তব মাতার আদেশে, অগ্রসর
মোরা এ কাজ সাধিতে।

সুধী। কেমনে জানিব,
ন'স্ তোরা গুপ্তহন্তারক ; ন'স্ কোন
পিশাচ-প্রেরিত, ধনে বশ হ'য়ে যার,
হয়েছিস্ উদ্যত এ ঘৃণিতব্যাপারে ?

২য় দস্যু। সত্য, মোরা ধনলোভে হয়েছি উদ্যত,
কিন্তু বিমাতা তোমার, নারীরূপে যদি
সম্ভবে পিশাচী, পিশাচপ্রেরিত মোরা।

সুধী। (স্বগতঃ)
মিনতি করিলে, হয়ত কহিতে পারে
প্রকৃত কাহিনী ; জিজ্ঞাসিব মৃদুভাবে।
(প্রকাশ্যে)
শুন কহি, মলেও হবে না এ ধারণা,
স্নেহপরায়ণা-মাতা-প্রেরিত তোমরা।
আমি মরিব নিশ্চয়, তাই অনুনয়
করি, সত্য কহ মোরে, কা'র দ্বেষবলে,
লুটিবে ধূলাতে আজ ছিন্ন শির মোর ?
সুধু জানিতে চাই, স্নেহের আধার মাতা
মোর ; নহে পুত্রঘাতী বৎসলা জননী।

(শশব্যস্তে মতিধরের প্রবেশ)

মতি। কুমার,
বড় ভাগ্যে তব সনে হইল মিলন।
বড় পুণ্যফলে তোমারে জীবিত পেনু।

সুধী। মন্ত্রিবর,
একি কথা! কি আশঙ্কা ছিল মোর প্রাণে?

মতি। এখনো আশঙ্কা আছে; যতক্ষণ, এই
নির্দ্দয়ঘাতকত্রয়, না করে প্রয়াণ।

সুধী। থাকিতে কৃপাণ করে, কি সাধ্য ঘাতক
আসে ক্ষত্রিয়ের কাছে।

মতি। কিন্তু মরি ত্রাসে,
উত্তেজিত এরা বহু ধনের আশায়;
নির্ভয়হৃদয় তায়, রাণীর আদেশে।
গুপ্ত এই ষড়যন্ত্র শুনেছি যখন,
এসেছি ত্বরিতপদে তোমার উদ্দেশে।

সুধী। কোন্ দোষে দোষী আমি জননীর পদে
তাই ষড়যন্ত্র মোর জীবন নাশিতে?

মতি। বিমাতা তোমার, বুঝিয়াছে এতদিনে,
শত্রু সপত্নী-তনয়; বিনাশ কর্ত্তব্য
তার, তাই গোপনে ঘাতকগণে, হেথা
করেছে প্রেরণ।

১ম দস্যু। হয় কি প্রত্যয় এবে
মোদের কথায়?

সুধী। সত্য কি বধিতে মোরে
উদ্যত জননী, সত্যই কি হৃদিসরে

তাঁর, শুকায়েছে এত দিনে সুতস্নেহ-
নীর ?

মতি। পাষাণ-অন্তরে, সম্ভবে যদ্যপি
জল-আবির্ভাব, তব প্রতি স্নেহ আছে
তব বিমাতার।

সুধী। আছিল অটল স্নেহ।

মতি। টলেছে এখন ; সে সঙ্গে টলেছে তব
অমূল্য জীবন।

৩য় দস্যু। অপেক্ষা করিতে নারি।

মতি। দয়া কর দান।

২য় দস্যু। দস্যুর হৃদয়ে, দয়া
পারে কি তিষ্ঠিতে ? দয়ায় গলিলে প্রাণ,
দস্যুবৃত্তি পারে কি করিতে ? ধনতৃষ্ণা
যার হৃদয়ে প্রবল, দস্যু সেই জন ;
ধন পেলে, নাহি গণে অপরের ক্লেশ।
ধনের প্রত্যাশী, অর্থ বিনা নাহি জানে।

মতি। ধনলোভে যদি বশ তোমাদের মন,
শুন তবে, যত ধন লভিবে তোমরা,
বধ করি কুমারের অমূল্য জীবন,
ভিক্ষা দিলে কুমারের প্রাণ, চতুর্গুণ
ধন তার করিব অর্পণ ; ধন পাবে,
রাজ-রক্তে কলুষিত হবেনা কৃপাণ।

২য় দস্যু। সকলি করিতে পারে ধনের প্রত্যাশী।
লোভের চরণে, আপন জীবন যবে

করেছি বিক্রয়, কি সাধ্য সম্বরি তারে ?
চল তুমি আমাদের সনে ; প্রতিশ্রুত
ধন নাহি দিলে, বিনিময়ে তব প্রাণ
করিব বিনাশ। কুমার ! ফিরিয়া আর
যেওনা নগরে, তা'হলে মোদের প্রাণ,
যাবে বিনিময়ে, তোমারও পদে পদে
ঘটিবে বিপদ ; জীবন হারা'বে শেষে।
যাও দূরদেশে চলি', ক্ষম মোসবায়।
চল ত্বরা করি, মুহূর্ত্ত তিষ্ঠিতে নারি।

স্মৃতি। কুমার !
বজ্র বাঁধি বুকে, চলিনু আলয়ে ফিরি'।
এক সুখ মনে, বাঁচায়েছি প্রাণ তব ;
ভবিষ্যত-আশা, যত্নে পুষিব হৃদয়ে।
(প্রস্থানোন্মুখ হইয়া মায়া রোদনে)
হৃদয় ফাটিয়া যায় ওমুখ নেহারি।
পৃথিবী জুড়িয়া, রাণীর কলঙ্ক গা'বে।

সুধী। সাবধান মন্ত্রিবর, শুন শেষ কথা ;
মাতার কলঙ্ক যেন না রটে সংসারে।
কহিও সকলে, হিংস্রকশ্বাপদ-নখে,
বিলীন হয়েছে মোর নশ্বর জীবন।
করিনু শপথ, আমাহ'তে কোন জন,
নাহি পাবে মোর পরিচয় ; কিম্বা কভু
রসনা আমার, নাহি ক'বে কারো কাছে,
এসব কাহিনী।

মতি। অসাধ্য আমার, এর
প্রতিকার।

১ম দস্যু। চল ত্বরা করি।
যাই তবে।

মতি। (যাইতে যাইতে স্বগতঃ)
কুমারের হয়েছে বিশ্বাস, মহারাণী
বধিতে তাহারে, পাঠায়েছে হেথা এই
দস্যুগণে। দেবল অসীমবুদ্ধি ধরে,
কিন্তু এরে প্রাণে মারি কি হ'ত সুসার ?
এক সুখ, বাঁচায়েছি কুমারের প্রাণ ;
অন্যসুখ বাসনা আমার, শীঘ্র হবে
ফলবতী। না কহিব দেবলের কাছে,
কুমার অক্ষতপ্রাণে, সাহায্যে আমার,
রাজ্যত্যজি' দূরদেশে করেছে প্রয়ান।
(মতিধর ও দস্যুত্রয়ের প্রস্থান।)

সুধী। এজন্য কি অশ্রুলতা পূর্ব্বেতে আমারে,
বলেছিল বারবার সতর্কে থাকিতে ?
"পুরীমাঝে শত্রু তব" এই কি তাহার
অর্থ ? বুঝিনু এখন, এজন্যই বুঝি
নাম কহেনি আমারে। কহিত যদ্যপি,
নিশ্চয় হ'তনা প্রত্যয় আমার ; তাই
ভগ্নী, কাতর নয়নে, চেয়েছিল মোর
পানে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ)
ভাসিনু সংসারে ; যা আছে কপালে

মোর ঘটিবে নিশ্চয়। জননী বুঝিবে
শেষে ত্রুটি আপনার।
(চিন্তা করতঃ) কার মন্ত্রণায়,
এত স্নেহ এত মায়া ভুলেছে জননী !
আছে সহোদর। একি তাহারি মন্ত্রণা ?
হ'তে পারে, নাহি পারি বুঝিতে নিশ্চয়।
অনুমানে ভর করি কেমনে দূষিব
তারে। কি করি এখন ; কোথা যাব আমি ?
সংসারসাগরে আমি ক্ষুদ্র তৃণ এবে।
(চিন্তা করতঃ)
যাব মীনগড়ে, ক্ষত্রিয়সন্তান আমি,
কি ভয় আমার, বাহুবল সার মোর।
(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অন্তঃপুরসংলগ্নউদ্যান।

(নীহারবালা ও পারিজাতের প্রবেশ)

গীত।

পারি।
কি কথা কওরে অলি, গোলাপের কানে।
কি প্রেম শিখাও তারে গুন্ গুন্ গুন্ তানে।
কোথা হ'তে উড়ে এসে, যুবতীর হৃদে ব'সে,
হেসে হেসে কানে কানে একি আলাপন—
এসেছ ক্ষণেক তরে, মধু লুঠে যাবে উড়ে,
বলিহারি চতুরালী অবলা মজাতে প্রাণে।
শঠতা শিখেছ ভাল মজা'তে অবলাজনে।

নীহার। (স্বগতঃ)
যাঁরে হেরি' হয়েছিনু আত্মহারা প্রাণে,
যাঁর রূপধ্যানে, সারানিশিজাগরণে,
লভিতাম স্বর্গসুখ; হেরিয়া বারেক,
হয়েছিনু দাসী যাঁর পায়, যাঁর তরে
দিবানিশি কাঁদিত পরাণ, রূপ-বাণ
হানি' যিনি, মন-কুরঙ্গিনী, করিয়াছে
অধীর, চঞ্চল, ইঁনিই ত মোর, সেই

মনচোর। ধরা কি দিবেনা মোরে? হায়
কবে হ'বে তাঁর সনে প্রেমের মিলন।

শারি। সখি!

তব বিষাদের হবেনা কি অবসান?
চেয়ে দেখ একবার প্রকৃতির পানে।
চারুশোভা মনোলোভা, দেখ চারিভিতে।
প্রত্যেক পদার্থে, দেখ প্রীতির উচ্ছ্বাস।
গোলাপসুন্দরী অই, হাসিয়া আকুল,
ব্যাকুলহৃদয় অলি, সে হাসি নেহারি',
উড়ে উড়ে চায় তার বদন চুম্বিতে;
দেয় না বসিতে তারে চঞ্চল পবন;
হরণ করিতে রত কুসুমের বাস;
নিরাশহৃদয়ে অলি, গুন্ গুন্ তানে,
কহিছে মরমব্যথা, সবলের কানে।
জাতি যূথী আরো কত সুন্দরী হাসিছে।
চতুরের শিরোমণি, দেখ নিশামণি;
বুঝিতে প্রিয়ার মন, কত খেলা খেলে;
লুকায় কেমন, দ্রুত মেঘের আড়ালে;
হেরি' ম্রিয়মাণ, প্রিয়ার বয়ান, দেখ
দেখ, কেমন হাসিয়া, আসেলো আবার।

নীহার। বিষতুল্য অই শোভা বিরহিনী-কাছে।
নীরছাড়া হ'লে মীন, পায় কিলো সুখ,
অন্যমীন-খেলা হেরি' স্বচ্ছনীরমাঝে?

পারি। বারেক দর্শনে হ'লে এমনি বিভোরা!
বসন্ত উৎসবহ'তে ফিরিবারকালে,
বিশ্রাম লভিতে, কেন হায় বসেছিলে
সে বিটপি-মূলে! কোথা হ'তে আসি'
এক পুরুষরতন, পলকে করিল
তব মানস হরণ। সখি, তুমি যার
তরে, বিরহসাগরে, ভাসিছ সতত,
সে কিলো তোমার তরে ভাবিছে তেমন?
সম্পূর্ণ অপরিচিত তব মনচোরা,
কেমনে পাইবে তারে? ত্যজ তার আশা।

নীহার। (স্বগতঃ)
বোধ হয় নাথ ভুলেনি দাসীরে। প্রাণ
তাঁর নিতান্ত কোমল; হেন রূপ বিধি,
গড়ে কি যন্ত্রণা দিতে অবলার প্রাণে?
ঠেলিবে কি তুচ্ছভরে মোর প্রেমদান?
না, না, উত্তাপ সম্ভব নয় শশধরে।

পারি। ভেবে কি পাবে লো সেই বিদেশী নাগরে?
প্রেমসাগরে, ঝাঁপ দিয়েছ, কষ্ট পা'বে
আখেরে; অজ্ঞাত ধন সেই মনচোরা,
আপনি আসিয়া, দেয় যদি ধরা, তবে
সখি, সবদিক থাকিবে বজায়।

নীহার। সখি,
নবসেনাপতি দেখেছ কি তুমি?

পারি। কেন?

নীহার। বল দেখি, কিবা মনোহর রূপ তাঁর।
আপনি মদন যেন মানব-আকারে।

পারি। সখি,
তাঁ'রে দেখে বুঝি পড়েছ প্রেমের ফাঁদে।
বুঝি তব মন কাঁদে এনাগরতরে ?

নীহার। সখি,
ইঁনি মোর মনচোর, আমি ওর দাসী।

পারি। (স্বগতঃ)
সখী দেখ্‌ছি চিন্‌তে পেরেছে। প্রেমচোখে যারে একবার দেখে, তাকে কি আর ভুল্‌তে পারে, না চিন্‌তে বাকী থাকে ? (প্রকাশ্যে) সখি !
ছি, ছি, এই তব প্রেম ! একজনতরে,
বিরহিনী হ'য়ে, কতই কাঁদিলে বসি'
নীরবে গোপনে ; কত বলেছিলে মোরে,
তাঁর রূপ পারনা ভুলিতে। এরি মধ্যে
হেরি' এই নবসেনাপতি, মুগ্ধ হ'য়ে
এর রূপের ছটায়, ভুলিলে এখনে
পূর্ব্ব নাগরের কথা ?

নীহার। ইঁনিই সেজন,
দেখেছি যখন, তখনি চিনেছি সখি।
মন বলে ইঁনি মোর পতি ; সখি ইঁনি
মোর আরাধ্য দেবতা।

পারি। (সহাস্যে) ভুলিবনা আমি,
এপ্রবোধদানে ; আমিও দেখেছি তাঁরে।

সেনাপতি-সনে তাঁর পার্থক্য অনেক।
বুঝেছি, মজেছ তুমি নবপ্রেমরাগে।
পুরাতনে নাহি আর পূর্ব্ব-অভিলাষ।
কেমন, সত্য কিনা অনুমান ?

নীহার। (সহাস্যে) হঁ্যা তাই।
কথনো পারিনি সখি, জিনিতে তোমারে।

পারি। তবু ভাল এ নাগর বিদিত সবার।
খুঁজিতে হবেনা বেশী ; যখন তখন,
মিলা'তে পারিব সখি, কানুয়ার সনে।

গীত।

ভেবনা ভেবনা আর বিষণ্ণবদনে।
তোমারে মিলা'ব ধনি, নাগরের সনে ॥
আনিলে নাগরে ধ'রে, তুষিও যতন ক'রে,
চোখে চোখে রেখলো আদরে—
ভুলিবে, পড়িবে ফাঁদে রাখিলে যতনে ॥

(একধারে সেনাপতিবেশে সুধীরাওর প্রবেশ।)

সুধী। গভীর নিশিথে কে গাহিল গান ? দগ্ধ
প্রাণ হইল শীতল। এললিত তান,
বামার কোমলকণ্ঠসম্ভূত নিশ্চয়।

নীহার। সখি,
হৃদয় আমার হয়েছে পরের, বল
সখি, কি হ'বে উপায়, মোর।

পারি। কাছেই ত

নাগর এখন, করা'ব মিলন, যদি
পাই অনুমতি ; নূতন পীরিতি তব,
নূতন নাগরে, নূতনে, নূতন ভাবে
মিলা'ব যতনে। বৃন্দাদূতী আমি রাধে।

সুধী। এই কি, রমণীদ্বয় দাঁড়ায়ে এখানে !
আহা কিবা রূপ, কি সুন্দর মুখ মরি।
মনোমুগ্ধকর কিবা শরীর-লালিত্য।

পারি। (অদূরে সুধীরাওকে দেখিয়া) (স্বগতঃ)
এক কাটিও বাজেনা, একেও প্রেম হয়না। এদিকে বিরহিনী, ওদিকে ছট্‌ফটানি। (প্রকাশ্যে।)
আর তুমি ভেবনা সখি !
যখন তখন নাগর এনে, তোমারে করিব সুখী।
যাই সখি, আমি কুসুম তুলিতে,
গাঁথিয়া চিকন মালা বিনাসুতে,
যত্নে কবরীতে দিব পরাইয়া।
সে শোভা নেহারি', আপনা পাশরি',
অনেক নাগর তুষিবে আসিয়া।
রহ হেথা তুমি দাঁড়ায়ে গুমরে।
দেখিব ভ্রমর, কেমন নাগর,
না এসে কেমনে থাকিতে সে পারে।
(প্রস্থান।)

সুধী। (অগ্রসর হইয়া)
এই ত সেমুখ ; যারতরে হ'ত মোর
মানস অস্থির, এই ত সে দেবী কাছে।

সেইরূপ ; ধন্য আঁখি মোর, যারতরে
এসেছিনু হেথা, সে আশা মিটিল মোর।

(সম্মুখে গিয়া)

কে তুমি সুন্দরি, ভ্রমণ করিছ হেথা ?

নীহার। (স্বগতঃ) এই ত প্রাণেশ মোর সম্মুখে দাঁড়া'য়ে।
শরীরে বিদ্যুৎরেখা চমকিছে এবে।
নয়ন, এখন কেন হ'লে লজ্জাধীন ?

সুধী। সুন্দরি,
ভীতা যদি মোর আগমনে, পরিহার
কর তব ভয় ; ক্ষত্রিয়ের বাহুবল,
নয় অবলার ভয়ের কারণ।

নীহার। (স্বগতঃ) আহা,
কি মধুর স্বর ! পুলকে পূরিল হিয়া
মোর। যতশুনি তৃষা বাড়ে তত ; নাথ,
ক্ষম অপরাধ ; লজ্জায় হয়েছে মোর
রসনা অবশ। কি করি উপায় এবে ?

সুধী। (স্বগতঃ)
এ রতন হবে কি আমার ? মূঢ় আমি,
এহেন রতন লাভে তাই মোর আশা।
(প্রকাশ্যে)
মোর উপস্থিতি যদি বিরক্তি-কারণ,
রহিবনা ক্ষণকাল আর। ক্ষম মোরে,
অকস্মাৎ এসেছিনু উদ্যানমাঝারে।

নীহার। (কম্পিতস্বরে) সখি ! সখি ! (স্বগতঃ)

নাথ, ক্ষম তুমি এই দাসীরে তোমার।

(পশ্চাদ্দিক্ হইতে পারিজাত যাইয়া সুধীরাওর হস্তধারণ করতঃ)

পারি। বলি নাগর এই কি রীতি,
ভুলে গেলে টাট্‌কা পীরিতি ?
রাই নিশি পোহায় ব'সে,
কিন্তু কুঞ্জে শ্যাম না আসে ॥

নীহার। সখি,
একাকিনী রাখি' মোরে কোথা ছিলে তুমি ?

পারি। (নীহারের চিবুক ধারণ করতঃ)
আর কিলো ভাবনা সখি,
এই যে তোমার প্রেমের পাখী।
শিকলি কেটে উড়েছিল,
এবার, আপনি এসে ধরা দিল,
দেও তোমার গলের মালা,
বঁধুর গলে দিই পরা'য়ে,
এই যে তোমার প্রেমের নাগর,
ভাস্‌বে প্রেমে তোমায় নিয়ে।

(নীহারের গলদেশ হইতে মালা লইয়া সুধীরাওকে
পরাইতে উদ্যোগ।)

প্রেমের শৃঙ্খলে আজি বাঁধিব তোমারে।

নীহার। (নতমুখী হ'য়ে)
লজ্জা কি হয় না কিছু তব মনে সখি ?

স্থধী। সুন্দরি,
আগন্তুক আমি।

পারি। (চমকিয়া বিস্ময়ের ছল করতঃ)
এঁ্যা, এঁ্যা সেকি! আপনি কে?
ছি, ছি, কি অন্যায়! তাতেই রয়েছে সখী
নতমুখী হ'য়ে। আপনি এখানে, কেন
এসেছেন এহেন সময়ে? বড় লজ্জা।

নীহার। সখি!

পারি। আর সখি, এ কলঙ্ক শীঘ্রই রটিবে।

স্থধী। সুন্দরি,
সন্তপ্তপ্রাণের জ্বালা করিতে নির্ব্বাণ,
বসেছিনু উদ্যান-বাহিরে। হেনকালে
সুমধুর সঙ্গীত-লহরী, আকর্ষিল
প্রাণ; কুতূহলপরবশ হ'য়ে এসেছিনু
হেথা; দৈববশে দেখা, তব সখীসনে।
আগন্তুকে ক্ষমাদান রমণীসুলভ,
আমি কি বঞ্চিত তাহে হইব সুন্দরি?

নীহার। (স্বগতঃ)
ছিঃ সখি, এই কি তব কৌতুকনিয়ম।
কাতর হতেছে কত প্রাণেশ আমার।

পারি। আপনি কে?

স্থধী। বিদেশী ক্ষত্রিয়; প্রতিষ্ঠিত
আছি হেথা সেনাপতি-পদে।

পারি। আপনি কি,
বিদ্রোহী অরাতি করি' রণে পরাভূত,
লভেছেন কীর্ত্তি-কোলে সাদর-আশ্রয় ;
আপনি কি সর্ব্বেন্দ্রের হৃদয়ের সখা ?

সুধী। দয়া করি শ্রদ্ধা করে সর্ব্বেন্দ্র আমারে।
সৈন্যসঙ্গ করিয়াছি অরাতি-দমন।
আমাহেন কত বীর আছে সেনাদলে।

পারি। মহাভাগ,
ক্ষম মোর প্রগল্ভতা ; অজ্ঞানে, আবেগে,
তবসনে করিয়াছি ধৃষ্টতা-প্রকাশ।

সুধী। আমিই ক্ষমার যোগ্য তোমাদের কাছে।
সখী তব, মোর প্রতি বিরক্তবদনে,
চাহিতেছে বার বার, ইনি কি আমারে
নাহি করিবেন ক্ষমা ?

নীহার। (স্বগতঃ) কেমনে দেখা'ব
নাথ, হৃদয় আমার ; লজ্জা দেয় বাধা।

পারি। সরলহৃদয়া সখী, অতি লজ্জাধীনা ;
পরপুরুষের কাছে সরেনা বদন।
(সহাস্যে) তোমা হেন রূপবান জনে, কোন্ নারী,
না করিবে ক্ষমা ? বিশেষ আমার সখী।
রাজপুত্রি !
ইঁনিই সে সেনাপতি ; যাঁর বীরত্বের
কথা, অল্পদিনে ব্যাপিয়াছে সর্ব্বস্থান।

সুধী। ইঁনি মোর প্রভুর দুহিতা ? ধন্য আমি।
রূপ হেরি' পেয়েছিনু যথেষ্ট আভাস,
পোষকতা করেছিল বিমুগ্ধ নয়ন,
রূপের মহিমা, লাবণ্য-গরীমা-সনে
হইয়া মিলিত, মূলীভূত করেছিল
দৃঢ়অনুমান, প্রভুর দুহিতা ইঁনি।

(স্বগতঃ)।

লাবণ্যের উপাদানে, গড়েছেন বিধি
এই ললনারতন। তুলনা ইহার,
নাহি কিছু ধরাধামে, দেখিনু ভাবিয়া।

পারি। মহাভাগ,
কি চিন্তায় হইলে মগন ? নারী জাতি,
সহজে দুর্ব্বলা ; যথোচিত অভ্যর্থনা
পারিনি করিতে।

সুধী। তোমাদের মত নারী,
যারে করে সাদরসম্ভাষ, ধন্য তার
মানবজীবন, তুচ্ছ ছার অভ্যর্থনা।
সংসারে সর্ব্বেন্দ্র ধন্য, যার সনে করি'
বন্ধুত্ব-স্থাপন, তোমাদের মত হেন
সুন্দরীর কাছে, পেনু সাদর-আলাপ।
ক্ষম চপলতা মোর, জানিতে উৎসুক
বড় হৃদয় আমার, প্রণয়-শৃঙ্খলে,
সর্ব্বেন্দ্র কি বাঁধা, তব সখীর হৃদয়ে ?

তাহারি ভ্রমে কি তুমি ফুলমালা-দানে,
উদ্যতা হইয়া ছিলে লজ্জা দিতে মোরে ?

পারি। কিবা হয় তব অনুমান ?

সুধী। সত্য কি না
অনুমান, জিজ্ঞাসিনু তাই।

পারি (সকৌতুকে) হ'তে পারে।

নীহার। (ধীরে) সখীর হৃদয়-ধন সর্ব্বেন্দ্র কেবল।

পারি। বটে, আমি বুঝি কহিয়াছি মিছা ? আচ্ছা
আমিও শিখাব আজ সখীরে আমার।
গৃহে চল সখি এবে, অই দেখ চেয়ে,
অস্তাচলে চলে নিশামনি।

নীহার। (স্বগতঃ) একি তব
পরিহাস ? ইথে মৃত্যু যে আমার সখি।

পারি। কি সখি, এখন কেন রহিলে নীরবে ?
সেনাপতি আসিবে কি আমাদের সনে ?

সুধী। (স্বগতঃ)
দর্শন অবধি, দেখিতেছি চোখে চোখে,
অনুরাগের লক্ষণ। লজ্জামাখা হাব
ভাব ; অপাঙ্গে দর্শন। এমন সৌভাগ্য
হ'বে কি আমার ? কিন্তু সখীর বচন
আর সহাস্য আনন, আশা দেয় প্রাণে।
(প্রকাশ্যে) সুন্দরি,
এখন বিদায় তবে। পদে পদে কত
করিয়াছি অপরাধ, ক্ষমিও সে সব।

পারি। মহাত্মন্!

অপরাধ তব অতি গুরুতর; তুমি
অনুমতি বিনা, প্রবেশ করিয়া ক্ষুদ্র-
অবলা-আগারে, করিয়াছ মহা অপরাধ।
চৌর্য্যবৃত্তি ব্যবসা তোমার, জানিয়াছি
ভালমতে। কিন্তু সাবধান ভবিষ্যতে।
না না, তোমার উচিত শাস্তি, দিব হাতে
হাতে; সাবধান সখি; প্রেম-কারাগারে
এখনি বাঁধিব আমি তব মনচোরে।

(সুধীরাওর করে নীহারের কর স্থাপন করতঃ)

গীত।

বাঁধিনু তোমারে, প্রণয়-শৃঙ্খলে,
সখীর হৃদিকারাগারে।
তুমি নিশামণি, সুখী কুমুদিনী,
তুষিও তব প্রেমসুধাকরে॥
সখীর প্রেমের সরে, পীরিতিউচ্ছ্বাসনীরে,
তুমি যে মরালরাজ করিছ কেলিহে
দে'খ গুণমণি, যেন বিষাদিনী,
কর'না ক'রনা প্রেমাধিনী অবলারে॥

চল এখন কুঞ্জবনে, বাসর রেখেছি পেতে।
আরো আমি দেখব কত রজনীপ্রভাতে॥

(সকলের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদের সম্মুখ।

(উদাত্ত ও বিনায়কের প্রবেশ)

উদাত্ত। গুণত অপার ; বাহ্যজ্ঞান হারা হ'য়ে,
ভাসিলে চিন্তার স্রোতে নির্জ্জনে বসিয়া,
হয় যদি বীরত্ব-লক্ষণ, সত্য তব
কথা। জীবন তাচ্ছল্যকরি', অসি করে
ধরি', প্রবেশিলে রণে, হয় যদি কা'রো
বীরত্ব-সূচনা আর রণ-নিপুণতা,
নিশ্চয় সমরকৃতী বটে সে বিদেশী।

বিনায়ক। নরেশ শুনিয়া তাঁর বীরত্ব-কাহিনী,
হৃষ্টচিত্তে, করেছে বরণ বীরবরে,
সেনাপতি-পদে। সগুণজনের সর্ব্ব
স্থানে হয় সমাদর।

উদাত্ত। নহে এ গুণের
কথা ; ভাগ্যলক্ষ্মী ভাল। ভাগ্যলক্ষ্মী হা...,
যবে যার প্রতি চেয়ে, তখনি তাহার,
মুদ্রিতঅদৃষ্ট-পুষ্প হয় বিকসিত।
সামান্য পার্থিবকর্ম্ম, হয় মহামূল্য
কত গুণের নিশান। সে হাসি-কিরণে
বসি' থাকে যবে নর, কি অভাব তার ?
যাহা করে সব ভাল। বহুদর্শী জন,
সে হাসির মোহছায়া, পারেনা এড়া'তে :
দোষ যত তার, দেখেও দেখেনা কেউ ;

বিনায়ক। বিধুর বিমল কর, মুগ্ধ করে মন ;
হৃদয় আকৃষ্ট হয়, কৌমুদী-হিল্লোলে,
সামান্যকলঙ্ক তাঁর, হৃদয়ে পায়না
স্থান। গুণলুব্ধ গুণভাগ-অনুরক্ত,
সামান্য দোষের লেখা করেনা গণনা।

উদাত্ত। নয় তাহা সমুচিত। দোষগুণ ভাল
রূপ বিচার করিলে, হয়না মানব
কভু বঞ্চনা-বঞ্চিত ; ন্যায়ের মস্তকে
হয়না অশনি-পাত পক্ষপাত-দোষে।

বিনায়ক। এ নিয়োগে সকলেই অতি আনন্দিত ;
কিন্তু তব সব বিপরীত। কেন তব,
এত বৈরভাব সে বীর-উপর ?

উদাত্ত। নহে
বৈরভাব মোর ; কহি তবে শুন সব ;
পদতলে ন্যায়ের দলন, নাহি সহে
প্রাণে মোর।

বিনায়ক কি অন্যায় হয়েছে সাধিত ?

উদাত্ত। সম্পূর্ণ অন্যায় ; অন্যায়ের পূর্ণরাজ্য
হয়েছে বিস্তৃত, এ নিয়োগবলে। কেন,
কতবার বাহুবল করিয়া প্রকাশ,
লভেছে আশ্রয় যা'রা সুকীর্ত্তির কোলে,
যা'দের প্রভাবে, জয়লক্ষ্মী হাসি মুখে,
আলিঙ্গন করিয়াছে আসিয়া আপনি,

উপেক্ষা এমনবীরে হয় কি উচিত ?

(সর্ব্বেন্দ্রের প্রবেশ)

সর্ব্বেন্দ্র। কি মশায়, কিসের তর্ক ?

উদাত্ত। বিদেশী সে জন, কোন্ গুণে সেনাপতি
হ'ল ; ছিল নাকি হেনবীর, এ রাজ্যেতে
আর ?

সর্ব্বেন্দ্র। নাহি বীর তাঁর সম। অদ্বিতীয়
সে বীর ; বরণ তাঁর সেনাপতি-পদে,
বজায় রেখেছে গুণের সম্মান। পূর্ব্বে
কভু দেখি নাই এমন সুজন ; প্রাণ
আকর্ষণ করে তাঁর গুণ-চুম্বকেতে।

উদাত্ত। নাহি কি এমন বীর !

বিনায়ক। দেখিনি নয়নে।
বীরত্ব অপার প্রকাশিল রণভূমে।

সর্ব্বেন্দ্র। শূরশ্রেষ্ঠ নিজগুণে, নৃপতির মন,
গুণগ্রাহী সাধুদের মহতী প্রশংসা,
এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেম, ভালবাসা,
সাধারণ মানবের ধন্যস্তুতিবাদ,
করিয়াছে করভুক্ত চিরকালতরে।

বিনায়ক। আকৃতির অনুরূপ হৃদয় তাঁহার।
সকল গুণের, মনোরম সমবায়
বর্ত্তে সে আধারে। ধন্য সে অবনীতলে।

সর্ব্বেন্দ্র। বীরত্ব-কার্কশ্য-সনে দয়ার মৃদুতা;
দুর্জ্জয়-সাহস-সনে রণ-নিপুণতা,
হিংসার পাবকসনে, ক্ষমা-বারিধারা,
বীরের ঔদ্ধত্য-সনে, গাম্ভীর্য্য প্রবল,
প্রেমের বিকাশ-সনে ধীরতা কোমল,
উচ্চপদ-গর্ব্ব-সনে অমায়িকভাব,
মিলিয়া বসতি করে সেবীর-অন্তরে।
অরাতির তরে অসি, মিত্র তরে প্রেম,
একাধারে সমভাবে রয়েছে সেহৃদে।
দুর্জ্জনের শিরে বজ্র, সাধু-শিরে ফুল,
ঘৃণা আর প্রেমভরে, বর্ষে সমভাবে।

উদাত্ত। (স্বগতঃ) একেও রোগে ধরেছে। বেটা যাদুকর, নয় সবাইকে এমন ক'রে বিগ্‌ড়েদিতে আর কেউ পারে না। আমি কিন্তু ঠিক থাক্‌ছি। (প্রকাশ্যে) দেখ সর্ব্বেন্দ্র! লোকে মন্দ বলুক আর নাই বলুক, তোমাকে তুচ্ছ ক'রে বিদেশী একজনকে সেনাপতি করা কিন্তু মহারাজের ভাল কর্ম্ম হয়নি; তুমিও ত বিদ্রোহী দমনকালে কত বীরদাপে যুদ্ধ করেছ; সে বিদেশী কোন মতেই তোমার সমকক্ষ নয়; বিশেষ তুমি মন্ত্রীর পুত্র।

সর্ব্বেন্দ্র। আমার চেয়ে তাঁর গুণ অনেক বেশী, আমিই জেদ ক'রে তাঁকে এই পদ গ্রহণ করায়েছি।

উদাত্ত। আচ্ছা বেশ করেছ, খাসা করেছ, অতিউত্তম করেছ। বাহবা নিয়ে বড়লোক হয়েছ। আর কি চাই বল?

সর্ব্বেন্দ্র। মহারাজের জন্মদিন উপলক্ষে, তাহার গুণের কিছু পরিচয় পাবেন।

উদাত্ত। তোমার দ্বারায় তার গুণের যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছি আর আবশ্যক নাই। যেখানে যাচ্ছিলে সেদিকে দিব্বি সটান চলে যাও; আর কেন বাজে ব'কে হাওয়াটা গরম কর্‌চ।

সর্ব্বেন্দ্র। আপনি কি আমার উপর চটেছেন?

উদাত্ত। (স্বগতঃ) তোমার সাত পুরুষের উপর চটেছি, তুমি ত তুমি। (প্রকাশ্যে) চটবার ত কোন কথা হয়নি।

সর্ব্বেন্দ্র। এখন চল্লুম। (প্রস্থান)

বিনায়ক। মশায়, তবে আমিও এখন চল্লুম। (প্রস্থান)

উদাত্ত। আগে সামান্যবিদেশী; প্রসাদ-ভাজন
শেষে সামান্য সৈনিক; ক্রমে সেনাপতি।
কে জানে, কোথায় যায় ভাগ্যের প্রবাহ?
যে দেখে ভুলিয়া যায়; স্ব-ইচ্ছায় দেয়
তারে প্রেম-আলিঙ্গন। কি আছে এমন
তার অপার্থিব গুণ; বিশেষ নিপুণ
কিবা সমরে তেমন, যাহার প্রকাশে,
গৌরব-ভূষণে তার সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত?
যখনি নরেশ-কাছে যাই এবে আমি,
কেবল তাহার কথা, প্রশংসা তাহার।
কত গুণের বাখান শুনি নরেশের
মুখে। এ সব অযথা স্তুতি, নাহি সহে
মোর প্রাণে। যাই, কি ফল ভাবিয়া আর?

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

(দুইজন নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাগ। দেখুন মশায়! কুমার যে রাণীকে হত্যা করবার জন্য গভীর নিশীথে ঘাতক পাঠিয়েছিলেন, ইহা কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।

২য় নাগ। মশায়! কুমার একাকী নয়, মন্ত্রী মশায়ের পরামর্শ-মতেই একাজ হয়েছিল। এসব প্রকাশ হবার পরেই তাঁহাকে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে।

১ম নাগ। আচ্ছা, রাণী উন্মাদিনী হলেন কেন?

২য় নাগ। পুত্রের শোকে; দেখুন কেমন বিমাতা; যে পুত্র প্রাণনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল, তারি অদর্শনে আবার পাগলিনী হয়েছেন। কেউ কি এতদিন জান্তে পেরেছে যে মহারাণী কুমারের বিমাতা?

(তৃতীয় নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাগ। কি মশায়, কোথায়?

৩য় নাগ। এই দরবারে।

২য় নাগ। হ্যাঁ চলুন আমরাও সেখানেই যাচ্চি।

৩য় নাগ। তবে রাণীর ভ্রাতাই বুঝি এখন কিছুদিনের জন্য মন্ত্রী হ'য়ে রাজকার্য্য চালা'বেন?

২য় নাগ। কাজেই। কুমার আস্‌লে, তিনিই আবার রাজা হবেন।

৩য় নাগ। তিনি কি আর শীঘ্র আস্‌বেন? উঃ—কি ভয়ানক

কথা ! তারি কল্যাণে শিব-মন্দিরে পূজা কর্‌তে গিয়েছিলেন বইত নয় ; কুমার কোন প্রাণে এমন মাতাকে বধ কর্‌তে ঘাতক পাঠিয়েছিলেন বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। ছি, ছি, মাতৃহত্যার চেষ্টা !

২য় নাগ। স্বধু কুমার নয়, তলে তলে মন্ত্রী মশায়ই প্রধান।

৩য় নাগ। তেমন বন্দীও হয়েছেন ; তাঁর পত্নী ভাব্‌তে ভাব্‌তেই ম'রে গেল।

২য় নাগ। সে কথায় আর এখন দরকার কি ? চলুন আমরা গন্তব্য স্থানে যাই।

(পাগলবেশে বিবেকসখার প্রবেশ)

বিবেকসখা। গেল, গেল, রাজার বাচ্চা উড়ে গেল।

১ম নাগ। আচ্ছা পাগল !

বিবেকসখা। বাহবা, বাহবা, বড় মজার কুকুর, সিংহের বাচ্চা-টাকে তাড়িয়ে দিলে !

৩য় নাগ। ভজন ! তুমি কি বল্‌ছ ?

বিবেকসখা। বনের শৃগাল ঘরে এল, ঘরের সিংহ বনে গেল।

২য় নাগ। আসুন মশায়, পাগলের কথা শু'নে আর কি হবে ?

৩য় নাগ। হ্যাঁ চলুন যাই।

(নাগরিকত্রয়ের প্রস্থান)

বিবেকসখা। সবে জানে, স্বধীরাও বধিতে রাণীরে,
দস্যুগণে, করেছিল গোপনে প্রেরণ।
সবে জানে, মতিধর মন্ত্রদাতা তার ;
সেই দোষে, বন্দী হ'য়ে, বদ্ধ কারাগারে।
কিন্তু প্রকৃত ঘটনা, নাহি জানে কেহ।
শু'নেছি সকল মতিধর-কাছে। এবে

অনুতাপানলে, দগ্ধ তাঁর প্রাণ। হায়!
পাপিষ্ঠ হামির, কেমন কৌশল করি',
মতিধরে, সব দোষে করিয়াছে দোষী।
বন্দী করি' তাঁরে, দিতেছে যন্ত্রণা কত।
দুষ্টের সকল কথা ব্যক্ত হয় পাছে,
এই ভয়ে গুপ্তভাবে, রেখেছে মন্ত্রীরে।
তাঁর সনে করিতে আলাপ, কেহ নাহি
পায় অনুমতি ; সাক্ষাত্‌ করিতে মানা ;
কিন্তু আমি তার হয়েছি বিশ্বাসী, রোগ
বুঝি' দিতেছি ঔষধ ; কাজেই অধীন
মোর ; যা'বলি তা'তেই বশীভূত মোর।

(চিন্তা করতঃ)

উপায় কি এবে ? রাজত্ব ল'য়েছে পাপী ;
বন্দিনী সতী রমণী ; নাশিতে সতীত্ব
তার, সুযোগ খুঁজিছে দুষ্ট পাপাশয়।
হায়, রাণী পুত্রশোকে উন্মাদিনী এবে!
প্রথমতঃ হয়েছিল এ ধারণা তাঁর,
বধিতে তাঁহারে, এসেছিল দস্যুগণ,
কুমার-আদেশে ; শুনি' তাহে পুনঃ মন্ত্রী
মতিধর-নাম, মূলীভূত হয়েছিল
প্রত্যয় তাঁহার। কিন্তু যবে আমি, সব
রহস্যের কৈনু উদ্‌ঘাটন ; শোকে, দুঃখে,
হ'য়ে ব্যাকুলহৃদয়, হা পুত্র জীবন-
ধন বলি' পড়িল ভূতলে। সংজ্ঞা হ'ল,

মত্ততা-তিমির-মাঝে, যাপিতে জীবন।
সতী অশ্রুমালা ; উদ্ধারিতে হবে তারে,
তার পিতৃদেব-সহ। যতদিন এই
কার্য্য নাহয় সাধিত, রহিব পাপীর
কাছে, ছদ্মবেশ ধরি'। ঈশ্বর সহায়
মোর। গুরো! সারমাত্র চরণ তোমার।

(প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

অশ্রুমালা আসীনা।

(গীত)

দয়া কর মা ও অভয়া, নিরাশ্রয়া অবলারে।
দুঃখিনী আমার মত, কেউ নাই মা এ সংসারে॥
পতিহীনা অল্পকালে, ভাসি সদা অশ্রুজলে,
শান্তি ছিল মায়ের কোলে তাও শমন নি'ছে হ'রে॥
পিতা বন্দী পাপীর ফাঁদে, মনোদুঃখে সদাই কাঁদে,
অভাগিনী আমি মাগো, এ দুঃখ সহি অন্তরে—
আমার আর কি আছে বল, সুধু তোর চরণ সম্বল,
তোর পদে মা দেগো আশ্রয়, দুঃখিনীরে দয়া ক'রে॥

(উন্মাদিনীবেশে কমলাদেবীর প্রবেশ)

কমলা। অগ্নিশিখা ভীমবেগে চৌদিকে ছুটিছে।
পাকে পাকে ঘুরিতেছে দীপ্ত হুতাশন।

প্রচণ্ড পবন, ব্যজন করিছে তায়।
প্রাণ জ্বলি' যায়; শরীর অঙ্গার হ'ল;
জ্বলে গেল, পুড়ে গেল, দিগন্ত প্রদেশ।
নিবিবে কি এ অনল? না, না, ভীমবেগে
জ্বলুক রাজ্যেতে, দহিতে পাপীর প্রাণ।
কে তুই পিশাচি? আমার সম্মুখ হ'তে
দূরে যা পলা'য়ে। কে তুই বাছনি বল?
তুই হেথা কেন; তোরও কি জ্বলে হৃদে,
দীপ্ত হুতাশন? জ্বলে, জ্বলে প্রাণ তোর।
পলা তুই দূরে, নতুবা মরিবি পুড়ে
অনল-শিখায়। আয়, আয়। কোলে আয়।
আয় বাছা আয়; আগুণ আমার বুকে।

অশ্রু। সতী সাধ্বী স্নেহপরায়ণা; শেষ ফল
এই কি কপালে তাঁর? মাগো! এ কি ভাব
তব; উন্মাদিনী হ'লে কি জননি?

কমলা। বাছা!
আসিছে পিশাচ অই, পলাও পলাও;
নিশ্বাসে গরল ছুটে, বচনে অনল,
চলিতে মেদিনী কাঁপে পিশাচের ভরে।

(প্রস্থান)

অশ্রু। (নেপথ্যে দেখিয়া)
যথার্থ পিশাচ বটে। ও পাপ-বদন,
দেখিলেও পাপ হয়; যাই দূরে স'রে।

(গমনোদ্যতা ও হামিরের প্রবেশ)

হামির। কোথা যাও বরাননে ! তিষ্ঠ ক্ষণকাল ;
তব করে ন্যস্ত মোর প্রাণ।

অশ্রু। দূর হরে
পূরীষের কীট ; ও পাপ বদন হেরি',
দ্বিগুণিত হ'য়ে জ্বলে দগ্ধ প্রাণ মোর।

হামির। না হেরি' তোমারে, দগ্ধ হয় এ হৃদয়।
শীতলিতে দগ্ধ কায়, তব প্রেম-নীরে,
আসি তব কাছে, বাণবিদ্ধ মৃগ যথা
ধায় দ্রুত প্রস্রবণ-তীরে।

অশ্রু। সাবধান ;
পুনঃ যদি পাপকথা আনিবি বদনে,
রমণীসুলভ কোমলতা, হৃদি হ'তে,
করি' উৎপাটিত, শাণিত-ছুরিকা-বিদ্ধ
করিব হৃদয় তোর। ক্ষত্রিয়া রমণী,
সহজে সহিতে পারে সকল যন্ত্রণা,
পাপমন্ত্রণা করে যে দুর্ম্মতি নারকী,
হরিতে সতীত্ব তার ছলনা করিয়া,
পারে না সহিতে তাহা ; ভৈরব আকৃতি
ধরি', নিজ হাতে, বধে সে পিশাচ-প্রাণ।

হামির। যদি তুমি ছুরীবিদ্ধ কর এ হৃদয়,
সুখী হ'ব তায়। প্রাণাধিক ভালবাসি
যারে, তার হাতে মৃত্যু হ'লে, স্বর্গসুখ
তায়, সামান্য যন্ত্রণা মাত্র ক্ষণতরে।

কিন্তু সুলোচনে, জীয়ন্তে মরণ-জ্বালা,
সহিতেছি দিবানিশি। কেমনে জানা'ব,
তোমার সৌন্দর্য্য, করে কত জ্বালাতন?
সব সহ্য মোর, বিনা ঘৃণা-বিষমাখা
তব কর্কশ বচন। শাণিত ছুরিকা?
কি ভয় দেখাও তার? তীক্ষ্ণতা তাহার,
সুখকর বোধ হবে, ঘৃণামাখা তব
বাক্যবাণ-তীক্ষ্ণতা-তুলনে।

অশ্রু। বন্দী পিতা
মোর, তোর মন্ত্রণায়। দুঃখস্রোতে ভাসি',
শোক-অশ্রুধারে, তিনি ভাসান মেদিনী।
যাবত বাঁচিব, ঘৃণার প্রবাহ-দ্বার
করি' অনর্গল, ডুবাইব তোর প্রাণ।

হামির। বন্দী তব পিতা, নিজ কর্ম্ম-ফলে। কিবা
অধিকার তার, লভিতে এ রাজ্যধন?
করি কুমন্ত্রণা কত—

অশ্রু। কুমন্ত্রণা তোর,
পাপমতি!

হামির। কি দোষ আমার, সুলোচনে?

অশ্রু। সজ্জনের সহবাসে, উচ্চ হয় মন;
কিন্তু তোর সহ করিলে আলাপ, মন
সুধু নীচগামী হয়। সুবুদ্ধি, বিবেক,
দেখিলে বদন তোর, পাপ-ভয়ে, হয়
লুক্কায়িত; মাত্র জঘন্যপ্রবৃত্তিচয়,

মানব-হৃদয়ে, হয় উজ্জীবিত। শুনি'
তোর মন্ত্রণাপ্রলাপ, পাপের নিদান,
যত নব দুষ্প্রবৃত্তি, উন্মত্ত হৃদয়ে,
নৃত্য করে মানবের হৃদ্-রঙ্গভূমে।
তুই পাপী কোন্ বলে, হয়েছিস রাজা ?
কেনবা বন্দিনী আমি ? দিনেকের তরে,
দেখিতে পাইনা পূজ্য পিতার চরণ।

হামির। কেমনে বন্দিনী তুমি ? আমি বন্দী তব,
প্রেম-কারাগারে। জানি, আমি অপকর্ম্ম
করেছি অনেক, কিন্তু পান করি', তব
প্রেমসুধা, মুক্ত হ'ব সেই পাপহ'তে।
আরো কহি শুন, পিতা তব পা'বে মুক্তি ;
নূতন-সম্বন্ধ-সূত্রে, বাঁধিব উভয়-
প্রাণ ; শান্তির স্থাপন, হ'বে রাজ্যমাঝে।

অশ্রু। নহে মোর প্রেমসুধা ; শাপাগ্নি প্রবল,
জ্বলিবে হৃদয়ে তোর, দহিতে জীবন।

(প্রস্থান)

হামির। কোথা যাবে ? দৃঢ় পণ, যেমনেই হ'ক,
হৃদয়ের অধীশ্বরী করিব তোমারে।
কেমনে এড়া'বে তুমি অধীনত্ব মোর ?
নহি আর তুচ্ছাস্পদ, সামান্য হামির।
রাজা আমি এবে, স্বীয় বুদ্ধির কৌশলে।
রাজপুত্র সুধীরাও-নাম, শুনিবে না
কেহ, ধরাতলে আর। অসির আঘাতে,

প্রাণ তার, শূন্যমার্গে গিয়াছে উড়িয়া।
কালের শাসনে, অস্থি মিশিয়া ধূলায়,
খেলায় বায়ুর সনে, বিমানে উঠিয়া।
কোমল পিশিত, করিয়াছে ভস্মীভূত,
শৃগালকুক্কুরগণ জঠর-অনলে।
খড়্গের পানাবশিষ্ট, উত্তপ্ত শোণিতে,
তৃষিত হৃদয় তারা করেছে শীতল।
এখন আমিই রাজা। আমার বাসনা,
পূরাইবে স্ব-ইচ্ছায় তুমি। যেই বলে,
সিংহাসন করেছি আমার, সেই বলে,
করিব তোমার প্রেমরত্ন-আহরণ।
যদি না থাকিত আশা, সামান্য হামির,
বসিত কি আজি, এই রাজ-সিংহাসনে?
যত উচ্চে যায় নর, আশা বাড়ে তত।
সামান্য-পরিধি-ব্যাপ্ত, আশাবৃত্তি হ'লে,
নিশ্চেষ্ট থাকিত এই জগত্ মণ্ডল,
হ'তনা পৃথিবী-তলে, এত আবর্ত্তন,
উন্নতি কি অবনতি, দেশের ললাটে।
আশাই লোকের করে বুদ্ধির সঞ্চার,
আশাই লোকের যত শক্তির নিদান।

(গমনোদ্যত ও পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা। কোথা যাও নাথ, করিহে মিনতি, রহ কিছুক্ষণ।

হামির। নাহি এবে অবসর মোর।

পদ্মা। বড় সাধ করি', যখনি নিকটে আসি,
তখনি বিরক্ত হ'য়ে, দাসীরে বিদায়
দাও। ক্ষণেকের তরে, শুনিতে একটী
কথা, সহে নাকি ব্যাজ ?

হামির। না হয় সময়,
নারীর অমূল কথা করিতে শ্রবণ।
যে রাজা, নারীর সনে, দিবানিশি থাকে
বসি', মিছা প্রেমালাপে, অচিরে প্রলয়
হয়, রাজ্যমাঝে তার।

পদ্মা। নাথ ! নও তুমি
রাজ্যেশ্বর—

হামির। (সরোষে) নহি রাজা, কিন্তু রাজকার্য্যে
ব্রতী আমি এবে। কার্য্যের গুরুত্ব, তুমি
বুঝিবে কেমনে ? বিলাসে সকল সুখ,
জানে নারীজাতি। পতিসেবা, প্রেমালাপ,
জানে মাত্র জীবনের সার।

পদ্মা। প্রাণেশ্বর !
সরোষনয়নে, ঘৃণাবিষ মেখে, কেন
বিঁধ দাসীর হৃদয় ? পতি তুমি মোর ;
সতত প্রয়াসী, তোমার প্রসন্ন মুখ
করিতে দর্শন।

হামির। কোমল বচনে, প্রাণ
টলে না আমার। গুরুতর কর্ম্মভার,
হৃদয়ে দারুণভাবে করিছে পীড়ন।
বহুক্ষণ নারিব তিষ্ঠিতে।

পদ্মা। নিজ হেতু
করিনা কামনা; রমণীর পতিপদ
বিনা, কি বাসনা আছে? তব পদে ধরি',
আমি করি এ মিনতি, হৃদয় কোমল
কর। পিঞ্জরে বন্দিনী বিহঙ্গিনী, তার
প্রতি জঘন্য ব্যাভার, সাধিতে উদ্যত,
কেন হ'লে তুমি? দুঃখিনী, দুঃখেতে ভাসি',
অশ্রুনীরে ভাসায় মেদিনী। সে কোমল
প্রাণ, শোকের অশনি-পাতে, হইয়াছে
ছিন্নভিন্ন। তার পিতৃদেবসহ, কর
তার মুক্তিদান, প্রতিদান, ঈশকাছে
পাইবে নিশ্চয়। বিষময় ফললাভ,
অন্যথা করিলে। পতিহীনা অল্পকালে;
পতির যন্ত্রণা সতী, সহিতে নাপারি',
মাতৃহীনা করি', স্বর্গে গেছে মাতা তার।
দুঃখিনীরে পিতৃহীনা ক'রনা ক'রনা।

হামির। বুঝে না নিগূঢ় তত্ত্ব, অবোধ রমণী।
হিত-অনুরোধে, অবরোধে, তাই বাস,
বিহিত নারীর।

পদ্মা। ভুজঙ্গিনী-সমা সতী
নারী; দংশন তাহার, নিওনা নিওনা
নিজ শির'পরে।

হামির। নহি কাপুরুষ আমি।
নারীর প্রলাপে, অটল হৃদয় মোর,

কাঁপে না ভয়েতে। ভীরু জন, সর্ব্বক্ষণ,
অলক্ষণ হেরে চারিধারে। মৃত্যুভয়,
কষ্ট দেয় হৃদে তার, মৃত্যুর অধিক।

পদ্মা। এ ভিক্ষা না দিলে; ছাড়িব না পদ তব।

হামির। (পদাঘাত করতঃ)
পতির অবাধ্য নারী, পায় শাস্তি এই
মত। যে ভাবে নারীর প্রেম, জীবনের
সার, পত্নীর কটাক্ষে, নিজ বুদ্ধি দেয়
রসাতলে, অলীক রোদনে, গলে প্রাণ
তার। কঠোর কর্ত্তব্যে ব্রতী বীরজন,
কর্ত্তব্যের অনুরোধে, বজ্রে বাঁধে হিয়া।
(প্রস্থান)

পদ্মা। দয়াময়! দয়া কর দুঃখিনী নারীরে।
তুমি দীনের শরণ, পতিতপাবন,
বিপদভঞ্জন, তাপনিবারণ, কর
মোর পতি হৃদে ধর্ম্মমতি দান, যেন
পাপমতি, তাঁর হৃদে, নাহি পায় স্থান।
কর কৃপা, কৃপাময়। আমি যে দুঃখিনী,
দেব চক্রপাণি, নাশ দুঃখিনীর ভয়।
(উদ্দেশে) স্বামীন্!
পদাঘাত কর, কর যাহা মনে লয়,
আমার হৃদয়, তব চরণ-প্রত্যাশী।
যাবৎ বাঁচিব, তোমারে ভাবিব, তব
পদ ধ্যান করি', যাপিব জীবন মোর। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

নীহারবালার কক্ষ।

সুধীরাও ও নীহারবালা আসীনা।

সুধী। প্রিয়তমে!
প্রেমের পথেতে, দেখ কতই কণ্টক।
বিমল প্রেমের ধাম, নহে ধরাতল;
হলাহল উঠে, প্রেম-সাগর-মন্থনে।
তব পিতৃপণ, জাগে যবে মনে, ভয়ে,
প্রাণ কাঁপে মোর।

নীহার। প্রেমিকের মন প্রাণ,
বাঁধা যদি থাকে নাথ, প্রণয়-শৃঙ্খলে,
কি ভয় ত'াদের? নাথ! তুমি নিশামণি,
আমি কুমুদিনী, চকোর, নয়ন মোর;
যথা থাক, যথা যাও, তোমার প্রয়াসী।
যখনি দেখিব, তখনি হাসিব, প্রাণ
খুলি' দিব, প্রেমের আবেগে; নিত্য নব
অনুরাগে, মনের সোহাগে, প্রাণেশের
করিব যতন। পতিই সতীর ধন।

(পারিজাতের প্রবেশ)

পারি। পাতি' প্রেমের আসন, জীবন, যৌবন,
সকলি বিলা'বে ধনী। শেষে, শূন্যদেহ
ল'য়ে, পরমুখ চেয়ে, থাকিবে মানিনী;

মান রবে নাকো আর। শুন বলি, সখি!
এতব কেমন রীতি? ভালবাস ব'লে,
সকলি যে দিলে, শেষে কি ল'য়ে করিবে
ঘর। প্রথমে বিলা'লে মন, তাতে কত
জ্বালাতন, সখি! তাতেও কি কিছু শিক্ষা
হয়নি তোমার? ভাল, ভাল, এর শিক্ষা
হ'বে শেষে; তখন দেখা'ব; সে সময়,
কিছু না শুনিব, থাকিব গুমরে ব'সে।

সুধী। সর্ব্বেন্দ্র আসিয়া যবে, চুম্বিবে বদন,
পারিবে কি সে সময় করিতে বারণ।

পারি। পেয়েছ লো নাগর তোমার, গলে পর করি' হার।
সোহাগিনী, আদরিণী, তুমিলো এবার।
প্রেমের ভরে, রাখ্‌বে বুকে, ঘু'চে গেল দুঃখভার।
ফুট্‌ল কলি, জুট্‌ল, অলি, চিন্তা কিলো আর।
প্রাণবঁধু, পেলে মধু, ভুল্‌তে নার্‌বে আর॥

সুধী। সখি,
রসিকার শিরোমণি তুমি; রসভরে
টলমল হৃদয় তোমার।

পারি। রসরাজ
মজেছে নূতন রসে, মধুপান কর্‌ছে ব'সে;
রসের ঘোরে, রসের বশে, র'সে গেছে মন,
এখন যা'রে দেখে, তা'রেই ভাবে, এইত রসিক জন।
এই ত তোমার, সখি! রসের প্রেমিক;
দে'খ, কথায় কথায়, হ'ওনা মানিনী।

এখন হৃদয় খুলে, বঁধুর গলে, পরাও প্রেমের মালা ॥
এখন, বসি' প্রেমাসনে, প্রেমোদ্যানে, কর প্রেমের খেলা।
প্রেমফুলে, প্রেমমালা, গাঁথি' প্রেমসূতে।
ধ'রে গলা, কর খেলা, দোলা'য়ে গলাতে ॥
প্রেম-হাসি, প্রেমে মিশি', প্রেমেতে মাতা'বে।
প্রেমিক-প্রেমিকা-প্রাণ, প্রেমেতে হাসিবে ॥

সুধী। সখি,
প্রেম-স্রোতে ভাসায়েছ হৃদয় তোমার,
সর্ব্বেন্দ্র কাণ্ডারী হ'য়ে, বাহিতেছে দাঁড়।

নীহার। জগতে প্রেমের খেলা বুঝে সাধ্য কার।

পারি। প্রেম-সোহাগে, প্রেমের রাগে, চলে প্রেমের ঢেউ।
প্রেমজোয়ারে ভাস্‌লে তরী, রাখ্‌তে নারে কেউ।
প্রেমের দাঁড়, প্রেমের হাল, প্রেমিক বেয়ে যায়।
প্রেমের পালে, ভর করিয়ে, বহে প্রেমের বায়।
দূতী আমি সখি! কোথায় বক্‌সিস্‌ মোর?
এতদিন গুপ্তপ্রেম করিলে উভয়ে,
দূতী বুঝি কেউ নয়, চাও ফাঁকি দিতে।

সুধী। সখি,!
সর্ব্বেন্দ্র তোমারে দিবে প্রেম-পুরস্কার,
তাঁর প্রেম বিনা, আছে কি বাসনা আর?

পারি। সখী বুঝি নাগরে ভালবাসনা আর;
তাই ইনি যারে তারে দিচ্ছে প্রেম ধার।

(বেগে প্রস্থান)

নীহার। সখী মোর বড়ই চতুরা; অকপট

প্রেমপূর্ণ হৃদয় ইহার। সোদরার
মত, কত ভাল বাসে মোরে।

সুধী। সর্ব্বেন্দ্রও,
এর উপযুক্ত প্রেমের আস্পদ। প্রিয়ে, !
তব মুখ-সুধাপানে, তৃপ্ত এ হৃদয়।
যেন মোর ভালে, চির তরে, এই সুখ
রহে বর্ত্তমান; কিন্তু যে দুর্ভাগ্য আমি,
কি আছে অন্তিমে, ভালে, কিছু নাহি জানি।
সরলা অবলা তুমি। অভাগার তরে,
হয়ত তুমিও পা'বে অশেষ লাঞ্ছনা।

নীহার। তোমার মিলনে, গহন কাননে, মহা-
সুখে পারি, নাথ! করিতে বসতি। বল,
পতির সঙ্গমে, সতী নারীর মরমে,
কেমনে পাইবে স্থান, দুঃখের কালিমা?
যদি পর্ব্বত-কন্দরে, নিত্য অনাহারে,
বঞ্চি দিন তব সনে; তোমার দর্শনে,
তব আলিঙ্গনে, আপনি তুষিবে মোরে,
আসি' স্বর্গসুখ; দুঃখ কেমনে বুঝিব?

সুধী। সুরপুর-নিবাসিনী দেবী তুমি। তব
প্রেম স্বর্গীয়-বিভূতিময়। ধন্য আমি!
তোমাহেন নারী, পতি বলি', সম্বোধন
করে যা'রে; ধন্য মোর তুচ্ছ এ জীবন!
পেয়েছি অমূল্যনিধি, হৃদয়ে রাখিতে।
আহা প্রিয়ে! যদি পিতা তব, দিত সায়

উভয়ের প্রেমের মিলনে, কত সুখ
হ'ত তায়। ভয় মনে, যদি পিতা তব,
অপরের করে সঁপে, প্রেয়সি ! তোমারে,
কেমনে ধরিব তবে, শূন্য এ জীবন ?

নীহার। পরিণীতা রমণীরে, কার সাধ্য পুনঃ
বিবাহ করিতে ?

সুধী। এখনো আমার সনে,
হয়নি বিবাহ।

নীহার। লৌকিক নিয়মে, তাহা
হয়নি কেবল ; কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী
মোর—

সুধী। কারো কি প্রত্যয় হবে এ বিবাহে ?

নীহার। প্রকাশ্যে কহিব সব, পিতার সমীপে।

সুধী। যদি মিথ্যা জ্ঞানে, করে অবহেলা ; যদি
স্বীয় মান, রাখিতে বজায়, অন্যজনে
সঁপে, তাঁর দুহিতা-রতন ? যদি পিতা
তব, নাহি শুনে, কোন মিনতি বচন ?

নীহার। পিতা না শুনিলে, তাহা শুনিবে শমন।

সুধী। আত্মহত্যা মহাপাপ।

নীহার। নহে কুলটার
পাপের অধিক। সতীত্ব রাখিতে, সতী
সকলি করিতে পারে, ধর্ম্মেরে স্মরিয়া ;
সতীত্ব স্বভাব-ধর্ম্ম, সাধ্বীর জীবনে।
সতীর সতীত্ব রক্ষা, নহে শ্লাঘ্যতর ;

সতীত্বে চাঞ্চল্য তার, পাপের নিদান
আর ঘৃণাকর ; মরণ মঙ্গল তার।

সুধী। মূর্খ আমি, কি বুঝিব, কতদূর তব
প্রেম-গভীরতা ? কেমনে জানিব, তব
প্রেমের মহিমা ? সুধাময় প্রেম তব ;
ইহার সিঞ্চনে, দগ্ধপ্রায়, এই মোর
জীবন-বিটপী হইয়াছে সঞ্জীবিত।
তোমারে লভিতে, শতবজ্র নিতে যদি,
হয় বুক পাতি', কুণ্ঠিত হ'বনা তায়।
কিন্তু যদি বিধিবশে, অদর্শন ঘটে,
বিস্মৃত হ'ওনা যেন, এই প্রেমাধীনে।

নীহার। তোমারে ভুলিব আমি ! পতিরে ভুলিতে,
নাহি পারে সতী। আমাকে ভুলিতে, নাথ !
সম্ভব তোমার। সুধাংশুর কতশত
আছে কুমুদিনী ; কিন্তু এক নিশামণি
বিনা, নাহি জানে সতী কুমুদিনী। দেখ,
কৃষ্ণপক্ষে, নিশামণি, ভুলে কুমুদিনী,
কিন্তু ধনী নাহি ভুলে, হৃদয়বল্লভে।

(পারিজাতের পুনঃ প্রবেশ)

পারি। যদি প্রেমের নাগর পাই,
সারা নিশি ব'সে পোহাই।
বল্‌ব ব'লে কত কথা,
হৃদ্‌মাঝারে আছে গাঁথা।
একটী ক'রে বল্‌তে গেলে,

রাত্রি ব'য়ে যায় বিফলে ॥

সুধী। সখি! এখন বিদায় হই।

পারি। কেন আমি এলুম ব'লে ?

বল যদি চ'লে যাব, সুখের কণ্টক কেন হ'ব ?

সুধী। তা'নয় সখি, রাত্রি প্রায় অবসান হ'য়ে এল।

পারি। আমায় দে'খে বুঝি মনে পড়্‌লো! কেন, আমি কি প্রভাতী তারা ? শেষ হ'তে অনেক বাকী ; একথা বল্‌ছে, সখী। (নীহারের প্রতি) কেমন সখি ?

সুধী। তুমি প্রভাতী তারা না হলেও সে রকম আলোকটা, কিন্তু তোমার আছে। সখি! আর পরিহাসের সময় নেই সুখের সময় নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী।

পারি। যদি যাবে, চল আমরাও তোমার সঙ্গে যাই। কেমন সখি, সে ভাল নয় কি ?

সুধী। সে ত আমার সৌভাগ্য।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

(কুসুমউদ্যানের এক পার্শ্ব)

(সর্ব্বেন্দ্র ও পারিজাতের প্রবেশ)

পারি। (সর্ব্বেন্দ্রের হাত ধরিয়া) সর্ব্বেন্দ্র!

সুধু একবার চোখের দর্শন, তাও

নাহি মিলে, অভাগীর ভালে। প্রাণ খু'লে,

পারিনা দেখা'তে ; পারিলে, বুঝিতে কিছু
বেদনা আমার। হেরিলে তোমারে, ভুলে
যাই সব ; নূতন জগতে, দেখি কত
নূতন দর্শন। কেবল সর্ব্বেন্দ্রময়,
যেন হেরি সে জগত্, আর কিছু নাই,
কেবল সর্ব্বেন্দ্রময়, অনন্ত, অসীম।
আমি, তার মাঝে, সামান্যতৃণের
মত, ভাসিতে ভাসিতে, অনন্তে মিশিয়া
যাই ; অনন্তে, সর্ব্বেন্দ্রময় হই আমি।
আমার "আমিত্ব" গিয়া, অনন্ত-সর্ব্বেন্দ্রে
মিশি', নাথ ! হই আমি "আমিত্ব" বিহীন।

সর্ব্বেন্দ্র। পারিজাত !
দেবী তুমি, সর্ব্বেন্দ্র পিশাচ ; কোন্ গুণে
তুমি পিশাচের প্রেম-আকাঙ্ক্ষিনী। আহা !
পারিব কি প্রতিদান করিতে ইহার ?

পারি। প্রতিদান নাহি চাই ; সুধু দেখা দিও
মোরে। তৃষিত হৃদয়, তোমারে হেরিতে।
সুধাকরে সুধা আছে ; তা'তেত মিটেনা
ক্ষুধা। বাড়ে মাত্র তব সন্দর্শন-তৃষা ;
আশাধীনা হ'য়ে, পথপানে চেয়ে রই।

সর্ব্বেন্দ্র। (স্বগতঃ) এখনো খুলিয়া বলি, গুপ্ত কথা মোর।
না, না, ব্যথা পা'বে প্রাণে ; আমারো অভীষ্ট
তবে হবেনা সাধন। (প্রকাশ্যে) তব তরে, প্রাণ

কাঁদে মোর; অবসর মত, আসি তব
কাছে। (স্বগতঃ) সুধু নিতে তব সখীর সংবাদ।
(প্রকাশ্যে) নীহার বড়ই সুখী, সখার প্রেমেতে;
কিন্তু শুনেছে কি নরেশের পণ? দে'খ,
পারিজাত! সাবধান তুমি; নরপতি,
অতি ক্রুদ্ধমতি। যদি জানে, তব যোগে,
দুহিতা তাঁহার, সেনাপতি-সনে করে,
গোপনে প্রণয়, বিপদ ঘটিবে তব।

পারি। কি উপায় হ'বে তবে সখীর আমার?
দ্বিচারিণী করিবে কি কন্যারে নরেশ?

সর্ব্বেন্দ্র। সাবধান, এই কথা ক'রনা প্রকাশ।
আমিও সতর্ক করি' দিতেছি সখারে।
রাজারে বুঝা'তে, করিতেছি প্রাণপণ,
কিন্তু কিছুতেই নহেন সম্মত। বোধ
হয় শেষে, হ'লেও হইতে পারে, অন্য
মত তাঁর; কিন্তু সতর্কতা যুক্তিযুক্ত
উপস্থিত-তরে। (স্বগতঃ) নীহার আমার বই
আর হ'বে কার? নীহার আমার ধন।
(প্রকাশ্যে) পারিজাত!
বিদায় এখন, অবসর মত, আসি,'
তবসনে প্রেমালাপে, বঞ্চিব সময়।

পারি। যা'বে, যা'বে তুমি, মোরে আঁধারে ফেলিয়া?
পুরুষ তোমরা, হৃদয় কঠিন অতি।

সর্ব্বেন্দ্র। ক্ষম, পারিজাত! বিলম্ব করিতে নারি।

(প্রস্থান)

পারি। গীত।

সে যদি চলিয়ে গেল, অমনি আঁধার এল।
মোর হৃদাকাশে তাঁর, রূপ-রবি-শশি-আলো।
সে যখনি যায় চ'লে, উভয়ে যায় অস্তাচলে,
আঁখিত দেখিতে পায়না, প্রেমাশ্রু পড়ে কেবল।
দেখিতে বাসনা যত, তেমন যদি দেখাদিত,
তাহ'লে কি মনে এত, বহিত ঝড় প্রবল।

সপ্তম দৃশ্য।

কক্ষ।

কীর্ত্তিকেতু ও ভোগবতী।

কীর্ত্তি। প্রিয়তমে! বুঝায়েছ নীহারেরে তুমি?

ভোগ। প্রবোধ বচনে, নাথ! কত মতে তারে
বুঝায়েছি; মন তার নাহি বুঝে তায়।
চেয়ে দেখ দুহিতার পানে, অকারণে
স্বর্ণলতা ক'রনা মলিন। সর্ব্বগুণে
অলঙ্কৃত, সে বীরপ্রবর।

কীর্ত্তি। বটে বীর
সর্ব্বাংশে প্রবীণ; কিন্তু কুলের গরিমা,

কোথা’ পা’বে ; উচ্চ শির মোর, অবনত
কেমনে করিব বল, নৃপতি-সমাজে।

ভোগ। কুল-অভিমানে, তব এতই আদর ;
করি কুলের গরিমা, প্রাণের প্রতিমা,
নিষ্ঠুর হৃদয়ে, ডুবা’তে উদ্যত এবে,
বিষাদ-সাগরে ?

কীৰ্ত্তি। তনয়ার ভাল মন্দ,
বিচার করিয়া, অসম্মত এ মিলনে।
ভাল করি’ বুঝাও নীহারে, নিজ হিত,
অবশ্য বুঝিবে।

ভোগ। বুঝায়েছি কত মতে ;
কিন্তু তার মনের সন্তাপ, নির্ব্বাপণ-
বিনিময়ে, উদ্দীপিত হয় পূর্ব্বাধিক।

কীৰ্ত্তি। নাহি জান বালিকার প্রেমের গাঢ়তা।

ভোগ। কৌশলে অনেক, করেছি পরীক্ষা তার
প্রেমের বিকাশ। সখীমুখে, হৃদয়ের
গভীরতা, করেছি নির্ণয় ; সে হৃদয়
প্রেমময়। না জানি কাড়িয়া নিলে, তার
প্রেমধন, বাঁচে কিনা বাঁচে, মোর এক
প্রাণের দুহিতা।

কীৰ্ত্তি। অদর্শনে ভুলে যা’বে।

ভোগ। উৎকণ্ঠা বাড়িবে স্থধু। বিচ্ছেদ-ভয়েতে,
শীর্ণ তার দেহ-লতা ; বদন মলিন,
শারদ-চন্দ্রমা-শোভা, রাহুগ্রাসে যথা।

হৃদয়-উচ্ছ্বাস, মিশিয়া হাসির সনে,
বিকসিত নাহি করে, সে মুখকমল।
বিকল হৃদয়-তন্ত্রী, বাজেনা সুতানে
আর, প্রমোদ-আলাপে ; ভাবী বিরহের
তাপে, বিশুষ্ক হয়েছে শান্তি-সুধারস।
বিশীর্ণা এখন তার, মানস-লতিকা।
তোমার দারুণ-পণ-কীটের দংশনে,
হয় পাছে ছিন্নবৃন্ত, প্রেমের কলিকা,
রেখেছিল লুকায়িত, মৌন-কিশলয়ে ;
সময়ের সনে, গুপ্ত সে প্রেম-কোরক,
হইয়াছে বিকশিত, অতীব বিরলে,
তার হৃদয়-উদ্যানে। থাকে কি কখনো,
পত্রে লুক্কায়িত, ফুল্ল-প্রসূণ-সৌরভ ?
প্রেমিকার নিশ্বাস-পবন, বিতরিল
সে সৌরভ, সখীদের বুদ্ধি-নাসিকায়।

কীর্তি। রাজ্ঞি!
নহে ইহা সুরভি-কুসুম-বাস। যদি,
উপযুক্ত পাত্রসনে, হ'ত নীহারের
প্রণয়-সঞ্চার, সুখী হ'ত মন তাহে ;
মলয়-চন্দন-বাসে, পুলকিত হ'ত
প্রাণ ; কিন্তু ইহা, চন্দন-বিটপিস্থিত,
বিষধর ভুজঙ্গের নিশ্বাস-গরল ;
প্রবেশি' হৃদয়ে মোর, জর্জ্জরিত করে
প্রাণ, তীব্রহলাহলে। সকলি সহিতে

পারি, বিনা নীচজন-সনে, দুহিতার
প্রেম-অভিলাষ।

ভোগ। এ বীর ক্ষত্র-সন্তান।

কীর্ত্তি। হ'তে পারে; তবু নয় সমকক্ষ মোর।
হিমাদ্রির চূড়া, পূজেনা প্রসূন দিয়া,
বল্মিক-স্তূপেরে; কন্যারত্ন দিয়া, বল,
কেমনে পূজিব আমি, সামান্য সৈনিকে।

ভোগ। হৃদয় বিদীর্ণ হ'ক্, পূর্ব্বেতে আমার।
দুহিতার দুঃখজ্বালা, সহিব কেমনে?
থাক তুমি, নরনাথ! তব মান ল'য়ে;
কন্যার সহিত, আমি হ'ব সন্ন্যাসিনী।
মাতা হ'য়ে, কেমনে সহিব, সন্তানের
ক্লেশ; তার চেয়ে মোর, মরণ মঙ্গল। (প্রস্থান)

কীর্ত্তি। উপস্থিত বিষম সঙ্কট। একদিকে,
দুহিতার স্নেহের বন্ধন; অন্যদিকে,
নিষ্কলঙ্ক কুলের গরিমা; একবার
হ'লে কলুষিত, আর কভু নির্ম্মলতা,
আসেনা ফিরিয়া। কি উপায় করি এবে?

(প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য।

উদ্যানপার্শ্বস্থিত পথ।

(উদাত্তের প্রবেশ)

উদাত্ত। পারিজাত কেমন সুন্দর! ঢল ঢল চোখ দুটী। তারে আমি কত ভালবাসি; কিন্তু কই সেত আমায় ভালবাসে না। মধুরস্বরে মিঠে আওয়াজে যতই বলিনা কেন, গালাগালি খাওয়াটা আর বাদ যায় না। (চিন্তা করতঃ) না, যতদিন এর একটা কুল কিনারা না কর্‌তে পারি, ততদিন একটু তলিয়ে দেখ্‌তে হ'বে। অই যে সুন্দরী আস্‌ছে। বাহবা, বাহবা, যেন মদন ছাড়া রতি!

(পুষ্পমালা হস্তে করিয়া পারিজাতের প্রবেশ।)

পারি। (স্বগতঃ) গেঁথেছি চিকণমালা, নানাজাতি ফুলে।
সখীরে সাজা'ব আজি, কুসুম-রতনে॥

উদাত্ত। সুপ্রভাত, সুপ্রভাত; বলি, সুন্দরি! আছ কেমন?

পারি। (স্বগতঃ) যেখানে সেখানে এ মুখপোড়া থাকে।

উদাত্ত। বলি, সুন্দরি! গাল দু'খানা যে একবারে বাতাস-ভরা পালের মত ফুলালে? না হয় ছাই দুট কথাই বল।

পারি। (স্বগতঃ) আজ বিট্‌লেকে জব্দ কর্‌তে হ'বে। (প্রকাশ্যে) দেখুন, আপনি রাজ-সহচর—

উদাত্ত। তোমার প্রেমের নফর। কি আজ্ঞা হয়, এখনি তামিল কচ্চি।

পারি। আমাদের মত নারীকে কি আর আপনার মনে ধরে?

উদাত্ত। ধরে ব'লে ধরে, ধরে আর গলায় ছুরী বসায়। মন ত

মন, এই আপাদমস্তক সমস্ত শরীরে ধরে। আমি ত আমি, কত বড় বড় শর্ম্মার মন ছেড়ে, মাথা পর্য্যন্ত ধরে। তোমার মত সুন্দরীর জন্যে, কত বড় বড় মহাজন গোঁপে তা দিয়ে আর লেওয়াপাতি ভুঁড়িতে হাতবুলিয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়।

পারি। তুচ্ছ নারীর সঙ্গে আপনার মত লোকের বিদ্রূপ করা উচিত নয়।

উদাত্ত। বিদ্রূপ! তোমার সঙ্গে বিদ্রূপ! এই তোমার মাথায় হাত দিয়ে বল্‌ছি বিদ্রূপ নয়।

পারি। (সরিয়া) আপনি বেশ সুরসিক লোক।

উদাত্ত। এই তোমাদের পাঁচ জনের আশীর্ব্বাদে! সমস্ত রাত্‌ দিন তোমাকে ভেবে ভেবে তবু অনেকটা রস শুকিয়ে লোকসান হ'য়ে গেছে।

পারি। বুড় হ'লে ত রস বাড়ে জানি; আপনার শুকিয়েছে কি রকম?

উদাত্ত। সুন্দরি! এ কথাটা প্রাণখোলা সখের প্রেমিকার মত বল্লে কই? আমি বুড়! শত্রুর মুখে ছাই, আর যে বুড় বলে তার মুখে তা-ই-ই দিয়ে, এখনো তিন সত্তের পেরয়নি।

পারি। আপনার বয়স কত হবে ঠিক্ বল্‌তে পারেন কি?

উদাত্ত। (স্বগতঃ) এইবারেই বুঝি বৈতরণী পার করে (প্রকাশ্যে) তা আর কি ক'রে বলব বল; অনেক দিন হ'ল কুষ্ঠীখানা আমায় ফাঁকি দিয়েছে। তা সুন্দরি, তুমি বয়সের জন্য তত ভেবনা।

পারি। দেখুন, আপনার কথাবার্ত্তা শুনে,অনেক দিন থেকেই আমার মনটা যেন চমচমিয়ে উঠেছে; কিন্তু—পোড়া লজ্জা।

উদাত্ত। প্রাণখুলে' দুচারটা কথা না ব'ল্লে কি আর লজ্জা যায় ?

পারি। দেখুন আর আমার লজ্জা নেই ; তবে একটা কথা, একবার পরীক্ষা না করে', যারে তারে প্রাণটা বিলিয়ে দিতে পারি না।

উদাত্ত। তা' তুমি যেমন ইচ্ছা পরীক্ষা কর। বল কি করতে হবে ?

পারি। আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো, আপনি চোখে কাপড় বেঁধে, দূরহতে এসে যদি আমায় ধরতে পারেন, তবেই বুঝব যে হ্যাঁ, আপনি স্মুধু চর্ম্ম চোখে আমায় দেখেন না, প্রেমচোখেও দেখ্‌তে পান্।

উদাত্ত। হাঃ, হাঃ, হাঃ, এই পরীক্ষা!

পারি। কিন্তু এখনো সাবধান, এখনো বরং ভাল ক'রে ভেবে দেখুন্।

উদাত্ত। তার জন্য কোন ভয় নাই, ঠিক্ ধর্‌বো। তুমি আমার চোখ দুটো আগে বেঁধে দাও দেখি।

পারি। (চক্ষু বাঁধিয়া) এই আমি দাঁড়ালুম, আমায় এসে ধরুন।

উদাত্ত (কিছু দূর যাইয়া) স্মুন্দরি! পথ ঘাট যে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। (বন্ধন উন্মোচন করণ)।

পারি। ছিঃ, এই আপনার প্রেম! আপনার সব মুখের কথা মাত্র ; আপনি এখনো প্রেমচোখে দেখ্‌তে শিখেননি।

উদাত্ত। খুব শিখেছি।

পারি। তবে ধর্‌তে পারেন্‌নি কেন ?

উদাত্ত। স্মুন্দরি! তোমাকে ভাল বেসেছি, তোমাকেই স্মুধু প্রেমচোখে দেখ্‌তে পাই ; কিন্তু পথ ঘাট, কোন্ পীরিতের

জোরে, প্রেমচোখের নজর সই হ'বে বল দেখি ?

পারি। আমাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আস্‌বেন; পথের পানে তাকা'বেন কেন!

উদাত্ত। আচ্ছা, এবার তাই হ'বে। দুর্গা বলে চোখ দুট আবার বেঁধে দেও দেখি।

পারি। (দৃঢ়ভাবে চক্ষু বন্ধন করতঃ) এই স'রে দাঁড়িয়েছি, ধরুন্।

উদাত্ত আঃ মরি, মরি, প্রেমচোখে দেখা মানুষের কত সুখ!

মৃচ্‌কি মুচ্‌কি তুমি হাসিছলো, ধনি!
আড়চোখে চেয়ে মোর বিঁধিছ পরাণি।
হাসির কিরণ,—মরি মরি কি বাহার—
ছড়া'য়ে পড়িছে, সব শরীরে তোমার।

(পারিজাতের প্রস্থান)

এই যে ধরেছ মালা, করিতে অর্পণ।
দেও মালা গলে, এই ধরেছি তোমারে।

(পারিজাতের স্থানে গিয়া ধরিতে যাইয়া পতন।) প্রিয়ে!

একি হল! ছি, ছি! হাসিওনা তুমি।
হাসিতেছ দুঃখ হেরি' মোর। ছি, ছি! প্রিয়ে!
প্রেমচোখে দেখিতেছি সব। অই তুমি।

(সর্বেন্দ্রের প্রবেশ)

সর্ব্বেন্দ্র। একি, মশায়!

উদাত্ত। এখনি ধরিব, প্রিয়ে! ঠিক কর মালা।

সর্ব্বেন্দ্র। একি, মশায়! চোখে কাপড় বাঁধা কেন ?

উদাত্ত। এঁ্যা, তুমি কে ? স'রে যাও; আমি পীরিতের ঘুঘু, মান ক'রে চোখ বেঁধেছি। না আর প্রেমচোখে দেখা পোষায় না,

একবার চর্ম্মচোখে দেখি। (চক্ষুর বন্ধন খুলিয়া।) একি বাবা! এ যে বিদ্যাদিগ্‌গজ গালপাট্টাগোঁপওয়ালা চেহারা দেখ্‌চি! তবে কি এখনো আমি চোখ বুজে আছি? (চক্ষু মর্দ্দন করতঃ) না, না, এ যে দিব্যি জলজ্যান্ত গজানন্দ মূর্ত্তি।

সর্ব্বেন্দ্র। আমায় চিন্‌তে পাচ্চেন না?

উদাত্ত। অনেকক্ষণ চিন্‌তে পেরেছি।

সর্ব্বেন্দ্র। আপনার সঙ্গে বিশেষ দরকার; চলুন আপনার বাড়ী যাই।

উদাত্ত। আমার বাড়ী গিয়েইবা কি কর্‌বে? আমারত আর ব্রাহ্মণী নেই যে তার কাঁধে গিয়ে আবির্ভূত হ'য়ে জমিদারী পত্তন কর্‌বে! এখন অন্য স্থানে চেষ্টা দেখ।

সর্ব্বেন্দ্র। একি বল্‌চেন?

উদাত্ত। মন্দ আর কি বলেচি। বাবা! গরীব ব্রাহ্মণের উপর এত দয়া কেন? দুবেলা সন্ধ্যাপূজা করি, তবু আমায় ছাড়্‌বে না? বাবা ব্রহ্মদৈত্য! তোমার দুটীপায়ে পড়ি, একটী বার পথ ছেড়ে, এক পাশে স'রে দাঁড়াও, আমি শোঁ করে চ'লে যাই, তারপর যা ইচ্ছা তাই ক'র।

সর্ব্বেন্দ্র। আপনি কি ক্ষেপেছেন?

উদাত্ত। মশায় আবির্ভূত হ'য়ে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন। কেন, বাবা! পিতৃপুরুষের পিণ্ডিগুল চট্‌কাবে? আর মিষ্টি কথায় আপ্যায়িত কর্‌তে হ'বে না। তোমরা যে নানামূর্ত্তি ধর্‌তে পার তা আমি বেশ জানি। তুমি ব্রহ্মদৈত্য, আমিও ব্রাহ্মণ; জাতিহিংসা মহাপাপ, এ কথাটা যেন মনে থাকে।

সর্ব্বেন্দ্র। আমি যে সর্ব্বেন্দ্র।

উদাত্ত। এঁ্যা তুমি কে ?

সর্ব্বেন্দ্র। আমি সর্ব্বেন্দ্র।

উদাত্ত। আচ্ছা, যদি সর্ব্বেন্দ্রই হও, রাত্রিতে এখানে কেন ?

সর্ব্বেন্দ্র। আপনাকে পারিজাত দিতে।

উদাত্ত। এঁ্যা, তুমি কি যথার্থই সর্ব্বেন্দ্র ? (ভালরূপ দৃষ্টি করিয়া) দেখ, মন্ত্রিপুত্র ! কিছু মনে করো না। বুড় হয়েছি, তায় রাত্রিকাল, ভাল দেখ্‌তে পাইনি ; আর ভয়ে ভয়ে, এতক্ষণ তোমার দিকে একদম তাকাইনি ; চোখ বুজে কথা বল্‌ছিলুম্।

সর্ব্বেন্দ্র। এসময় চোখ বেঁধে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন কেন ?

উদাত্ত। প্রেমে পড়ে। পারিজাতকে দেখ্‌তে পেয়ে এসেছিলুম, সে চোখ বেঁধে এতটা কষ্ট দিয়ে চলে গেছে।

সর্ব্বেন্দ্র। আমি যদি আপনাকে পারিজাত দিতে পারি।

উদাত্ত। তুমি যা' বল্‌বে তাই কর্‌তে পারি।

সর্ব্বেন্দ্র। সকাল বেলা যে বিষয় বলেছি ?

উদাত্ত। তা'ত তিন দিনের মধ্যে। রাজার মোহরাঙ্কিত কাগজ আমার নিকট আছে, তা'তে পরোয়ানা জাহির ক'রে তিন দিনের মধ্যে তারে রাজ্যছাড়া করা'ব, করা'ব, করা'ব।

সর্ব্বেন্দ্র। অতি সাবধানে।

উদাত্ত। তাহা আমি জানি সব।
পূর্ব্বে বলেছিনু আমি, সবার অনিষ্ট-
কারী, সে অধম ; কিন্তু শুন নাই মোর
কথা ; বিনিময়ে কত করেছ ভর্ৎসনা।

সর্ব্বেন্দ্র। সবার অনিষ্টকারী নয় সখা মোর।

উদাত্ত। তবে কেন রাজ্যহ'তে চাও তাড়াইতে ?

সর্ব্বেন্দ্র। সে থাকিলে, নীহারের প্রেমলাভ নাহি
হ'বে মোর। সব সহে, বিনা নীহারের
প্রেম-বিসর্জ্জন। এ প্রেম-কুসুমে, হ'বে
কণ্টক যে জন, বিনাশিতে তারে, দৃঢ়
পণ মোর। সখা, অলক্ষিতে হ'য়েছিল,
সে ফুলে কণ্টক; তাই কৌশলে তাঁহারে
বঞ্চি', প্রেমপথ মোর, কণ্টকবিহীন
করিতে উদ্যত।

উদাত্ত। সামান্য বিদেশী, তায়
দরিদ্র সেনানী; রাজ-তনয়ায় প্রেমে,
অভিলাষ তার!

সর্ব্বেন্দ্র। সে কভু দরিদ্র নয়;
ধনী মোর সখা, যত স্বর্গীয় বিভবে।
নীতিরাজ্যে, রাজা তিনি; সমগ্রা পৃথিবী,
হয় পদানতা, যাহার প্রভাবে, হেন
ধন, মনের উচ্চতা, ধৈর্য্য, অকপট
প্রেম, দাক্ষিণ্য, মধুর ভাব, অধিক কি,
যে গুণ অমরসেব্য, বিরল ধরায়,
সে সব সদ্‌গুণ-ধনে, ধনী মোর সখা।
প্রেম-অরি বলি, বৃথা নিন্দা, নাহি গা'ব
তাঁর। সে যদি সর্ব্বেন্দ্র হ'ত, আমি তাঁর
সুহৃদ্ অজিত, হ'তেম প্রেমের বৈরী,
সে মোর যেমন, নিশ্চয় এভাবে মোরে,
বঞ্চিতনা কভু।

উদাত্ত। এই বুঝি সে সখ্যের
লক্ষণ! ভাল ভাল, কেন তবে, সকল
নিগূঢ় তত্ত্ব, কহিলেনা তারে?

সর্ব্বেন্দ্র। অনেক।
রহস্য তায়; রাজপুত্রী দিবেনা সায়,
মোর প্রেমালাপে, সখা থাকিলে নিকটে।
(স্বগতঃ) নীহার! প্রেয়সি!
কিদোষে আমারে তুমি করিবে বঞ্চিত?
কল্পনা-বারিতে, বর্দ্ধিত করিতেছিনু
যে আশা-বিটপী, কুঠার হানিবে তায়?
তবপানে চেয়ে, বেড়েছি আশার কোলে;
তব প্রেম পা'ব বলে', সুখের সোপানে,
কল্পনায় পদন্যাস, করেছিনু হায়!

উদাত্ত। মন্ত্রিপুত্র!
মনে রেখ প্রতিজ্ঞা তোমার। যেন আমি,
বঞ্চিত না হই শেষে, পারিজাত-লাভে।

সর্ব্বেন্দ্র। তুমিও ভুল'না তব কর্ত্তব্য নিজের।

উদাত্ত। সপ্তাহ না হ'তে গত, যা'বে সেনাপতি,
এই রাজ্য তেয়াগিয়া। কি ভাবনা তব?

সর্ব্বেন্দ্র। (স্বগতঃ)
কোরক-সময় হ'তে, যে কুসুম হায়,
রাখিয়াছি চোখে চোখে, অতীব যতনে,
আঘ্রান লভিতে তার, বিকসিত হ'লে,
এখন অন্যের তাহা হইবে কেমনে?

সখে! ও রতণ হ'বেনা তোমার। আমি
ছেদিব বন্ধুত্ব-পাশ, নীহারের তরে।
নীহার আমার এক আরাধ্য কেবল। (প্রস্থান)

উদাস্ত। উঃ কি ফাঁকিই দিলে, আমায় একদম ভ্যাবাগঙ্গারাম বানিয়ে, চোখ দুটী বেঁধে, তবে চ'লে গেল!

এবার দেখ্‌ব, আর কোথা যা'বে ছুঁড়ী?
বড় দাগা দিয়েছে সে, আমার আশায়।
এখন কি হ'বে? এবার শিখা'ব তারে।
যত কষ্ট দিয়েছে আমায়, দিব তার
প্রতিশোধ। মোর হস্তগত হ'লে, মোর
প্রেম বিনা, কি উপায় তার? লালায়িতা
হ'বে ধনী, প্রেমালাপে, তুষিতে আমারে।
প্রেম-সম্ভাষণে তার, কৃত্রিমতাচ্ছল্য-
ভাব, করিয়া প্রকাশ, দেখা'ব কেমন
জ্বালা, প্রেম-প্রত্যাখ্যানে। মিনতি বচনে
শত, টলা'বনা প্রাণ। যখন ব্যাকুলা
হ'য়ে, সাশ্রুমুখে, কেঁদে কেঁদে, পদে ধরি',
মাগিবে প্রেমের ভিক্ষা, মুক্তাফলসম,
অশ্রুবিন্দু, তার রক্তিম কপোল বাহি'
পড়িবে ঝরিয়া, তখন নরম করি'
বিরক্তির ছল, কহিব সংক্ষেপে, 'নাহি
অবসর, রমণীর প্রায়, প্রেমালাপে
কাটা'তে সময়'। 'অবকাশ মত পুনঃ
কহিব মৃদুল ভাবে, শুটী দুই কথা;

তাহাতে জানা'ব তাঁরে, হৃদয় আমার,
অতল প্রেমের খনি ; উন্মাদিনী হ'বে
ধনী, সেপ্রেম লভিতে। সহজে দিবনা
তাহা ; কহিব তখন, করেছিলে, কোন
দিন এই প্রেমে অনাস্থা-স্থাপন। কেঁদে
হ'বে আকুলা যখন, সাদরে গ্রহণ
করি', চুম্বিয়া বদন, ধীরে ধীরে কহি'
প্রেমকথা, তুষি' মন, দিব প্রেমদান।
কবে হ'বে মোর ভাগ্যে, সে দিন-উদয় ?
সৌভাগ্যের স্রোত এত দিনে, প্রতিকূল
সেনাপতি-ভালে ; কোথা সেনাপতি, আর
কোথা' এবে, যথা তথাবাসী দীনহীন।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(হামির ও তৎপশ্চাৎ পদ্মাবতীর প্রবেশ)

হামির। আমার সকল আশা, হ'য়েছে নির্ম্মূল।
রাজ্যেশ্বর স্বধু নামে। চিন্তার দহনে,
সুখভোগ হয় ভস্মীভূত। মতিধর,
কেমনে পাইল মুক্তি, কারাগারহ'তে,
কাহার কুটিল বুদ্ধি, বিস্তারি' কৌশল,
ব্যর্থ কৈল প্রহরীর সতর্ক নয়ন!
কার এত ধনসংখ্যা, যার লালসায়,
যত রক্ষক নিচয়, অবহেলা করি'
মোর কঠোর আদেশ, অমূল্য প্রাণের
আশা, করেছে বর্জ্জন। ভালবাসা কার
হেন সে অধমপ্রতি, যার উপরোধ,
কেড়ে নিল হৃদিহ'তে, রাজাজ্ঞা কঠোর?
বিহঙ্গিনী ছিল বদ্ধা, অবরোধ-মাঝে।
ফাঁকি দিয়া গেছে চলি' হৃদয়ের দেবী।
কোন দুষ্ট, মম ইষ্ট, করেছে বিনাশ।

পদ্মা। কি হ'ত তা'দেরে, নাথ! বন্দী রাখি' হেথা'?

হামির। আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে এখন,
পা'বে অবসর, দুষ্ট মতিধর। যদি
অন্ততঃ তনয়া তার রহিত বন্দিনী,

হয় পাছে তবে তার বিপদসঞ্চার,
এই ভয়ে করিতনা, সাহস পামর।
তব মন্ত্রণায়, নির্ম্মূল আমার আশা।

পদ্মা। নয় আমার মন্ত্রণা, ঈশ্বর-বাসনা,
মুক্তি তাহাদের।

হামির। জানিতাম আগে তোরে,
পতিব্রতা বলি; জেনেছি, ভ্রমান্ধ আমি
যে বিশ্বাস করি'। শক্রহিত-আকাঙ্ক্ষিনী,
অনিষ্টকারিণী মোর, পিশাচী দানবী।
পতিব্রতা রমণীর ছলনা করিয়া,
আমারে বঞ্চিতে চাও অবলা-বুদ্ধিতে?
পতি-অনুরতা, পতি-হিত-বিধায়িনী,
যত সাধ্বীনারী; সব বিপরীত তোর।

পদ্মা। নাথ!
স্বপ্নেও অনিষ্ট তব করিনা কামনা;
ঈশ্বরবিদিত সব।

হামির। এখনো ছলনা
ছাড়্। বিনা তোর সাহায্য প্রধান, মুক্তি
পেয়েছে কেমনে, সেই বন্দিনী রমণী?
ইচ্ছা নাই তোর মুখ করিতে দর্শন;
রোষানলে প্রাণ জ্বলে, হেরি যবে তোরে।

পদ্মা। পতি ভিন্ন রমণীর, কে বেশী সংসারে
তুমি যদি তুচ্ছ কর, কোথা' যা'ব তবে?

হামির। পতির অহিত চেষ্টা, করে যে দয়িতা,

দুর্লভ তাহার হয় পতি-অনুরাগ।
বিরাগ-ভাজন হয়, চিরকাল-তরে।
অশ্রুজলে গলিবেনা, হৃদয় আমার।
রোদনে টলেনা এই কঠিন অন্তর।

(কমলাদেবীর প্রবেশ)

কমলা। নিশ্চয় গলেনা তোর পৈশাচ হৃদয়।
অসির আঘাত বিনা, গলিবে কেমনে ?
গলিবে, টলিবে প্রাণ ; কাঁদিবি অজস্র-
ধারে প্রাণের মায়ায়।

পদ্মা। (হামিরের পদে পতিত হইয়া) এখনো সুপথে,
নাথ ! কর বিচরণ।

হামির। ছুঁসনা আমারে।

(প্রস্থান)

কমলা। যাও, কুম্ভীপাক ঘুরিতেছে প্রসারিয়া
কর ; শীঘ্র যাও নরক-আরণি-মাঝে।

পদ্মা। শান্ত কর রোষ, মাগো ! মোর পানে চেয়ে।

কমলা। কে যেন হৃদয়ে বসি', শেল হানে বুকে।
দেখিলে পাপীরে, কে যেন দেখায়ে দিয়ে,
কহে, 'অই যায়, কর ভস্ম শাপানলে।
দু'হাতে বিদারি' ওর অসার হৃদয়,
নখেতে উৎপাটি', দুই কলুষ নয়ন,
কুক্কুর-সম্মুখে ধর ; কিম্বা ডাক এক-
মনে, নরক-বিহারী পিশাচ সকলে'।

পদ্মা। ধৈর্য্যধর, মাগো ! চাও দুঃখিনীর পানে।

কমলা। ধৈর্য্য কোথা পা'ব আর? ঘাত প্রতিঘাতে,
ক্ষত দেহে, ভীত মনে, পলায়েছে দূরে।
ধৈর্য্য-প্রতিদ্বন্দ্বী, সেই অধৈর্য্য দুস্তর,
সহ শোক সহচর, কহিছে আমারে,
পাপাত্মার শিরে, বজ্র আনিতে ডাকিয়া।
পাপীর শরীর-স্থিত, পরমাণু যত,
স্বাভাবিক একতা ত্যজি', ঘোর সমরে,
হ'য়ে নিয়োজিত, উচ্ছেদ করুক্ তার
মানব-আকৃতি। মানবীয় যতগুণ,
পড়ি' সমর-বিপ্লবে, নিমজ্জিত হ'ক্
গভীর আঁধারে। পুতিগন্ধময় দেহ,
করিয়া ধারণ, বসতি করুক পাপী,
তীব্র কালের শাসনে।

পদ্মা। মাগো! ভ্রাতা তব।

কমলা। তাই এত দিন, করিনাই নিজহস্তে,
বিদীর্ণ হৃদয় তার। সহোদর, তাই
এত অপমান স'য়ে, বধিনি জীবনে।
আমার পুত্রের হেন দুর্দ্দশা করিয়া,
কে পারে এড়া'তে আর, অকাল শমন? (প্রস্থান)

পদ্মা। কতদিন এই কষ্ট, সহিবে দুঃখিনী?
পতির নিকটে, কবে মৃত্যু হ'বে মোর?
দুঃসহ যাতনা, হৃদয়ে সহেনা; কর
দয়া, দয়াময়! এই দুঃখিনী নারীরে।

(বিবেকসখার প্রবেশ)

পদ্মা। দেব!
পতির কি গতি হ'বে, কি উপায় মোর?

বিবেকসখা। মাগো!
পতি তব, নরাকারে, ভীষণ পিশাচ।
তোমার অশ্রাব্য বটে, নাকহিলে নয়।
স্বীয় দুষ্কর্ম্মের ফলে, উচ্চস্থান তার
তরে, সজ্জিত নরকে। আকারে মানব,
দুষ্কর্ম্মে দানব, নির্দ্দয়তা পশুতুল্য;
ক্রোধ তার, ভীষণ-দানব-সম। ক্রুর
বুদ্ধি; কামুক কুক্কুরপ্রায়। হিংস্রকের
মত, দুর্জ্জয় সাহস; লজ্জাহীন অতি।
দয়া-মায়া-কোমলতা-বিহীন হৃদয়।
তুচ্ছ ধন-তৃষ্ণা সুধু প্রবল অন্তরে।
পাপকর্ম্মে পক্কমতি। শুনেনা কখনো
হিত কথা; হিতৈষিজনেরে শত্রু ভাবে।

পদ্মা। ব'লনা, শুনিতে নারি, পতি-নিন্দা বাণী।
দাও উপদেশ, কেমনে সুপথে তাঁরে,
আনিব এখন; নিজ-প্রাণ-দানে, পারি
যদি, পতিরে আমার, করিব উদ্ধার।

বিবেকসখা। জানিনা কেমনে, হেন পতি তব ভালে,
মিলিল জননি! কি সাধ্য তোমার, কর
দানব-দমন! তব পুণ্যে, পতি তব
এখনো জীবিত। বিধিবিড়ম্বনা, তাই

মহামূল্য মণি, রাখিল ফণীর শিরে ;
চারু মুক্তাফল, গহন কাননবাসী,
মত্ত-করী-মাথে।

পদ্মা। পাপিনী আমার মত,
নাহি ধরাতলে।

বিবেকসখা। রতন বুঝেনা, কত
নিজের মহিমা। কুসুম পায়না কভু,
আপন সৌরভ। তোমার পুণ্যের কত
গুরুত্ব, জননি! কেমনে বুঝিবে তুমি?
শুন মোর শেষ উপদেশ, রেখ মতি
ঈশের চরণে ; পতিপদে ভক্তি রাখা,
স্বভাব সতীর। মাতৃসম, প্রাণপণে,
যতন করিও, শোকবিধুরা রাণীরে।
এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ, হয়নি মানস
তাঁর ; আত্মজ্ঞান কিছু এসেছে ফিরিয়া।
এখন চলিনু আমি কুমার-উদ্দেশে।

পদ্মা। কত দিনে দেব! তব পাইব দর্শন?

বিবেকসখা। যতদিন কুমারের নাপাই সন্ধান,
আসিবনা ফিরি'। আশা, পূর্ণ হ'লে,
অচিরে তোমার কাছে, আসিব, জননি!

পদ্মা। এক ভিক্ষা চাহি তব ঠাঁই ; যদি ঘটে,
ভাগ্যদোষে, সমর-বিপ্লব, দে'খ যেন
পতিহীনা নাহয় দুঃখিনী।

বিবেকসখা। মাগো! নাহি

তব সেই ভয় ; কুমার-হৃদয়, জানি
ভালমতে ; ক্ষমিবেন পতিরে তোমার।
মাগো ! মনে রেখ মোর শেষ উপদেশ।

(প্রস্থান)

পদ্মা। স্বামিন্ !
তুমি মোর হৃদয়-দেবতা ; মতি যেন,
ভক্তিসহ, অটল, অচলভাবে রহে
তব পদে। ঈশ্বর-কৃপায়, দুষ্টবুদ্ধি
তব, অচিরে সমূলে, যেন হয় লয়।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনপথ।

(মতিধর ও অশ্রুমালার প্রবেশ)

মতি। দুষ্কর্ম্মের পরিণাম, দুঃখদ এমন।
দুরাশার প্রতিফল হ'তেছে এখন।
কুটবুদ্ধি জন, প্রতারিতে পারে নরে ;
কিন্তু সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরের সূক্ষ্মদৃষ্টি
কভু, নাপারে করিতে অন্ধ, কুটিলতা-
জালে। পাপ-পরিণাম বিষময় ফল।

অশ্রু। গতকথা স্মরি', কেন পিতঃ ! ব্যথা দাও
প্রাণে ? ললাট-লিখন, কে করে খণ্ডন,

বিধি নিজে নাহি পারে। ডাক এক মনে,
বিপদ-ভঞ্জনে, সব দুঃখ যা'বে দূরে।

মতি। মদগর্ব্বে বুঝিনাই, ধর্ম্মের মাহাত্ম্য;
ধনলোভে শুনি নাই সাধু-উপদেশ;
পাপমন্ত্রে ভুলেছিনু, অন্তিম সময়।
আমাসম পাপী আর আছে কি সংসারে?
প্রত্যেক দুষ্কর্ম্ম মোর, হইলে স্মরণ,
জীয়ন্তে দহন দহে হৃদয় আমার।
ঘৃণিত পাপের কর্ম্ম করিয়াছি আমি।
বিশ্বাসের গলে, অসি করেছি প্রহার;
পবিত্র স্নেহের নামে, কলঙ্ক গরল,
স্বর্গীয় ভক্তির শিরে, মিথ্যা অপবাদ;
এসব দারুণ পাপ, কভু নাহি হ'বে
ক্ষয়, সামান্য দণ্ডেতে।

অশ্রু। সর্ব্বতাপহারী
বৈকুণ্ঠবিহারী, মুকুন্দ, মুরারি, হরি,
ভাব একমনে! তাঁহার চরণে, পিতঃ!
লইলে শরণ, হয় পাপ-নিবারণ;
বিঘ্ন বিনাশন তিনি সর্ব্বপাপহারী।

মতি। মহাপাপী আমি। কত ভয় হয় মনে,
ঈশপদে লইতে শরণ। সে মধুর
নাম, মুখ ভ'রে উচ্চারিতে, রুদ্ধ হয়
সদা পাপাত্মার কণ্ঠস্বর পাপে। আহা!
পতিপ্রাণা বলেছিল, কাতরে তখন,

পাপীদের শেষসীমা, নরক-যন্ত্রণা,
চিত্রিত করিয়া সতী, জ্বলন্ত ভাষায়,
ধরেছিল এ পাপীর নয়ন-সম্মুখে ;
কিন্তু আমি, দেখেও দেখিনি তাহা, তুচ্ছ
ভাবি' মনে। রাজ্যধন, জীবনের সার,
বুঝেছিনু চিতে। কোথা' সেই রাজ্য এবে ?

অশ্রু। পিতঃ!
কি ফল আক্ষেপ করি', অদৃষ্ট-লিখন ?
দীর্ণ হয় হিয়া মোর, তোমার রোদনে।

মতি। মা আমার! অদৃষ্টের নাহি কোন দোষ।
বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করি', নিজ শিরে করি
যদি কুঠার-আঘাত, কি দোষ ধাতার
তায় ? অতীত করিনা চিন্তা। যেই সব,
পাপ-বোঝা লয়েছি মাথায়, কি উপায়ে,
নামা'ব এখন ?

অশ্রু। ডাক বিপদভঞ্জনে।

মতি। ভীত হই, সেনাম লইতে। ভয়ে মোর,
শরীর শিহরে। পাপিমুখে যদি হ'ত,
সেই নাম-উচ্চারণ, হ'তনা পাপের
ভোগ, দণ্ড বিনা তারা পাইত উদ্ধার।
যত দিন শাস্তি-সীমা, না হয় অতীত,
সুধাময় ঈশ-নাম, মুখে নাহি আসে।
মহাত্মা কুমার ; দেখা হলে তাঁর সনে,
ক্ষমা মাগি', শান্ত করি হৃদয়ের তাপ।

মহতের প্রাণ, গলিবে নিশ্চয় মোর
বিলাপ রোদনে আর অশ্রুর প্রবাহে।
সে সুখ হ'বে কি আর পাপীর কপালে?

অশ্রু। চল হই মোরা অগ্রসর; বিভাবরী
সমাগতা; লোকালয় হয়না দর্শন।

মতি। ইচ্ছানাই লোকালয়ে, দেখা'তে বদন।
বনপথে করিব গমন। মনে আছে
সতীর বচন। মা আমার! হতভাগ্য
পিতা তোর; পিতৃ-পাপে, হ'ল তনয়ার
অশেষ দুর্গতি। মাগো! তোর মুখ হেরি',
আত্মহারা হই শোকে। গুর্ব্বিণী তোমার,
পুণ্যবতী; স্বর্গে থাকি' দেখে অভাগার
ক্লেশ।

অশ্রু। কি দুঃখ আমার? পিতৃসনে দুঃখ
থাকে কি কখনো? পিতঃ! কে সেই মহাত্মা,
প্রেত-পুরী হ'তে, করিল মোদের যিনি
উদ্ধার-সাধন?

মতি। আমিও জানিনা তাঁরে।
দেবতুল্য চরিত্র তাঁহার। মা আমার!
তোর অশ্রুজলে, কতই কেঁদেছে, সেই
মহাত্মার প্রাণ। তাঁহারি আদেশে, যা'ব
কাশীধামে মোরা, তাঁর গুরুর নিকটে।
তথা হ'তে যা'ব, তাঁর গুরুর আশ্রমে।

অশ্রু। ওই দেখ, পিতঃ! কে যেন আসিছে হেথা।

মতি। হ'তে পারে দুষ্ট লোক কিম্বা গুপ্তচর।
এস মোরা অন্তরালে, করি অবস্থান॥

(অন্তরালে অবস্থিতি)

সুধী। (সুধীরাওর প্রবেশ) দুর্দ্দৈব!
কতদিন আর তুমি, মোর সঙ্গে সঙ্গে
করিবে ভ্রমণ? সাগরের অন্ত আছে,
কিন্তু অন্তহীন মোর, দুঃখের সাগর।
কীর্ত্তিকেতু হ'তে, কুলমানে শ্রেষ্ঠ আমি;
বিধির বিপাকে, অজ্ঞাত রহিবে তাহা।
নীহার হ'য়েছে মোর। বিফল প্রয়াস
তাঁর, বঞ্চিতে আমারে, সে রতন লাভে:
নীহার!
আসিবার কালে, তব বিধুমুখ হায়,
পারিনি দেখিতে! পারি নাই তব কাছে,
লইতে বিদায়। যখন শুনেছ তুমি,
মোর রাজ্য পরিত্যাগ, না জানি কতই
কাঁদিয়াছ হায়! কত মর্ম্মাহত হ'য়ে,
অকৃতজ্ঞ ভাবিয়াছ মোরে; কিন্তু প্রিয়ে!
কি ভাবে এসেছি আমি, ত্যজিয়া তোমারে,
ঈশ্বর বিদিত সব। হয়ত সখার
কাছে, শুনেছ সকল। না জানি, কাঁদিয়া
কত হ'তেছ আকুল; তোমার বিরহে,
আমিও মনের দুঃখে, কাঁদি অবিরত,

অশ্রু। কুমারের মত, পিতঃ! দেখি এজনারে।

মতি। কি বলিলি? কুমার, কুমার, সুধীরাও!

(বাহিরে আসিয়া)

কই, কোথায় কুমার? বৎস, সুধীরাও!

কই; কোথা মোর পুত্রসম সুধীরাও?

(উভয়ের অগ্রবর্ত্তী হওন)

সুধী। একি, কে এরা, আমার নাম ধরি' ডাকে!

মতি। (আবেগে) কুমার, সুধী, বৎস!

এসেছ কি পরিণাম দেখিতে পাপীর?

দেখ, দেখ পাপাত্মার শেষ পরিণাম।

সুধী। একি মন্ত্রী! ভগ্নী অশ্রু! আপনারা হেথা' কেন? বলুন কি কারণে নিবিড় কাননে এসেছেন?

মতি। পাপে আনিয়াছে বলে। ক্ষমা চাই তব

কাছে। দয়াবান্ তুমি; পাপীর রোদনে,

নিশ্চয় কাঁদিবে মহাত্মার প্রাণ; ক্ষ—মা।

(পতন ও মূর্চ্ছা)

সুধী। একি হ'ল, মর্ম্ম কি ইহার? একি, একি,

মূর্চ্ছাগত মন্ত্রিবর! ভগ্নি! শীঘ্র তুমি,

তব বসন-অঞ্চলে. করহ বীজন।

নিকটে তড়াগ, আমি আনিতেছি বারি।

(প্রস্থান)

অশ্রু। (স্বীয়ক্রোড়ে মতিধরের মস্তক স্থাপন করতঃ বীজন করিতে করিতে)

গীত।

মুকুন্দ মুরারি, শ্রীহরি কংসারি,
বিপদে শ্রীপদে রেখ গিরিধারী।
আমি দুঃখ-পারাবারে, পড়িয়া কাতরে,
ডাকি নাথ! তোমায় সর্ব্বতাপহারী॥
কেঁদেছি অনেক, এ সংসার পাথারে,
আর কত প্রভু কাঁদা'বে আমারে,
কাঁদাও'না আর দুখিনীরে নাথ, পিতৃহীনা ক'রনাহে—
দুঃখ নিবারণ জানি নাথ তুমি,
ত্রিলোক তারণ অখিলের স্বামী,
তুমি দয়াময়, দাওহে অভয়,
আশ্রিত জনেরে গোলকবিহারী॥

(জল লইয়া সুধীরাওর প্রবেশ)

সুধী। আনিয়াছি জল। (মতিধরের মুখে সিঞ্চন করতঃ)
ভয় নাই, লুপ্ত জ্ঞান
আসিতেছে ফিরি'।

মতি। কুমার! কোথায় তুমি?

সুধী। নিকটেই আছি আমি; হ'ওনা অধীর।
তব কাছ ছাড়া নাহি হ'ব আমি।

মতি। আমি—

সুধী। বেশী কথা বল্‌বেন না।

মতি। (উঠিয়া উপবেশন করতঃ) ভয় নাই; পাপীর প্রাণ, এত শীঘ্র যায় না। আমি বেশ বল পাচ্চি; এখন আমার সমস্ত কথা বলি।

সুধী। এখন নয়। চলুন, আগে আশ্রয় গ্রহণ করিগে, শেষে সমস্ত শুন্‌বে। আমার সঙ্গে আসুন; (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

বাপী-তট।

(পারিজাতের প্রবেশ)

পারি। এ কথা কি সত্য? প্রত্যয় হয়না মোর।
সর্ব্বেন্দ্র চায়না মোরে! কারে চায় তবে?
নীহারেরে? চাহিলে কি হ'বে, পা'বে কেন।
সর্ব্বেন্দ্র নারিবে কভু ভুলিতে আমারে।
সে দেবতা; হৃদয় তাঁহার, নিরমল
অতি। মোর প্রাণে, দুঃখ-অশনি হানিতে,
পারিবে কি প্রাণেশ আমার? অসম্ভব।
অই যে সর্ব্বেন্দ্র, আসিছে সখীর সনে।
দেখি অন্তরালে থাকি' সর্ব্বেন্দ্রেরে মোর।

(অন্তরালে অবস্থিতি।)

(সর্ব্বেন্দ্র ও নীহারের প্রবেশ)

সর্ব্বেন্দ্র। বৃথা শোকে কেন কর দেহের পাতন?
যদি থাকে বিধির লিখন, অবশ্যই
তাঁর সনে, হইবে মিলন।

নীহার। কিন্তু দেখ,
কত বাধা উপস্থিত তায়। ইচ্ছা তাই,
স্মরি' পতিপদ, তাঁহার উদ্দেশে যা'ব।

সর্ব্বেন্দ্র। একাকিনী কেমনে যাইবে তুমি, তাঁর

অন্বেষণে ? অবলা যুবতী তায়, কত
বিঘ্ন সম্ভবে তোমার। আরো দেখ, চির
সুখাভ্যস্ত শরীর তোমার। বল দেখি,
কেমনে সহিবে তুমি পর্য্যটন-ক্লেশ ?

নীহার। আমার এ সুখে ধিক্, ধিক্ গৃহবাসে !
পতির বিরহ হ'তে, সম্ভবে নারীর
পক্ষে, কি দুঃখ অধিক ? বল দয়া করি',
কোথা' মোর প্রাণনাথ এবে ? সন্ন্যাসিনী
হ'য়ে, তাঁর পদ স্মরি', খুঁজিব নাথেরে।
সহায়তা কর মোর।

সর্ব্বেন্দ্র। তবে কি নীহার,
নরপতি-প্রস্তাবিত-রাজপুত্র-সনে,
করিবেনা তুমি, তব প্রেম-বিনিময় ?

নীহার। তুমি না নাথের সখা ! অসতী কি আমি ?

সর্ব্বেন্দ্র। রাজপুত্রি !
নরেশের দৃঢ়পণ, হয়কি স্মরণ ?
বলে কি কৌশলে, কার্য্য করিবে সাধন।
সেনাপতি-সনে, তব হবেনা মিলন।

নীহার। সে ভিন্ন পা'বেনা কেহ, পতিত্বে আসন।
সতীর সতীত্ব ধন, করিতে হরণ,
কি সাধ্য নরের ; কি ছার কৌশল তার !
নিজ-বাহু-বলে, রাখিব সতীত্ব মোর।
পতি-অনুরাগ, হৃদয়ে করিবে মোর
সাহস-প্রদান, ভুজে অদম্য শকতি !

প্রাণেশের সখা তুমি। তুমিও কি হ'লে
বিমুখ অভাগী-প্রতি ? একমনে কর
সহায়তা মোর। দেখাও জগতী-তলে,
বন্ধুত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ, রক্ষা করি',
স্বীয়-বন্ধু-ভার্য্যার সতীত্ব। শুন কহি,
জ্যেষ্ঠ সোদর সমান, তবোপরি ভক্তি
মোর ; আমি তব কনিষ্ঠ সোদর-সমা।
(সর্ব্বেন্দ্রের কর ধারন করতঃ)
রাখ, ভ্রাতঃ ! রাখ তব ভগ্নীর সম্মান।
পতিসনে মিলাইয়া মোরে, দাও তব
ভ্রাতৃ-স্নেহ-পরিচয়। দেখ, ভ্রাতঃ ! চেয়ে,
বেড়িয়াছে মোরে, বিষম আগুনে। তুমি,
রক্ষা কর এবে, তব ভগ্নীর জীবন।

পারি। (অন্তরালে থাকিয়া স্বগতঃ)
একি, একি দেখি ! সত্য কি তবে সন্দেহ
আমার ? না, না, নীহার, কেমনে ভুলিবে
আপন পতিরে ; সে যে, পতি-ধ্যান-রতা।

সর্ব্বেন্দ্র। (স্বগতঃ) নীহার !
অভাগারে দগ্ধ করে, মদন-দহন।
তোমার পরশে, খেলিছে বিজলী-রেখা,
হৃদয়ে আমার। আমি তব প্রেমাধীন।

নীহার। ভ্রাতঃ !
কেন র'লে অধোমুখে, বাক্যহীন হ'য়ে ?
ভগ্নী-প্রতি হ'ল নাকি, দয়ার সঞ্চার ?

স্বামিন্!
বুঝিনু এখন, তুমি ভিন্ন কেহ নাহি
দুঃখ বুঝে মোর। অরণ্য আমার হেথা।
সবে শত্রু মোর; নাহি হৃদে কোন সুখ।
পতির বিরহ, কত দুঃখ দেয় প্রাণে।
কারে ক'ব মনোব্যথা, কে আছে আপন?
কে হ'বে ব্যথার ব্যথী, কাছে নাই পতি।
কেউত দুঃখিনী-পানে, নাহি চায় ফিরে।
সহায়বিহীনা হেথা একাকিনী আমি;
একাকিনী থাকি, একাকিনী কাঁদি, নাহি
কেহ, সান্ত্বনা করিতে; দুঃসহ শোকেতে,
বিরহ-আঘাতে, কাঁদি দিবানিশি, বসি'
মনোদুঃখে; কেহ, দেখেও দেখেনা তাহা।
যতদিন পতি-সনে, নাহয় মিলন,
তাঁহার সন্ধানে র'ব, গৃহে নাহি যা'ব। (প্রস্থান)

সর্ব্বেন্দ্র। নীহার!
তুমিকি বুঝিবে বল আমার বেদনা;
ইচ্ছা ছিল, খুলি' হৃদয়ের দ্বার, আজি
কহিব মনের কথা; দেখা'ব তোমারে,
হৃদয়ের চিত্রপটে, প্রেম-লেখনীতে,
তব মূর্ত্তি, কেমন এঁকেছে ফুলবাণ।
কিন্তু তুমি নির্দ্দয়পরাণে, নাহিদিলে
অবসর; কতদিন জ্বলিব এভাবে?

(পারিজাতের অগ্রবর্ত্তিনী হওন।)

শিশুকাল হ'তে, তবরূপ সুধা-পানে,
তৃপ্ত এ হৃদয়. নীহার আমার বই
আর হবে কার। নীহার আমার ধন।

পারি। দুঃখিনী দাসীরে নাথ! পড়ে কিহে মনে?

সর্ব্বেন্দ্র। পারিজাত!
ভালবাস তুমিকি আমারে? যথার্থকি
অভাগার তরে, কাঁদে তব প্রাণ? কহ
পারিজাত! দাও মোর প্রশ্নের উত্তর।

পারি। প্রাণেশ্বর!
নিয়ে এস সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ।

সর্ব্বেন্দ্র। কেন, কেন?

পারি। হৃদয় বিদারি' দেখাব তোমারে আজি,
ভালবাসি কিনা তোমারে, প্রাণেশ! ইহা
বই, অন্য কিছু নাহি মোর, দেখাইতে
প্রেম। মুখেব্যক্ত নাহি হয় ভালবাসা।
তোমারে দেখিলে, সকল ইন্দ্রিয়-বৃত্তি,
একত্র হইয়া, প্রবেশে নয়নে মোর।
ভালবাসি কিনা মুখে কেমনে কহিব?

সর্ব্বেন্দ্র। (স্বগতঃ)
আহা, পারিজাত! কেন তুমি মজেছিলে
অভাগার প্রেমে? কেনবা নীহার, মোর
নয়ন ধাঁধিয়া, সাজিল রূপের সাজে
কেন পারিজাত, হ'লনা নীহারমত?

পারি। নাথ!

কেন তুমি র'লে অধোমুখে ; ভালবাসা
মোর, প্রীতিকর নহেকি তোমার ?

সর্ব্বেন্দ্র। প্রেম,

বড়ই অমূল্যধন। স্বার্থহীন প্রেম
জগতে বিরল। যদ্যপি তোমারে আমি,
ভাল নাহি বাসি, তবু কি পূর্ব্বের মত,
ভালবাসিবে আমারে ?

পারি। কেন না বাসিব ?

পুরুষের মত, নারী নাহি জানে ছল।
আমার নয়নে, তোমাতে জগত স্থিত।
তুমি নও জগতের মাঝে ; যদি হই
জগত বিদ্বেষী, তোমারে ভুলিব তবে।

সর্ব্বেন্দ্র। পারিজাত!

তব প্রেম-প্রতিবিম্ব করিতে গ্রহণ,
উপযুক্ত নয় মোর মলিন হৃদয়।

পারি। তুচ্ছভরে ঠেলিওনা দাসীর প্রণয়।

তোমার তুলনে, অতি তুচ্ছ প্রেম মোর,
তবু নাথ! তাহা মোর সকল সম্পদ।

সর্ব্বেন্দ্র। (স্বগতঃ) ধিক্ মোর প্রাণে; শত ধিক্ মোর প্রেমে!

কেন পারিজাতে, দিয়েছিনু প্রেমাশ্বাস ?
কেন পূর্ব্ব হ'তে, প্রকাশ করিনি মোর
হৃদয়ের কথা ? হায় আমি কি নিষ্ঠুর!

(প্রকাশ্যে) পারিজাত!
পরীক্ষা করিব আজ প্রণয় তোমার।

পারি। পরীক্ষা! প্রেম-পরীক্ষা?

নরেন্দ্র। প্রেম-পরীক্ষা।
সত্য যদি, অভাগারে ভালবাস তুমি,
সত্য যদি, মোর সুখে, সুখী তব প্রাণ,
তবে বল পারিজাত! তোমার একটী
কথা, অনিৰ্ব্বচনীয় সুখ দিবে মোর
প্রাণে।

পারি। (কম্পিত স্বরে) দেখিলে যাঁহারে, পাশরি জগত;
যাঁর মুখে হাসি দেখে, পাই স্বর্গ সুখ,
যাঁহারে চিন্তিত হেরি', ফেটে যায় বুক,
তাঁর সুখ-তরে, কি আছে অকথ্য মোর?
যাহা বলাইবে তুমি, তাহাই কহিব।

নরেন্দ্র। পারিজাত!
বল তবে, শীঘ্র বল, সরল হৃদয়ে,
আজি হ'তে তুমি, নিঃস্বার্থ হৃদয়ে, ভাল-
বসিবে আমারে; ভুলে যা'বে পূর্ব্বকথা।

পারি। নাথ!
রুদ্ধ মোর বাক্য-দ্বার; হৃদয়ে বহিছে
প্রবল ঝটিকা, অন্ধকার হেরি সব।
উল্কাপাত, বজ্রাঘাত হ'তেছে চৌদিকে।

নরেন্দ্র। পারিজাত!
ভালবাসা এই কি তোমার?

পারি। কি নিষ্ঠুর!
বড়ই নির্দ্দয় তুমি।

সর্ব্বেন্দ্র। দানব সমান।
নির্দ্দয় পিশাচ, আমি মহাপাপী। কেন
দুঃখ পা'বে, ভালবেসে এহেন পিশাচে?

পারি। পিশাচ, দানব হও, কিম্বা মহাপাপী,
ভালবাসিব তোমারে। তোমার চরণে,
দিব প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি। মার, কাট, যাহা
ইচ্ছা কর, তোমারে বাসিব ভাল, বাঁচি
যতদিন। তোমারে পতিত্ব-পদে, দিব
প্রেমাসন। তোমার মিলনে, সুস্থ প্রাণে,
অনন্ত নরকে বাস, বাসনা আমার!

সর্ব্বেন্দ্র। (স্বগতঃ) এসব সম্ভব হ'ত, নীহার যদ্যপি,
রূপের গৌরবে, মুগ্ধ না করিত মোরে।
(প্রকাশ্যে) পারিজাত!
প্রেম তব, সুধু দহিতে আমার প্রাণ।
পা'বেনা আমায়, কিন্তু আজি হ'তে আমি,
ভাসিলাম দুঃখ-পারাবারে, পারিজাত!
তুমিই নিদান তার। ডুবা'লে আমার
প্রাণ, বিষাদ-সাগরে; কি ফল তোমার
ইথে? আজি হ'তে, দেখা নাহি হ'বে আর।
(গমনোদ্যত)

পারি। দাঁড়াও, নির্দ্দয়!

সর্ব্বেন্দ্র। আর কেন, পারিজাত?

পারি। চাহিনা হইতে তব দুঃখের নিদান।
মজেছি, মজিব নিজে, কেঁদেছি, আমিই
কাঁদিব জীবন ভরে' ; আমারি হৃদয়ে,
জ্বলুক অনন্ত পাবক। চাহিনা নাথ !
না, না, সর্ব্বেন্দ্র ! চাহিনা দুঃখদিতে আমি,
তব কোমল হৃদয়ে। "ভাল নাহি বাসি",
কহিলে যদ্যপি, তুমি থাক চির সুখে,
তবে সর্ব্বেন্দ্র ! তা—হা—ই ; কিন্তু মাঝে মাঝে,
না দেখে' তোমারে, নারিব থাকিতে আমি।

সর্ব্বেন্দ্র। পারিজাত !
যথার্থ প্রেমিকা তুমি ; বিদায় এখন।
(প্রস্থান)

পারি। (সরোদনে) বুঝিলাম এতদিনে প্রেমেতে গরল।
হলাহলে পূর্ণ হ'ল হৃদয় আমার।
এ সংসার কারাগার এবে মোর কাছে।
ছিঁড়েছে আশার তন্তু, ভেঙ্গেছে হৃদয়।
আজি হ'তে একাকিনী সংসার-কাননে।
আজি হ'তে সকলি অসার মোর। ঘোর
ঘনাচ্ছন্ন মোর জীবন-অম্বর। প্রাণ
আছে, সংজ্ঞা নাই ; চক্ষু আছে, দৃষ্টি নাই ;
দৃষ্টি আছে, দৃশ্য নাই ; র'য়েছে রসনা'
কিন্তু বাক্‌শক্তি হীনা ; রয়েছে হৃদয় ;
সুধু নৈরাশ্যের জ্বলন্ত পাবক, লোল
জিহ্বা প্রসারিয়া জ্বলিছে সেথানে। কোথা'

যাঁ'ব ? সকলি কানন ;—সংসার শ্মশান।
যাই, যেখানে শমন, সেই স্থানে যাই।
যাই, যথা' নাই নিরদয় সর্ব্বেন্দ্রের
মত ; যাই, যথা' কলঙ্কিনী নীহারের
মত, স্বীয় কামবৃত্তি চরিতার্থ করি',
না করে সতীর শিরে অশনি-নিপাত

(বেগে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

কাশী মণিকর্ণিকা ঘাটের একপার্শ্ব।

(সুধীরাও ও বিবেকসখার প্রবেশ)

বিবেকসখা। কুমার!
অশ্রুমালা ভরে, নাহি কোন ভয়। তার
হৃদয়ে এখন, জ্বলিছে শোকের বহ্নি ;
তাই তারে পাঠায়েছি গুরুর আশ্রমে।
প্রকৃতির চারুশোভা, নিরখি' তথায়,
নিশ্চয় হইবে কিছু শোকের লাঘব।

সুধী। বড় কষ্টে গেছে মন্ত্রীর জীবন। যবে,
মোর মনে হয় তাঁহার মরণ, শেষ
অনুতাপপূর্ণ, তাঁর আক্ষেপ-বচন,
নিজ পাপকর্ম্ম স্মরি' আপন ধিক্কার,
আসন্ন সময়ে, দীনভাবে, তাঁর সেই
ক্ষমার প্রার্থনা, বড় কষ্ট হয় প্রাণে।

সজল নয়নে চেয়ে, অশ্রুলতা-পানে,
ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল যখন, "কি ভয় মা!
রহিল কুমার ভ্রাতা তব, তুমি এর
স্থানে স্নেহ পা'বে সোদর সমান"; ইহা
কহি', মোর করে ধরি', কহিল কাতরে,
"চলিনু এখন, বৎস! র'ল ভগ্নী তব;
অল্প কালে পতিহীনা, দেখ' তারে তুমি"।
উহুঃ—সেই মুখ, সেই অন্তিমের কথা,
এখনো আমার ক'রে হৃদয়ে পীড়ন।
ওদিকে, জননী দুঃখে, আত্মহারা হ'য়ে,
উন্মাদিনী প্রায়; আমার আশায়, কোল
পাতি', আছে বসি'। সংসার দুঃখের মূল।

বিবেকসখা। সকলি অনিত্য ধরাতলে; চিরস্থায়ী
কিছু নয়। অনুতাপানলে, মন্ত্রী করি'
ভস্মীভূত স্বীয় দুষ্কৃতির ফল, এই
পুণ্যক্ষেত্রে ত্যজি' নশ্বর জীবন, গেছে
অনন্ত অক্ষয়ধামে। তাঁর তরে, কেন
বৃথা শোক? জননী তোমার, কোলে পেয়ে
হারানিধি, পাশরিবে সকল যন্ত্রণা।

সুধী। অনাথিনী হ'য়ে, অশ্রুলতা ভাসিতেছে
দুঃখ-পারাবারে। কিছু নাই, যাহে হ'বে,
তার হৃদে শান্তির স্থাপন।

বিবেকসখা। তব স্নেহ
আছে তার সান্ত্বনার স্থল।

সুধী। শিশুকাল
হ'তে, স্নেহ করি তারে সোদরা-অধিক।
বড়ই স্নেহের সে আমার ; আমিও কি,
তার এই জ্বলন্ত পাবক, নিবারিতে
হইব সক্ষম ?

বিবেকসখা। সময়ে সকলি হ'বে।
বিলম্ব করিতে নারি। উপদেশ মোর,
হ'ওনা বিস্মৃত। আগামি-প্রত্যূষে তুমি,
নিশ্চয় যাইও মোর নির্দ্দিষ্ট স্থানেতে।
সুসজ্জিত বাজী রহিবে তথায় ; মোর
উপদিষ্ট অনুচর রহিবে তোমার
তরে ; আজ্ঞাধারী হ'য়ে, তবাদেশ যত,
পালিবে যতনে।

সুধী। নিশ্চয় যাইব, দেব !

বিবেকসখা। চলিনু এখন আমি।

সুধী। বন্দিছে কিঙ্কর,
তব চরণ যুগল।

বিবেকসখা। দীর্ঘজীবী হও বৎস ! (প্রস্থান

সুধী। (উদ্দেশে) মাতুল !
তোমার অন্তরে ছিল এমন গরল !
ছি, ছি ! রাজত্ব কি এতই সুখের, যার
লালসায়, পৈশাচিক-বৃত্তি আলিঙ্গনে,
নির্দ্দোষ-হৃদয়ে দিলে, এতেক লাঞ্ছনা ?
উন্মাদিনী বৎসলা জননী। হায় ! তাঁর

রোদনের ধ্বনি, বিদারি' আকাশ-বক্ষ,
স্বর্গ-দ্বার করে আলোড়িত। প্রবঞ্চনা
তব, প্রেত মূর্ত্তি ধরি', পশ্চাতে ফিরিবে।
অনায়াসে পারি, যথোচিত প্রতিদান,
করিতে বিধান; কিন্তু গুরুজন তুমি।
যে রোদনে ধর্ম্মাসন হয়েছে কম্পিত,
তাহাই বিহিত শাস্তি' করিবে বিধান।
(দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) প্রাণেশ্বরি!
বেশী দিন আর, সহিতে হ'বেনা তব
বিরহ-যন্ত্রণা। বিধির কৃপায়, প্রায়
অবসান আমাদের দুঃখের যামিনী।
তব মূর্ত্তি গাঁথা মোর মরমে মরমে।
প্রত্যেক শিরায়, শোণিত-প্রবাহ-সনে,
তব প্রেম-স্রোত হয় প্রবাহিত। হৃদি
স্থিত বীণা-তন্ত্রী, কোমল সুতানে বাজে,
স্মৃতির আঘাতে। তব প্রেম-সুধাপানে,
সঞ্জীবিত, দগ্ধপ্রায় জীবন-বিটপী।
যে দারুণ হলাহল, দহিতে আছিল
মোরে, প্রিয়ে! লাবণ্য-মাধুরিময়, তব
রূপ-অমৃত-ভাণ্ডার, ধ্যান-মুখে যদি
নাহি করিতাম পান, নিশ্চয় মরণ
মোর, হ'ত এতদিনে। তুমি মোর প্রাণ।

(উদাস্তের প্রবেশ।)

উদাস্ত। (স্বগতঃ) এও কি খুঁজে মিলে? প্রেমের নাগর

নিয়ে, কোথায় চলে' গেছে তার ঠিকানা করা কি বড় সহজ ব্যাপার? ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে তো এখানে এসে পড়েছি; দেখি, যদি ভাগ্যক্রমে সন্ধান কর্‌তে পারি, পুরস্কারের টাকাটা ভাগ্যে লেগে যা'বেই যা'বে। সঙ্গে সঙ্গে পারিজাতকেও খুঁজতে পার্‌বো।

সুধী। ইনি সেই রাজ সখা নয়? সেইরূপই দেখ্‌ছি। দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছে? (কাছে গিয়া) কি মশায়! চিন্তে পাচ্চেন কি?

উদাত্ত। (স্বগতঃ) এযে সেই যাদুকর বেটা; বাবা, ভুতের হাত এড়ান যায়, তবু এর হাত এড়া'বার সাধ্য নাই!

সুধী। কি আমায় চিন্‌তে পাচ্চেন না?

উদাত্ত। (মাথা চুলকাইয়া) হ্যাঁ চিনেছি বইকি।

সুধী। আপনি অমন কচ্চেন কেন?

উদাত্ত। অনেক দিন পরে আপনার সঙ্গে সাক্ষাত্‌ হ'ল, কোথা দুট মিষ্টি কথা বলব, তানয় একটা অশুভ সংবাদ,—

সুধী। (ব্যস্ত হইয়া) অশুভ সংবাদ? সেকি! নীহার কেমন—

উদাত্ত। অই ঠিক ধরেছেন্।

সুধী। মশায়, কি হ'য়েছে শীঘ্র বলুন।

উদাত্ত। বেশী কিছু নয়, পালিয়েছে।

সুধী! নীহার পালিয়েছে!

উদাত্ত। একাকিনী নয়, প্রেমের নাগর নিয়ে।

সুধী। সে কি মশায়?

উদাত্ত। আর মশায়; সর্ব্বেন্দ্র কি কম বাহাদুর ছেলে! রাজপুত্রীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে, দিব্যি পটিয়ে, দুজনেই গাঢাকা দিয়েছে।

সুধী। (স্বগতঃ) তবে বুঝি সখা, প্রিয়তমাকে নিয়ে আমার উদ্দেশে বেড়াচ্চে। (প্রকাশ্যে) মশায়, কিছু বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

উদাত্ত। বুঝা'ব আর কি ছাই মাথামুণ্ডু। আপনি চলে' আস্‌বার পর, সর্ব্বেন্দ্র, রোজ দুবেলা যাওয়া আসা কর্‌তো। ক্রমে শুনলুম্ রাজপুত্রী সর্ব্বেন্দ্রকে চায়। সকলেরি মত হ'ল। কিন্তু রাজা আমাদের, কোন মতেই রাজপুত্রের সঙ্গে ভিন্ন মেয়ের বিবাহ দিবেন না। মন্ত্রী কত বুঝালেন, কিছুতেই নয়। অবশেষে দুজনে পরামর্শ করে ডুব্‌ দিয়েছে। আর আমরা ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়াচ্চি।

সুধী। (স্বগতঃ) বিশ্বাস হয় না। নীহার কি কলঙ্কিনী? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, পারিজাত—

উদাত্ত। তার কথা বল্‌তেও কান্না পায়। তার দশা দেখে' বনের পাখীও না কেঁদে থাক্‌তে পারে না। তার অবস্থা অতি শোচনীয়।

সুধী। সত্য কি এ সব কথা? বল প্রভু দয়া
করি'; প্রাণ হ'তেছে ব্যাকুল। কলঙ্কিনী
নীহার আমার! বিশ্বাস না হয় মোর।

উদাত্ত। আমি কি সব মিথ্যা বলেছি? বিশ্বাস না হয়, সেখানে চলুন, সব জান্‌তে পার্‌বেন। (স্বগতঃ) অর্দ্ধেক সত্য, অর্দ্ধেক মিথ্যা ত বলেইছি।

সুধী। না, আর জান্তে চাই না, যথেষ্ট জেনেছি; যা জেনেছি, তাতেই চিরকাল দাহন কর্‌তে পার্‌বে।—উঃ এই কি শেষ পরিণাম! (প্রস্থান)

উদাত্ত। গেলে না, ভালই হ'ল। গেলে হিতে বিপরীত হ'ত।

সবে জানে রাজপুত্রী সেনাপতির বিরহেই পা ঢাকা দিয়েছে; কিন্তু এদিকে তলে তলে যে সর্ব্বেন্দ্র আবার সিঁদ কেটেছে, তা কেউ জানেনা। এক জানি আমি, আর জানে পারিজাত। সর্ব্বেন্দ্রের বাহাদুরি আছে বটে। আমি একটা বাগা'তে, চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ ক'রেও কিছু কর্‌তে পাল্লুম না, আর সে টপ্ করে হুটুট বাগালে! আমার চেহারাখানা কি সর্ব্বেন্দ্রের চেয়ে খারাপ? এখন পারিজাতকে পেলেই যাহ'ক্ দেশে ফিরে যে'তে পাত্তুম্। দিন কতক দেখ্‌তে হচ্চে। নানা-স্থানও ত দেখা হ'বে। এবার পেলে, ঠিক বাগা'ব। এখন যাই। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

বন বিভাগ।

(ক্লান্ত পদে নীহারবালার প্রবেশ)

নীহার। পর্য্যটনে অবসন্ন সকল শরীর।
চরণ অবশ মোর নিয়ত ভ্রমণে।
কোথা' পতি! দাসী প্রতি, কেনহে নিদয়?
তোমার সন্ধানে, ভমি নানা স্থানে, নাহি
পাই তোমার সন্ধান; কোথা' আছ নাথ!
দেখা দাও মোরে, পাশরি' দাসীরে, প্রাণ
ধরে', রয়েছ কেমনে? বিরহ-অনলে,
দগ্ধ হই দিবানিশি। অশ্রুজলে ভাসি',
নাথ, নাথ বলি সুধু ঘুরিয়া বেড়াই।

দেখা নাহি পাই নাথ ! কোথাও তোমার।
ক্রমেই শরীর যেন হ'তেছে বিবশ।
নির্জ্জন এস্থান ; নির্ব্বিঘ্নে বিশ্রাম যোগ্য।
হেথা-শ্রান্তি করি দূর। এবিজন বনে,
নারীর সহায় দেব তুমি দয়াময় !

(শয়ন ও নিদ্রা)

(সর্ব্বেন্দ্রের প্রবেশ)

সর্ব্বেন্দ্র। এতদিন যার তরে, বিকল হৃদয়ে,
ভ্রমণ করিতে ছিনু, নানা জনস্থানে,
মিলাইল বিধি আজ তারে ; শুভক্ষণে
এসেছিনু এবন-বিভাগে। অভিভূতা
অঘোর নিদ্রায়। অই কোমল শরীরে,
সহিবে কেমনে এত পর্য্যটন-ক্লেশ !
নীহার !
নিঃশঙ্কে ঘুমাও তুমি ; এই প্রেমাধীন,
রক্ষিবে তোমারে এই জনহীন স্থানে।

(পুরুষ বেশে পারিজাতের প্রবেশ)

কে তুমি যুবক ! একাকী এবনভূমে ?

পারি। চিনিতে নারিবে। সকল কুশল তব ?

সর্ব্বেন্দ্র। একি পারিজাত ! তুমি ? কেন এই বেশ ?

পারি। তুমি দিয়েছ এবেশ। সেবেশ দেখিলে,
পাছে ব্যথা পাও প্রাণে, তাই এইবেশ।
কোন কষ্ট হয়না ত এখন তোমার ?
নীহার বাসেত ভাল আমার অধিক !

সর্ব্বেন্দ্র। নতুবা জীবিত হেরিতেকি মোরে এবে।
অই দেখ পথক্লান্তে নিদ্রিতা প্রেয়সী।

পারি। উঃ রাক্ষসী, আমার চক্ষের শূল। সুখী
হ'ল প্রাণ, শুনি' তব সুখের কাহিনী। কিন্তু
না,না, মন্ত্রিপুত্র! বিদায়, বিদায় এবে

(বেগে প্রস্থান)

সর্ব্বেন্দ্র। বড় মিষ্ট কথা গুলি এর ; কিন্তু তাহা
অতি তুচ্ছ, নীহারের কথার তুলনে।
যে জন জীবনে কভু দেখেনি নয়নে,
নন্দন-কানন-শোভা-মন্দার-কুসুম,
সে মজে সৌরভ হীন বাসন্তি কিংশুকে।
যে জন গাহন করে প্রস্রবণ-নীরে,
কূপবারি তার প্রাণ তুষিবে কেমনে!
অই পুনঃ বীর-বেশে কে আসিছে হেথা ?

(সুধীরাওর প্রবেশ)

(স্বগতঃ) একি, সখা! সর্ব্বনাশ, কি উপায় এবে ?

সুধী। (স্বগতঃ) একি, এ যে সর্ব্বেন্দ্র এখানে! অধোমুখে
কেন ? মোরে হেরি' ? তবে বুঝি যথার্থই
উদাস্তের কথা! লজ্জিত তাইতে সখা,
আমারে নেহারি'। (প্রকাশ্যে) সখে! অধোমুখে কেন ?
জানি আমি সব ; পরিহর লজ্জাতব।
কুশলত সব ?

সর্ব্বেন্দ্র। অজিত! তুমি এখানে ?

সুখী। নীহার কলঙ্কিনী।
সে তোমার প্রেম ভিখারিণী।

সর্ব্বেন্দ্র। চুপকর
সখে ! কলঙ্কিনী কহিওনা তারে। বড়
ভাল বাসি নীহারেরে। নীহার স্বর্গের
দেবী আমার হৃদয়ে। শুন তবে সখে !
কহি আজ হৃদয় খুলিয়া। শিশু কালে,
একত্রে খেলেছি নীহারের সনে। তারে
বসিতাম ভাল ; সেও বিনিময়ে ভাল
বাসিত আমারে। কিন্তু নাহ'তে বিকাশ
সেই প্রেমের আভাষ, স্ফুটন-উন্মুখ
যবে, অকস্মাত্ সখে ! তব রূপরাশি,
আকর্ষিল মন তার রক্ষিয়া আমায়।
বিধির বিপাকে, হইলে বিচ্ছেদ তব
সনে, রাজসুতা, আকুলা হইল দুঃখে।
নিত্য গিয়ে প্রবোধ দিতেম তারে ; কিন্তু
প্রবোধ বচনে, নাহি হ'ত শান্তি তার,
সর্ব্বদা দর্শনে আর মধুর আলাপে,
ফিরিল প্রেমস্রোত তার ; বহিল অন্য
দিকে ; জলস্রোত যথা বাধা পেয়ে অন্য
দিকে হয় প্রবাহিত ; হৃদে তার পূর্ব্ব-
প্রেম হল জাগরিত। ক্ষম মোরে সখে !
মনের চাঞ্চল্য নাপারিনু সম্বরিতে ;
হৃদয় ভাসায়ে দিনু নীহারের প্রেমে।
ওই রাজবালা, ভূমে রয়েছে শয়ানা।

(স্বগতঃ) ওকি নীহার, না সুধু প্রেতমূর্ত্তি তা'র?
(প্রকাশ্যে) প্রেমিক প্রেমিকা কেন অরণ্যে এখন?
যেবাধা তোমার হ'ল মিলনে কণ্টক,
সেবাধা, আমারো প্রেমে, হ'ল অন্তরায়।
তাই রাজ্য ত্যজি', চলিয়াছি অন্যস্থানে,
প্রেম-সুখ-তরে; প্রেমে সকলি সম্ভবে।

সুধী। নীহার হ'য়েছে তব হৃদয় তোষিণী;
বিরহ দিয়েছে সঁপে' কলঙ্কের হাতে?
কলঙ্কিনী সেই, যা'রে বাসিতাম ভাল!
মোর হৃদয়ের এক ধার, ছিন্ন হ'ল
আজ। শতদুঃখ-মাঝে, ছিল যেই সুখ,
সমূলে নির্ম্মূল তাহা হ'য়েছে আমার।
সখে! কি দোষ তোমার? অধমেরে রেখ
মনে। উদাস এ প্রাণ; বিদায় এখন।

(প্রস্থান)

সর্ব্বেন্দ্র। শশীতে কলঙ্ক আছে, কমলে কণ্টক;
লবনাক্ত জলনিধি জল, কি আশ্চর্য্য
তবে, প্রবঞ্চনা বিষ থাকিবে সখ্যেতে।
যাই, এবে নীহারের কাছে বসি', তার
মধুর মুরতি খানি হেরি প্রাণভরি'।
(নীহারের নিকট উপবেশন করতঃ) নীহার!
আমি কি ভালবাসিনা তোমারে? অধম
যত ভালবাসে, পারিবেনা আর কেহ
বাসিতে তেমন। তোমারে লভিতে, কত

করেছি যতন। শিশুকাল হ'তে যদি
ভালবেসে থাকি, কাহারে জগতে, তবে
সে তুমি নীহার ; কোন বস্তু করে' থাকে
মনে প্রতিদান, সে তব রূপের ছটা।

(অলক্ষ্যে একধারে সুধীরাওর প্রবেশ)

সুধী। উঃ নীহার বিশ্বাসঘাতিনী, কলঙ্কিনী !
এই মায়াবিনী-প্রেমে, ভুলেছিনু আমি !
দেবী ভেবে, রাক্ষসীরে দিয়েছিনু প্রাণ !
অই শয়ানা রাক্ষসী, সৈরিন্ধ্রী পিশাচী।
এই শেষ দেখা ; পূর্ব্বের আবেগ ভরে,
প্রাণ মোরে এনেছে টানিয়া। যাই, এক
বার শেষ দেখা, দেখে' যাই তা'রে, যা'র
প্রেমে, এত দিন ভুলেছিনু এসংসার।

সর্ব্বেন্দ্র। পাগল হয়েছি আমি ওরূপ নিরখি'।

নীহার। (স্বপ্নযোগে) নাথ ! যেওনা দাসীরে ত্যজি'।

(আবেগে উপবেশন করতঃ সর্ব্বেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া)

কেন সখি !
কেন তুমি ছেড়ে দিলে, প্রাণনাথে মোর ?

সুধী। ধিক্, ধিক্ ! তোরে আর চাহিনা দেখিতে। (প্রস্থান)

নীহার। একি ! কোথা' আমি ? তুমি কে ; সর্ব্বেন্দ্র ? তুমি
কেন এসেছ এখানে ?

সর্ব্বেন্দ্র। তোমার উদ্দেশে।

নীহার। আমার উদ্দেশে ! কেন পিতার আদেশে ?

যাও ফিরি' বলগে পিতারে, নাহি আর
জীবিত নীহার।

সর্ব্বেন্দ্র   তব পিতার প্রেরিত
নই। মনের আদেশে, তব প্রেম-আশে,
এখানে এসেছি প্রিয়ে ! তোমার উদ্দেশে।

নীহার। এ কি কথা ! সর্ব্বেন্দ্র কি তুমি ! প্রাণেশের
সখা তুমি, এই বুঝি দিলে তার পরিচয় ?

সর্ব্বেন্দ্র। তব ওমুখ নেহারি', বন্ধুত্ব-বন্ধন,
করেছি ছেদন। ধর্ম্মে দিয়ে জলাঞ্জলি,
বিশ্বাসে, কৃতঘ্ন হ'য়ে, করেছি বিনাশ।
পারিজাতে তেয়াগিয়া, কোমল প্রাণের
আশা ,করেছি নির্ম্মূল। তোমার বিহনে,
ধরাতল বোধ হয় শ্মশান-সমান।

নীহার। তুমি কি মানুষ, না শুধু মানবাকারে,
অত্যাচারী পশু ?

সর্ব্বেন্দ্র।   তোমারে বাসিলে ভাল
যা'হয় সম্ভব। দেখ, আকিশোর, আমি
ভালবাসি তোমারে নীহার। এজীবনে,
যদি তৃপ্ত হ'য়ে থাকে কভু এ হৃদয়,
সে তোমার বাক্য-নীর-পানে। তোমাবই
জানিনা জগতে। ছিল জ্ঞান, প্রতিদান,
যথোচিত পা'ব তব কাছে ; কিন্তু হায়,
সে আশায়, হ'য়েছি বঞ্চিত ! ভেবেছিনু,

তব আশা তেয়াগিব ; অসাধ্য আমার
তাহা।

নীহার। জান তুমি পরিণীতা আমি ? কোন্
প্রাণে তুমি, প্রেম ভিক্ষা চাও মোর কাছে ?

সর্ব্বেন্দ্র। পরিণীতা তুমি ! কেন চাও প্রতারিতে
মোরে ? কা'র সনে, কবে, হ'ল পরিণয় ?
স্বধু মুখের কথায়, পতিপত্নী-ভাব
নাহি হয়। অভাগারে কর'না বঞ্চিত।

নীহার। জানিতাম আগে বড় ধার্ম্মিক তোমারে ;
কিন্তু আজ, তব কথা শুনি', মনে হয়
কত ঘৃণার উদয়।

সর্ব্বেন্দ্র। তুমি কি বুঝিবে
ব্যথা মোর ? রাজ-বালে ! নাহি জান তুমি,
কি আগুনে জ্বলে এ অন্তর ; রূপরাশি
তব, পাগল করেছে মোরে। দেখ মনে
করি', বাল্যকালে মোরা দুইজনে মিলি'
একত্রে খেলেছি। তোমারে হেরিলে, সুখী
হ'ত প্রাণ ; ভুলিতাম সংসারের জ্বালা।
তদবধি তব পদে, বিকা'য়েছি মন।
জানিতাম যদি সে সময়, ভালবাসি'
তোমারে নীহার ! পশ্চাতে বঞ্চিত হ'ব,
তব প্রেমলাভে, স্বাধীন হৃদয়ে, বাল্যে
নাহি করিতাম খেলা। ধেয়ে তব কাছে,
নাহি যেতাম তখন। তুমি ভালবাস

অজিতেরে, আমি বিদিত সে সব ; তাই
ভুলিতে তোমারে, কত করেছি যতন ;
কিন্তু পারিনি নীহার ! স্বপনে তোমার
এই রূপরাশি, নিদ্রার গাঢ় তিমির,
করে আলোকিত ; তখন নিরখি' তব
সহাস্য আনন, ব্যগ্রভাবে যাই, দিতে
প্রেম-আলিঙ্গন, নিদ্রা অমনি পলায়
দূরে ; মনঃক্লেশে জাগিয়া পোহাই নিশি ।
জেনেছি, তোমারে নারিব ভুলিতে। দগ্ধ
হয়ে' তব বিরহ-পাবকে, আসিয়াছি
কাননে, নীহার ! রাখ প্রাণ প্রেমদানে।
বল, শুনি তবমুখে, ভালবাস মোরে।

নীহার। তোমারে সোদর-মত ভালবাসি আমি।

সর্ব্বেন্দ্র। কেন বাড়াও যন্ত্রণা মোর ? প্রিয়বলে'
দাও স্থান দাম্পত্য প্রণয়ে।

নীহার। ধিক্ ধিক্
তব রসনায় ! অনুতাপানলে, কর
সংশোধিত তব কলুষ মানস। কত
ভালবাসে পারিজাত, সর্ব্বেন্দ্র ! তোমারে।
কেমনে তাহার শিরে হানিয়াছ বাজ ?

সর্ব্বেন্দ্র। তব রূপ, উত্তেজিত করে মোরে। তব
প্রেম-তরে, যদি হয় প্রয়োজন, কোন্
ছার পারিজাত, শত রমণীরে, পারি
দুঃখ-নীরে ভাসাইতে ! যদ্যপি স্বেচ্ছায়

নাহি কর প্রেমদান, পুরাইব স্বীয়
বাঞ্ছা বলে কি কৌশলে।

নীহার। কি শক্তি তোমার
প্রকাশি' পাশব বল সতীত্ব নাশিতে ?

(ছুরী বাহির করতঃ)

এই দেখ তবে, রমণীর মহা অস্ত্র।
সতী প্রতি ব্যভিচারি-হৃদয়ে পশিতে,
হয়না কুণ্ঠিত ইহা। নিজ প্রাণে থাকে
যদি বিন্দুমাত্র মায়া, সা'বধান তবে। (প্রস্থান)

সর্ব্বেন্দ্র। মূঢ়া তুমি ; প্রেমাকাঙ্ক্ষী ডরেকি ইহারে ?
কমল তুলিতে যেই হয়েছে প্রয়াসী,
ডরেকি কখনো সেই কণ্টক-আঘাত ?

(পশ্চাতে প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গিরিতল।

আশ্রম সন্নিবিষ্ট ফুলের বাগান।

(পুষ্পমঞ্চে পুষ্পাভরণা নীহার ও তৎপার্শ্বে অশ্রুমালা।)

নীহার। দিদি!

একি তব সাধ; কি কাজ আমার এত

ফুল-আভরণে? দীনভাবে পতি-পদে

করিব প্রণাম; তাতেই আনন্দ মোর।

অশ্রু। ভগ্নি!

রাজার দুহিতা তুমি রাজার বনিতা,

বহুদিন পরে, হ'তেছে মিলন তায়।

বিনা আভরণে, দুঃখিনীর মত, বল,

কেমনে পতির পাশে বসিবে এখন?

আমি বোন! নিতান্ত দুখিনী; বিনা এই

ফুল-আভরণ, কোথা' পা'ব স্বর্ণ, হীরা?

থাক সতি! পতি-আশে বসিয়া এখানে। (প্রস্থান)

নীহার। আহা, দিদি মোর কেমন সরল! মোর

প্রতি কত ভালবাসা তাঁর। শুভক্ষণে

হয়েছিল দেখা। জানিনা, মা বিনা আর,
হেন স্নেহ কে করেছে দুঃখিনী নীহারে।

গীত।

সম ব্যথার ব্যথী যে সে বুঝে বেদনা ভাল।
দেখিলে অমনি ঝরে দর দর অশ্রুজল॥

(সুধীরাওর প্রবেশ)

সুধী। রম্য এই গিরিতলে, বিচিত্র উদ্যানে,
কে গাহিল গান ? কা'র সুকোমল তান,
উছলি' বহিয়া যায় সমীরণ-সনে,
সুদূর পর্ব্বত-মাঝে ? কা'র হৃদয়ের সুধা,
সঙ্গীত-লহরী-সনে হইয়া মিলিত,
সংসারীর দগ্ধ প্রাণ করে সুশীতল ?

নীহার। গীত।

শুনিয়া ব্যথীর ব্যথা, মনে তা'র লাগে ব্যথা,
ভাবিয়া আপন ব্যথা, মনে কত বাসে ভাল॥

সুধী। কে যেন হৃদয়ে পেয়ে দারুণ আঘাত,
গাহিছে দুঃখের গাঁথা ধীরে ধীরে ধীরে।
কে যেন টানিছে মোর হৃদ তন্ত্রী-ধরি'।
কে গাহিল গীত ? একি ! কে অই যুবতী,
সাজি' নানাবিধ ফুলে, উচ্চ পুষ্পমঞ্চে
বসি', চেয়ে মোর পানে ? একি বনদেবী !
করেছে মায়া-কানন, ছলিতে আমারে ?

নীহার। (উদ্দেশে) প্রাণেশ !
রাজা তুমি, দুঃখিনীরে আছে কিহে মনে ?

যাই, কাছে যাই, ধৈর্য্য নাহি মানে মন।

(পুষ্পমঞ্চ হইতে অবতরণ)

সুধী। নিশ্চয় দেবী কি কিন্নরী, মানবী নয়।
কে এই সুন্দরী, বিবিধ কুসুমে করি'
সজ্জিত শরীর', বিহার করিছে হেথা'
একাকিনী ? হয়ত ইনি প্রকৃতি দেবী,
কিম্বা বন-অধিষ্ঠাত্রী দেবী, প্রকৃতির
চারুতায় হইয়া মোহিত, বিলাসিনী
এই নির্জ্জন বিহারে। অথবা বাসন্তি-
লক্ষ্মী, আপন ঐশ্বর্য্যে, সাজিয়া আপনি,
বিভোরা হইয়া হেথা করিছে বিহার ?

(সুধীরাওর নিকট আগমন)

নীহার। চিনিতে পার কি, নাথ ! দাসীরে তোমার ?

সুধী। সেকি ! দাসী ! নীহার ! নীহার ! তুমি ? তব
কুশল ত সব ?

নীহার। নিশামণি বিনা যথা
কুমুদিনি ; সহকার-চ্যুতা, নাথ ! যথা
মাধবীর সুখ।

সুধী। (স্বগতঃ) নীহারে হেরিনু পুনঃ।
নীহার ! এই কি তুমি ? এখানে আবার,
এ বেশে এসেছ কেন জ্বালা'তে হৃদয় ?
সেকি, নাথ ! পতি তুমি।

সুধী। কলঙ্ক হয়েছে
সে নামে। সংসার কেবল বঞ্চনাময়।

আমি তব পতি নই; তুমি পত্নী নও
মোর। নীহার পাপিনী।

নীহার। জাগ্রতে, স্বপনে
কিম্বা শুনিনু একথা?

সুধী। সম্পূর্ণ জাগ্রতা
তুমি; স্বপ্নের কুহক নয়। অসম্ভব
তব সনে আর মোর দাম্পত্য প্রণয়।

নীহার। স্বামিন্!
কিদোষে ত্যজিতে চাও দুঃখিনী দয়িতা?
পতি তুমি; তুমি বিনা কি উপায় মোর?
পায়ে ধরি, ত্যজ ছল।

সুধী। (দূরে সরিয়া) ছল নহে, সত্য
কহি; বহু যত্ন করি' ভুলেছি তোমারে।
তুমিও ভুলিয়া যাও; তব স্মৃতি হতে,
অপসৃত কর মোরে। নীহার! সংসার
বড়ই দুর্গম; প্রলোভনে পরিপূর্ণ।
আপন পাপের লিপ্সা করিতে সাধন,
একজন ক্ষণে ক্ষণে নানা মূর্ত্তি ধরে।
দেখেছি আপন চক্ষে, জ্বলন্ত প্রত্যক্ষ;
মনে হ'লে তাহা, আত্মহারা হই রোষে।

নীহার। বজ্রাঘাত কর কেন দুঃখিনীর শিরে?

(নেপথ্যে)

স্বৈরিণী রমণী জানে কত মায়া। নিত্য
নব সাজে, মিছা প্রেমালাপে, ব্যক্ত করে,

কৃত্রিম প্রণয় ; নূতন নাগরে হয়,
নিত্য অভিলাষ। একেতে সন্তুষ্টা নয়।

নীহার। কোথা হ'তে বজ্রনাদে, কা'রে লক্ষ্য করি'
কহিল "সৈরিণী" এই আকস্মিক বাণী !

(নেপথ্যে)

পরপতি-সনে যা'র নির্জ্জনে বিহার ;
গৃহত্যজি' ভ্রমে বনে, কাম নিবারিতে,
একে ছাড়ি' অন্যে ভজে যখন তখন,
রাজার দুহিতা সেই কুলটা নীহার।

নীহার। (সরোদনে) কেতুমি, ভারতি ! কারমুখ বিনিস্থতা ?
জানে মোর মন, এক ঈশ্বর কেবল,
দুঃখেতে হৃদয় আজ হইল বিকল।
কে হেন আমার অরি, বৃথা নিন্দা করি',
পতিপ্রেমে বঞ্চিবারে হয়েছ উদ্যত !

সুধী। নীহার !
সত্যই পাপিনী তুমি ; মাখালের মত
হৃদয় তোমার। দেখিলে তোমারে, ঘৃণা
হয় মনে ; শুনিলে তোমার কথা, ক্রোধে
প্রাণ জ্বলে মোর। ভীষণ পিশাচী তুমি।
তোমারে হেরিলে, কণ্টকে নয়ন বিঁধে।
ভাল বেসে থাক, যদি কোন দিন মোরে
মোর সুখ যদি হয়, অভিপ্রেত তব,
দিওনা যন্ত্রণা আর আমার হৃদয়ে।
বড় সুখে র'ব যদি নাহেরি তোমারে।

নীহার। নাথ! না, না, মহারাজ! হেরিলে আমারে,
যদি ব্যথা পাও প্রাণে, দেখা'বনা তবে
এবদন আর; বিধাতা বিমুখ মোর
প্রতি; কিদোষ তোমার। জীবন গিয়েছে
মোর, স্বধু কায়ামাত্র অবশিষ্ট আর।
যাই আমি, আর কষ্ট, দিবনা তোমারে।
(বেগে প্রস্থান)

সুধী। একবার পাপ-পথে করিলে প্রবেশ,
কিসাধ্য রোধিতে তা'রে। নিশ্চয় নীহার,
আগে, ভাল বাসিত আমারে। কি মধুর
সে সুখের স্মৃতি! নীহারেরে দেবীরূপা
দেখেছি তখন। তেমতি এখনো যেন,
মুখে সরলতা মাখা। সেরূপ সরল
দৃষ্টি; কিন্তু তাহা বিষাদ কালিমাময়!
চঞ্চল নারীর মন, জগত সংসারে।
মুহূর্ত্তে প্রলয় তা'রা পারে ঘটাইতে।
(বিবেক সখার প্রবেশ)

বিবেক সখা। কুমার!
নিয়ত চিন্তায় তুমি কেন হে বিভোর?
জননী তোমার, নিজের কর্ত্তব্য যাহা,
করেছে পালন। বৃদ্ধা তিনি এবে; রত
হ'য়ে ঈশপদে, কাটা'তে জীবন শেষ,
কাশীধামে লয়েছেন, শেষের আশ্রয়।
রাজা তুমি; ফুল্লমনে রাজকর্ম্মে ব্রতী

হও এবে। ধর্ম্মপত্নী-সহ, কর স্বীয়
ধর্ম্মের পালন। বৃথা চিন্তা পরিহর।

স্থধী। সেজন্য করিনা খেদ, কিম্বা বৃথা চিন্তা
মোর নহে সে কারণ। অসীম লাঞ্ছনা,
দুঃখ ঘোরতর, সয়েছেন বহুতর,
জননী আমার। উন্মাদিনী প্রায় হায়,
ছিলেন জননী! ভাল হ'য়ে সুস্থমনা,
পেয়েছেন পুণ্যক্ষেত্রে, শান্তি অতিশয়,
এহ'তে সুখের চিন্তা, কি আছে আমার?

বিবেকসখা। তবে কেন চিন্তান্বিত হেরি নিরন্তর?

স্থধী। এক চিন্তা মোর এই দুস্তর সংসারে
জানিয়াছি যতদূর, পরীক্ষা করিয়া,
বড়ই দুর্গম এই সংসার-কানন।
বঞ্চনা-ছলনা-পূর্ণ জগত মণ্ডল।
অন্যের অবোধ্য, যত মানব-চরিত্র।
বিশ্বাসের যোগ্য পাত্র নাহি এ সংসারে।

বিবেকসখা। কেন, বৎস! মনে এই সার; বাধ্য হ'য়ে,
সর্ব্বজনে করিবে বিশ্বাস; পাত্র ভেদে,
সে বিশ্বাস করবে বিশেষ। মহাজন,
যেই পথে করেছে গমন, সেই পথে
বিচরণ উচিত সবার। রাজা তুমি;
প্রজার পালনে, রামচন্দ্র হয় যেন
আদর্শ তোমার! ধর্ম্ম মাত্র লক্ষ্য করি',
করিবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সকল সময়।

চল, বৎস ! আশ্রমে এখন ; পা'বে তথা'
নানামত উপদেশ, গুরুর নিকটে।
(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রান্তরের এক পার্শ্ব।

(পারিজাত ও পশ্চাতে উদাত্তের প্রবেশ)

উদাত্ত কেমন, আমার কথা ফলেছে এখন ?

পারি। হেনেছে অশনি আমার মাথায়। উহুঃ,
দহন দহিছে প্রাণ মোর। হলাহল,
জর্জ্জরিত করে সকল শরীর। সখি !
কেমনে এ হৃদে, কল্লে ছুরিকা-আঘাত !
নারী হ'য়ে বুঝিলেনা নারীর বেদন ;
নিজ সুখ নিজ স্বার্থ বুঝিলে কেবল ?
ছি, ছি ! সখি ! একি তব প্রেম ! সখি ! তুমি
প্রেমের পবিত্র নামে, কলঙ্ক রাখিলে।

উদাত্ত। কি হ'বে এখন আর দূষিলে তাহারে ?
সর্ব্বেন্দ্র ভুলেছে তা'র রূপের ছটায়।

পারি। সে দুষ্টা দিয়েছে প্রেম, সাধিয়া নাথেরে।
কিবা দোষ প্রাণেশের ? তা'র মন্ত্রণায়,
ভুলেছে দাসীর কথা। নীহার, নীহার !
নহ আর সখী মোর। কুটিলা কুলটা

তুমি, প্রেম বুঝিবে কেমনে ? কামাতুরা
হ'য়ে, কণ্ঠহার করি', যা'রে তা'রে ভজ
পতিরূপে। প্রেম-শত্রু হয়েছ আমার।
রেখ এ ধারণা মনে, মণিহারা হ'য়ে,
সুষুপ্তা থাকে না কভু গোপনে ফণিনী।
ছুটি। বিদ্যুত-বেগে, দংশিব তোমায়,
বিষ জর্জ্জরিতা হ'য়ে, হারা'বে জীবন।

উদাত্ত। নীহার মজেছে প্রেমে, কি দোষ তাহার ?
প্রেমে মজি', কিনা করে সবে ?

পারি। সেই দুষ্টা,
কি ধারে প্রেমের ধার ? তৃপ্তা, চরিতার্থ
করি' পাশব প্রবৃত্তি। প্রেম যে কি ধন,
কিম্বা পতি-সমাদর, দুষ্টা কি বুঝিবে।

উদাত্ত। কি ফল এখন আর অসার তর্জ্জনে ?
নারী তুমি ; একাকিনী কি সাধ্য তোমার ?

পারি। কি করিব একাকিনী ? তুচ্ছা কি অবলা ?
রমণী, অমরী কিম্বা রাক্ষসী-সমান।
যদি ভালবাসে, দেয় প্রেম অনুপম।
ঘৃণা হ'লে একবার জঘন্য ব্যাভারে,
জীবনে হয় না ক্ষয়। সখ্য-বিনিময়ে,
ঘৃণা-বিষ রহে সে অন্তরে ; যথাকালে,
ঢেলে দেয় অরাতি-হৃদয়ে। সখীরূপে,
যে রসনা দিয়াছে অমিয়, হলাহল,
দিবে এবে ফণিনী রূপেতে।

উদাত্ত। পারিজাত।
তব মহা উপকার, করেছি সাধন।
তোমার উদ্দেশে, আমি ভ্রমি' নানাস্থানে,
উপনীত অবশেষে, কোন গিরি-তলে;
অতি সুরম্য সে স্থান। জানিনা কেমনে,
নীহার আসিল তথা'; ক্রমে সেনাপতি
আসিল তথায়; আমি অন্তরালে থাকি',
শুনিনু তা'দের কথা—

পারি। হয়েছিল কি কি কথা,
উভয়ের মাঝে; কি কহিল সেনাপতি?

উদাত্ত। (স্বগতঃ) এসময় মিথ্যা কিছু না কহিলে নয়।
(প্রকাশ্যে) কি কহিব সেই কথা! প্রথমে নীহার,
সেনাপতি-পদে পড়ি' কাঁদিতে কাঁদিতে,
মাগিল প্রণয় তাঁ'র; কিন্তু তা'য় নাহি
হ'ল কোন ফলোদয়;—আরক্ত লোচনে,
কহিতে লাগিল বীর গর্জ্জিয়া নীহারে,
"জেনেছি সকল আমি, কলঙ্কিনী তুই,
ধিক্, ধিক্, তোর প্রেমে!" কি কহিব, ইহা
শুনি' কহিল পাপিনী, 'মিথ্যা সে সকল'।
অমনি আড়াল হ'তে, কহিনু ডাকিয়া,
"স্বৈরিণী নীহার।" শুনি' সেনাপতি, ক্রোধে
পদে ঠেলি' তা'রে, চলি' গেল দ্রুতপদে।
অনন্তর আসি' তথা' সর্ব্বেজ্ঞ সুধীর,
জিজ্ঞাসিল তা'র রোদন-কারণ। তাহে,

কি আশ্চর্য্য! কালামুখী কহিল তখন,
"তোমারে করেছি আমি পতিত্বে বরণ,
সেই রোষে, সেনাপতি, সুহৃদ্ তোমার,
কোথা' হতে আসি' এবে, বিদ্রূপ বচনে,
পদাঘাত করিগেল শরীরে আমার"।
শুনি' আমি হাসিতে হাসিতে অলক্ষিতে
আসিনু চলিয়া।

পারি। শুনিতে চাহিনা আর
পাপিনীর কথা। সেনাপতি জানিয়াছে
কুলটা নীহার; কত কষ্ট হ'বে তাঁর।
নাহি যা'ব আর আমি, লোকালয়ে ফিরি'।
কি আছে সেখানে মোর? সংসার-কাননে,
একাকিনী আমি; সহচর হা হুতাশ,
অশ্রুজল আর বিরহ-বেদন। বনে,
কান্তারে, প্রান্তরে, আর পর্ব্বত কন্দরে,
ঘুরিব, আর কাঁদিব, মরিব কাঁদিয়া
কাঁদিয়া যেখানে পা'ব অবসর, একবার
নীহারে দংশিব। অন্ধকার চারিধারে। (বেগে প্রস্থান)

উদান্ত। আঃ ম'ল, আমার কথা শুনিলনা মুখে!
কাতর হৃদয়ে, ঘুরি পিছে পিছে, এক
বার আড় চাপে, নাহি চায় ফিরে। দেখি
কি আছে কপালে মোর? সঙ্গ না ছাড়িব।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

কীর্ত্তিকেতুর বিশ্রামাগার।

ভোগবতী ও নীহার।

ভোগ। নীহার!
কেমনে মায়েরে ছাড়ি' ছিলি এতদিন?
কাঁদিয়াছি নিশিদিন, তোর অদর্শনে।
আয়, কোলে করি', চুম্বি বদন-কমল।

(কীর্ত্তিকেতুর প্রবেশ)

কীর্ত্তি। তা'হ'তে চুম্বন শ্রেষ্ঠ নরকের মল।
ছুঁ'ওনা উহারে রাণি! ও নয় নীহার,
শুধু প্রেতমূর্ত্তি তা'র। যদি ইচ্ছা থাকে
তব নরকে শয়ন; তবে কোলে করি',
নির্ব্বিঘ্নে চুম্বিতে পার, ইহার বদন।
পিতৃশিরে হানি' কুল-কলঙ্ক-অশনি,
মিটেনি কি মনের বাসনা, তাই পুনঃ
করিতে দর্শন, কতদূর পশিয়াছে
শেল, এসেছিস্ কালামুখী?

নীহার। পিতঃ!—

কীর্ত্তি। ছি, ছি!
ও পাপ বদনে, ও পবিত্র নাম আর,
শোভেনা এখন। তোর মত কলঙ্কিনী,
পিতা ব'লি ডাকে যা'রে, অনন্ত নরকে,
হয় তা'র বাস। জ্বালা'তে নির্ব্বাণ বহ্নি,

এসেছিস্ কেন পুরীমাঝে। বিষ খেয়ে,
কিম্বা জলেতে ডুবিয়া, নিজ প্রাণ, কর
বিসর্জ্জন। বাঁচিয়া কি ফল আর তোর?

ভোগ। মহারাজ!
কেন এত নিদারুণ তনয়ার প্রতি?
হারাধন পেয়েছি ফিরিয়া। কোথা' যত্নে
কোলে করি', তুষিবে ইহারে, তাহা নয়,
বিনিময়ে কর্কশ বচনে, নির্দ্দয় মরমে,
কাঁদা'তেছ তনয়ারে।

কীর্ত্তি। উচ্চশির মোর,
অবনত করিয়াছে নৃপতি-সমাজে।
শত্রুগণ, যথা' তথা' দিবে করতালি।

নীহার। পিতঃ!
ক্ষম অপরাধ মোর; ধৃষ্টতা আমার,
নিজগুণে কর ক্ষমা। পতি যিনি মোর,
কুলমানে শ্রেষ্ঠ সকলের। পড়ি' তিনি
দৈবের বিপাকে, ছিলেন এখানে ছদ্ম-
বেশে; ঈশ্বর-কৃপায়, রাজ্যেশ্বর তিনি
এবে।

ভোগ। নাহি হ'বে তব নিন্দার কারণ।

কীর্ত্তি। কেন তুই, তা'রে ছাড়ি' এসেছিস্ হেথা'।

ভোগ। অকারণ কেন কর রোষ?

কীর্ত্তি। অকারণ!
গৃহের বাহির হয়, কোন্ রাজসুতা?

কোন্ নৃপতি-তনয়া, স্বীয় পিতৃকুলে,
দেয় কালি ঢালি' ; কাহার দুহিতা বল,
চাপায় পিতার শিরে, কলঙ্কের বোঝা ?
হ'ক্ বীর রাজ্যেশ্বর, বহু ধনশালী,
ছিল মোর অনুগত, প্রসাদ-আকাঙ্ক্ষী ।
চির সখা মোর ধারাবতীর ঈশ্বর ।
তাঁ'র তনয়ের সনে, করেছিনু এই,
পাপিনীর পরিণয় স্থির । বাক্য স্থির
করি', নাপারিনু, মোর আশা পূরাইতে ।
অপদস্থ, হ'য়েছি সখার কাছে । কত
হ'য়েছি লাঞ্ছিত, শত্রুর নিকটে । দুষ্টা
চলি' গেল ভৃত্যসনে, কুলে দিয়ে কালি ।

নীহার । পতি তিনি মোর ; পতি-সনে, কিম্বা যদি,
পতির উদ্দেশে, যায় পরিণীতা নারী,
কিবা দোষ তায় ? পতিসঙ্গ হয় যদি,
কলঙ্ক-কারণ, তবে পুণ্য কি নারীর ?

কীর্ত্তি । শুনি' পাপিনীর কথা, ক্রোধে বুক ফাটি'
যায় । কত বিষ আছে ওপাপ বদনে !
কি তীব্র গরল ক্ষরে ওর রসনাহ'তে ।
পরিণয় বিনা, স্বামী হয়কি নারীর ?
যা'রে তা'রে পতি করি, রূপ-ফাঁদে পড়ি',
গুরুজন উপেক্ষিয়া, পদসেবা তা'র,
পলায়ন তা'র সনে, কুলে দিয়া কালি,
তোর মত সতী রমণীর, করে বটে

নাহি কেহ আর, তোর দুঃখে সম দুঃখী।
দুঃখিনী মায়ের প্রাণে দিওনা সন্তাপ।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রান্তরস্থিত বটবৃক্ষের তল।

(হামিরের প্রবেশ)

হামির। উচ্চ গিরি-চূড়া হ'তে পড়েছি ভূতলে।
জীবনের যবনিকা হ'য়েছে পতন।
কি সাধ্য আমার আর? উদ্যোগ নিষ্ফল।
ভাসিব কালের স্রোতে, দৈবের বিপাকে।
সময়ের কঠোর শাসনে, মুখ চেয়ে'
থাকিব পরের। উদ্যম, সাহস, আর
পৌরষ, বিক্রম, একে একে হ'বে লয়।
এক পত্নী হ'তে হ'ল এমন দুর্গতি;
হেরিবনা আর হেন ভার্য্যার বদন।

(তিন জন দস্যুর প্রবেশ)

১ম দস্যু। (বিদ্রূপ স্বরে)
একি! মহারাজ! কেন বসিয়া এখানে?
কেন তব বদন মলিন? সিংহাসন,
ফেলে অশ্রুধারা এবে, তোমার বিহনে।

২য় দস্যু। চালাকি দস্যুর সনে! প্রাণ হন্তা মোরা,
রাজারে করিতে হত্যা, নাহি করি ভয়।

৩য় দস্যু। সাবধান, মহারাজ সম্মুখে আসীন ;
রাগিয়া বসা'বে শূলে জীয়ন্তে এখনি।

হামির। (স্বগতঃ) এতদিনে বুঝি, পরমায়ুঃ শেষ মোর ;
অবশেষে দস্যু-করে, যায় বুঝি প্রাণ !

৩য় দস্যু। বাক্যহীন হ'য়ে, কেন রহিলে নীরবে ;
হয়কি স্মরণ তব, আমাদের কথা ?

২য় দস্যু। মূর্খ তুমি ! ক্ষুদ্র প্রাণী আমাদের মত,
কতশত আসে যায় রাজার দুয়ারে ;
কেমনে থাকিবে মনে, আমাদের কথা ?
যদিও এসেছি এবে, নির্জ্জনে নিকটে,
পড়েকি নজর ওর ক্ষুদ্র জন 'পরে ?

১মদস্যু। (ব্যঙ্গস্বরে) মহারাজ !
মোদেরে বঞ্চিত করি', হয়েছে কি ফল ?
রাজা হ'য়ে প্রতারণা, যা'র তা'র সনে ?

হামির। কি বঞ্চনা করিয়াছি তোমাদের সনে ?

২য় দস্যু। বঞ্চনা কি তাহা ! পেলেছে রাজার ধর্ম্ম।
সদুপায়ে আত্মসাৎ করি' সিংহাসন,
সদুপায়ে করিয়াছে ধর্ম্মের পালন।

৩য় দস্যু। মনে নাই, মহারাজ ! অঙ্গীকৃত মুদ্রা,
চাহিলে তোমার ঠাঁই, কটূক্তি করিয়া,
দিলে তাড়াইয়া। ভেবে ছিলে, ফাঁকিদিয়া
এড়া'বে মরণ। সিংহাসনে বসি', চির
কাল থাকিবে নির্ভয়ে। কোথায় এখন
প্রহরী তোমার, কোথা' রাজ-সিংহাসন ?

হামির। কোন্ মুখে চাও তবে প্রতিশ্রুত ধন ?
তোমরা আমার সনে করেছ বঞ্চনা।
মিথ্যা কহি', বরিয়াছ সর্ব্বনাশ মোর।
হয়েছি বঞ্চিত আমি, শুধু তোমাদের
মিথ্যা আচরণে। না বধি' কুমারে, মিথ্যা
কহিলে আমারে।

২য় দস্যু মিথ্যা না কহিলে, এবে,
পেতামকি এখানে তোমার ? কটূক্তির
প্রতিফল হ'ত কি তোমার ? বধিতাম
যদি নির্দ্দোষ জনেরে, তোমার কথায়,
ধর্ম্ম নষ্ট হ'ত তায়, অর্থ লাভ নাহি
হ'ত কভু; পাপ মাত্র হইত সঞ্চিত।
কিন্তু ব্যর্থ করি' তব কলুষ আদেশ,
আশাতীত অর্থলাভ হয়েছে মোদের,
রাজরক্তে কলুষিত হয়নি কৃপাণ;
হল অবসর এবে দিতে প্রতিশোধ,
কটুভাষী, রাজদ্রোহী পামর জনেরে।

হামির। কেন পুনঃ নাহি গিয়েছিলে ?

১ম দস্যু। বার বার,
কটূক্তি শুনিতে বুঝি তোমার বদনে ?

হামির। অঙ্গীকৃত পুরস্কার করিতে গ্রহণ।

৩য় দস্যু। একবারে হয়নাকি প্রতিজ্ঞা-স্মরণ ?

হামির। মানস অস্থির ছিল সে সময় মোর।

৪র্থ দস্যু। হরিতে সতীত্ব বুঝি বিধবা নারীর ?

হামির। গুরুতর রাজ্যভারে ব্যস্ত ছিল মন।

৩য় দস্যু। সেধেছিল কোন্‌জন করিতে গ্রহণ?
স্বেচ্ছায় কেনবা বোঝা, নিয়ে শির'পরে,
—তাহাও পৈশাচ বলে—কষ্ট পেলে এত?
নহি তব দাস, প্রতিক্ষা করিব তব
মুখ-পানে চেয়ে', যখন দেখিতে পা'ব
হর্ষের লক্ষণ, তখন চাহিব ধন।
ভিক্ষা নাহি চেয়েছিনু তব ঠাঁই। তব
প্রতিশ্রুত পুরস্কার সুধু।

হামির। মোর কাজ
সাধিতে যদ্যপি, নিশ্চয় লভিতে মোর
প্রতিশ্রুত ধন।

১ম দস্যু। মহারাজ! জানিতেকি
সে সময়, তব আজ্ঞা করিনি পালন?
বাজে কথা ছাড়, যদি দিতে পার ধন,
তবে পা'বে পরিত্রাণ; নতুবা যাহ'বে
জানত সকল।

হামির। অর্থ কোথা পা'ব আমি?

২য় দস্যু। চল তবে বধ্যভূমি। (হস্ত ধারণ)

হামির। (সরোষে) সাবধান, মূঢ়!
সাবধান নিজ প্রাণে, ছেড়েদে আমায়। (হস্তাকর্ষণ)

৩য় দস্যু। (অসি নিষ্কোসিত করিয়া)
দেখেছ ত, মহারাজ! আর কেন? চল।

হাম্বির। জানিস্ পাষণ্ড, মরণে করিনা ভয়?
মৃত্যুরে করিলে ভয়, নাহি করিতাম,
কুমারের বধের আদেশ; পৈশাচিক
বলে, নাহি লভিতাম রাজ-সিংহাসন।
নিজ প্রাণে, বিন্দুমাত্র থাকে যদি মায়া,
অপরে পারেনা সেই লাঞ্ছিতে, বধিতে।
নিরাশায় পরিপূর্ণ জীবন আমার;
সকলি করিতে পারি, কি ভয় মরণে!

৩য় দস্যু। তবে দেখ্ দুষ্ট, তোর কি করি এখন।

(প্রহার করিতে অসি উত্তোলন)

(সন্ন্যাসিনী-বেশে শশব্যস্তে পদ্মাবতীর প্রবেশ
ও তৃতীয় দস্যুর হস্ত ধারণ)

পদ্মা। কি কর, কি কর, মোর বাক্য ধর, ত্যজ
অসি ভূমিতলে। নরহত্যা মহাপাপ,
অন্তিমে পাইবে তাপ, রোষাবিষ্ট হ'য়ে
যদি নরহত্যা কর। হ'তে পারে এই
জন, মহা দোষে দোষী, হ'তে পারে এই
জন ঘোর অত্যাচারী, কিন্তু বলদেখি,
কে তুমি শাসন করিতে? যদ্যপি করে'
থাকে, অপরাধ তোমাদের কাছে, দিয়ে
থাকে, কোন কষ্ট তোমাদের প্রাণে; অন্য-
রূপ, আছে প্রতিকার, ইঁহার বিনাশ
নহে বিধান তাহার।

৩য় দস্যু। কে তুমি মা! আসি',
আচম্বিতে, বাধাদিলে দণ্ডিতে পাপীরে?
পদ্মা। পাপী যদি, দণ্ডিবেন ঈশ্বর ইঁহারে।
তাঁ'র কাছে কোন পাপী নাহি পায় ত্রাণ।
১ম দস্যু। কে তুমি মা, দয়া করি' দাও পরিচয়।
পদ্মা। সামান্যা মানবী আমি, বড়ই দুঃখিনী।
সন্ন্যাসিনী হ'য়ে, এবে ভ্রমি নানা স্থানে।
বনে বনে দিবাভাগে, ভ্রমি একাকিনী,
বৃক্ষতলে বসি' কাঁদি', পোহাই যামিনী।
হামির। পদ্মাবতি, মায়াবিনি! কি হেতু এখানে?
তোর মন্ত্রণায়, হ'ল এ দশা আমার।
ইচ্ছা হয় নিজ করে বধি' তোর প্রাণ,
সন্তাপিত প্রাণ মোর করিতে শীতল।
পদ্মা। তোমার অধীনী আমি, যাহা ইচ্ছা পার
করিবারে। বধিয়া আমারে, যদি সুখী
হও তুমি, অনায়াসে পারিব সহিতে।
হামির। দস্যুগণ! করিওনা বিশ্বাস ইহারে,
মায়াবিনী জানিও এ নারী। নারীরূপে
লোলুপা রাক্ষসী। কালামুখি! প্রাণ মোর
জলে তোরে হেরি'।
১ম দস্যু। সাবধান, পাপাশয়।
কটূক্তি করিলে, এখনি পাইবি ফল।
কি চাও, মা! তুমি?
পদ্মা। আর কিছু নাহি চাই;

শুধু এজনার প্রাণভিক্ষা যাচি।

৩য় দস্যু। সেকি!

তব প্রতি করে দুষ্ট, কুকথা প্রয়োগ;
তাহারি জীবন ভিক্ষা মাগিছ কাতরে!
ইহা ভিন্ন যাহা চাও দিব, না ছাড়িব
ইহারে এখন; বধিব ইহারে প্রাণে।

পদ্মা। এতকষ্ট সহি', রেখিছি জীবন মোর
একটী আশায়; তাহাতে বঞ্চিতা মোরে
করনা তোমরা। করিয়াছ সম্বোধন
মা'বলে আমায়; কহি তাই, বৎসগণ!
বিধবা কর'না মোরে, বধিয়া ইহারে।

৩য় দস্যু। সেকি মা! এদুষ্ট তোমার পতি!

হামির। কখনো
নয়; পাপীয়সী, কামবৃত্তি-উত্তেজিতা
হ'য়ে, পতিবলি চিরদিন ফিরে মোর
পিছে। দুষ্টে! তুমি নারিবে ভুলা'তে মোরে।

পদ্মা। (হামিরের পদে পতিত হইয়া) নাথ!
কেন হ'লে এত নিদারুণ? অবশেষে,
কেন দাও শিরে, কলঙ্কের বোঝা; কোন্
দোষে, বিমুখ দাসীর প্রতি? যা'হ'বার
হয়েছে বিগত; ঈশ্বর-বাঞ্ছিত কর্ম্ম
হ'য়েছে সাধিত; এবে মতি কর স্থির।
তুমি বিনা আর মোর, কে আছে সংসারে?

হামির। (পদাঘাতে পদ্মাবতীকে দূরে পাতিত করিয়া)

যা'র তরে সহিয়াছি এতেক লাঞ্ছনা,
সে আমার ঘোর শত্রু, আমি হন্তা তার। (পলায়ন)

সকল দস্যুগণ। ধর, ধর, ফাঁকিদিয়ে পালাল পামর।

(হামিরের পশ্চাৎ দস্যুত্রয়ের ধাবন)

পদ্মা। (সংজ্ঞা প্রাপ্ত্যন্তর উপবেশন করতঃ)
কপাল-লিখন, পতি-সম্ভাষণ, নাহি
মোর ভালে। শেষ আশা হইল নির্ম্মূল।
আমি অভাগিনী, স্বামি-সুখ নাহি জানি,
চিরদিন বিরহিণী, পতি বর্ত্তমানে।
স্বামি-অনুরাগ, পতির সোহাগ, নাহি
জানি দুর্ভাগিনী; দিবস রজনী সুধু,
কাঁদিয়া করিনু মোর জীবন-যাপন।
নিরাপদে রেখ, হরি! পতিরে আমার।
পাই যেন পতিপদ, অন্তিম সময়।

৫ম দৃশ্য।

অশ্রুমালার কক্ষ।

অশ্রুমালা ও নীহারবালা।

অশ্রু। তোমারে হারা'য়ে, কতই কাঁদিনু আমি।
কোন্ প্রাণে চলে' এলে, না কহি' আমারে

নীহার। অকারণে পতিস্থানে, হইয়া ভৎর্সিত,
ধিক্কার জন্মিল প্রাণে; ক্ষণেকের তরে,
শূন্যময় হেরিনু সকল; ইচ্ছা হ'ল
বিসর্জ্জিতে প্রাণ; সে সময় নাহি ছিল

জ্ঞান ; দুঃখের আবেগে, এসেছিনু চলে'।
নাহি জানি, কেন পতি হয়েছে নিদয়।

অশ্রু। তব প্রতি ছিল তাঁর অটল প্রণয়।
দুর্ভাগিনী তুমি ; তোমার অদৃষ্ট-দোষে,
তাই এত পরিবর্ত্ত ঘটেছে সে প্রেমে।

নীহার। পূর্ব্ব জন্মে করিয়াছি পাপ ; তাই, দিদি !
বঞ্চিতা পতির প্রেমে। যবে মনে হয়,
প্রাণেশের মুখে সেই বৃথা তিরস্কার,
হেরি চারিধার, কেবল আঁধারময়।

অশ্রু। পারেননি তিনি, সতি ! ভুলিতে তোমারে।
শুন তবে সব কথা ! সেই গিরিতলে,
তব সনে দর্শন-অবধি, দিবানিশি,
মলিন বদন তাঁর ; যেন কোন তীব্র
দুঃখে ব্যথিত হৃদয় ; কিন্তু কেহ নারে
নির্ণয় করিতে তা'র প্রকৃত কারণ।
কেহ বলে, ত্যজিয়ে তাঁহারে, মাতা তাঁ'র
হ'য়েছে কাশীবাসিনী, সে দুঃখে এমন।
কেহ বলে মনোমত হয়নি দুঃশীলা।

নীহার। বিনা দোষে, তিরস্কৃতা, হ'য়ে পতিস্থানে,
জুড়াইতে জ্বালা, গেনু পিতার সদনে।
কিন্তু পিতৃ-ভৎসনাতে, ইচ্ছা হ'ল মোর
মরিতে তখনি। স্বামীর দর্শন-আশা,
স্বামি-পদ-সেবা, বলবতী হ'য়ে হৃদে,
এনেছে টানিয়া মোরে স্বামীর নিকটে।

অশ্রু। ধর্ম্ম যদি থাকে, নিশ্চয় পূরণ হ'বে
তব মনোরথ। আবার, ভগিনি! হেরি'
তব কোমল বদন, তব পতি প্রাণে,
পূর্ব্ব প্রেম নিশ্চয় জাগিবে ; পা'বে তুমি,
গুণবতি! স্বামীর সোহাগ। সাবধান,
দিওনা দুঃশীলা-কাছে, তব পরিচয়।

নীহার। রাণী হ'তে নাহি সাধ মোর। তুমি মোরে
কর আশীর্ব্বাদ, পতি-পদ সেবা করি',
তুষ্ট করি তাঁরে, যেন তাঁর হাসি মুখ,
দেখিয়া মরণ হয় চরণে তাঁহার।

অশ্রু। দীনবন্ধু পূরা'বেন সতীর বাসনা।
চল যাই, এবে তব স্বামী-সন্দর্শনে।
(নীহার বালার হাত ধরিয়া প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সুধীরাওর বিশ্রামাগার।

সুধীরাও ও দুঃশীলা।

দুঃশীলা। নাথ! দিন দিন ক্ষীণ তব দেহ। কেন
থাকি' থাকি' বহে দীর্ঘশ্বাস?

সুধী। চিত্ত মোর,
অস্থির নিয়ত। সদাই আকুল প্রাণ।

দুঃশীলা। কি চিন্তায় রত নাথ! পূর্ব্বেত ছিলনা
এমন বিকার?

সুধী। ছিলনা ভাবনা ; কিন্তু

গুপ্ত বহ্নি ছিল হৃদে।

দুঃশীলা। নয়ন তোমার,
সতত কুঞ্চিত হেরি এবে। অপ্রকাশ্য
যেন কোন দারুণ বেদনা, কষ্ট দেয়
তোমার হৃদয়ে। কি চিন্তা তোমার এত?

সুধী। জলে, জলে মোর হৃদয়ে আগুন। যাও
তুমি অন্যস্থানে। একাকী থাকিতে আমি
বড় ভালবাসি।

দুঃশীলা। এভাবে একাকী, নাথ!
রাখিয়া তোমারে, কোথা' যা'বে দাসী তব?

সুধী। (অন্য মনস্ক ভাবে)
কোথা' যা'বে নাহি জানি। যাও তবে তুমি,
নীহার যথায়। (স্বগতঃ) জাগ্রতে, স্বপন মোর!
নীহার কাছে বসে', দেখি, দেখি, দেখিনা।
নীহার কত কাঁদে, শুনি, শুনি, শুনিনা।
কেন দেখিব তাহারে, সে যে কলঙ্কিনী,
দুষ্টার রোদনে, কেন ধর্ম্মে ডুবাইব?
(অন্যমনে প্রস্থান)

দুঃশীলা। বুঝেছি, ভেঙ্গেছে কপাল মোর। নীহার!
সে কে? তবে কি সেই এ দাসী? তাই হ'বে।
তাহারে তাড়া'তে হ'বে; যন্ত্রণা বাড়া'ব
আরো নির্দ্দয় রাক্ষসী হ'ব; নয়, মোর
সর্ব্বনাশ অচিরে ঘটিবে।
(অশ্রু মালার প্রবেশ) ননদিনি!

দাসী বড় বাধ্য তব। বুঝা'য়ে কহিও
তা'রে, চলে' যেতে অন্যস্থানে, নয়, শেষে
বিশেষ লাঞ্ছিত করি' দিব তাড়াইয়া।

অশ্রু। সামান্য দাসীর মত রয়েছে এখানে।
কি দোষে, তাড়া'তে চাও আশ্রিত জনেরে?

দুঃশীলা। র'য়েছে দাসীর মত! দংশিতে উদ্যতা,
মোর শিরে। এ দুষ্টার দর্শন-অবধি,
নাথ, হ'তেছে মলিন। নিশিদিন যেন,
চিন্তায় বিভোর। ভালবাসে তা'র কথা
করিতে শ্রবণ। নিশীথে জাগিয়া উঠে,
"দাসী দাসী" বলে'; কা'র কাছে চাহি' যেন
ক্ষমা, প্রাণ সহ করে প্রেমদান তা'রে।
দিবসে নিকটে গিয়া, যদি প্রেমালাপ
করি, ভ্রূকুটি করিয়া কহে, "বিষতুল্য
প্রেমকথা, জর্জ্জরিত করে মোর প্রাণ,
অন্য কথা বল।" যদি কহি অন্য কথা,
চলি' যায় "ভাল নাহি লাগে" বলি'। কেন
হ'ল পতির এমন?

অশ্রু। সে দোষ তাঁহার
নয়।

দুঃশীলা। তবে কা'র? মায়াবিনী সে নিশ্চয়।
জঞ্জাল হয়েছে মোর প্রেমের উদ্যানে!
না হ'তে বিনাশ তা'র, সুস্থির হ'বেনা
মোর হিয়া। তাড়া'ব, তাড়া'ব আমি তা'রে। (প্রস্থান)

অশ্রু। নির্দ্দয় বাঘিনী ধরিয়াছে ভীমরূপ।
একে উন্মাদিনী, অহঙ্কার মদে; তায়
রাজার বনিতা, তৃণ জ্ঞান করে ধরা।
(সুধীরাওর পুনঃ প্রবেশ)
কঠিন হৃদয় তব জানিনা কেমন!
রাজার দুহিতা, ছাড়ি সংসারের সুখ,
অবশেষে, দাসী ভাবে র'য়েছে আশ্রয়ে।
কেন তাঁর এ লাঞ্ছনা? এমন নিঃস্বার্থ
প্রেম দেখেছ কি আর? এত কষ্ট সহি',
চাহে মাত্র সন্দর্শন তব। কিন্তু তুমি
চাওনা ক'রেক তরে, ফিরে তাঁর পানে।

সুধী। যা' কহিলে সত্য সব। হৃদয় বেদন
ভগ্নি! কেমনে দেখা'ব? অদৃশ্য আগুনে,
জ্বলিতেছি দিবানিশি, পূর্ব্ব কথা স্মরি'।
বল, বল, ভগ্নি! জান যদি, নীহারের
চরিত্র কেমন?

অশ্রু। সরলতা ময় সুধু
নীহার-হৃদয়, স্বর্গীয় প্রেমেতে পূর্ণ।
স্বার্থহীন ভালবাসা তাঁর। দেখা দিলে
পাছে তুমি ব্যথা পাও প্রাণে, সেই ভয়ে,
অন্তরালে থাকি', প্রাণ ভরি', পান করে
তব রূপ-সুধা। ধন্য প্রেম!

সুধী। কহিল কি
মিছা মোরে সর্ব্বেন্দ্র তখন. বন্ধুওকি,

প্রতারিত করিয়াছে মোরে? নিজ চক্ষে
দেখেছি কি প্রহেলিকা সুধু?

অশ্রু। প্রহেলিকা,
প্রতারিত ক'রেছে তোমায়; কিম্বা তুমি,
শুনেছ সে সব, নিদ্রা-সহচরী কুট
স্বপ্নের মায়ায়; জাগ্রতে কথনো নয়।

সুধী। নহি আমি বাতুল, উন্মাদ। হেন বন্ধু
কে আছে আমার, উদ্ধারিবে এসঙ্কটে।

অশ্রু। নীহার সতীর শিরোমণি।

সুধী। বল, ভগ্নি!
নীহার নারীর রত্ন, সতীত্ব-নিকষ;
শুনি' প্রাণ হ'ক সুশীতল। উঃ নীহার!

অশ্রু। নীহার তোমার, সতীর আদর্শ। ভ্রাতঃ!
মোর বাক্যে ছিল তব অটল বিশ্বাস,
এইকি দিতেছ তুমি, তা'র পরিচয়?

সুধী। জ্বাল হুতাশন, ভীমবেগে তাহে,
বহুক পবন; দগ্ধ করি দেহ তায়।
দেহের পতন, না হ'লে এখন, সুস্থ
নাহি হ'বে প্রাণ। হৃদয় হ'তেছে দগ্ধ,
কি কাজ শরীরে! ভস্মীভূত হ'ক দীপ্ত
পাবক-শিখায়। কিকাজ বাঁচিয়া আর! (প্রস্থান)

অশ্রু। বিধি কি নিষ্ঠুর, সতীর কপালে ছিল
এমন লাঞ্ছনা? বিবেচনা হীন বিধি। (প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উদ্যানস্থিত লতাগৃহ।

নীহার আসীন।

গীত।

মন ! গাওরে সে নাম।
নাথ নাথ বলি' ডাক অবিরাম ॥
ধ্যান কর হৃদে, সে যুগ্ম পদে,
সে পদ ভেবে মর্‌লে পা'বি মোক্ষধাম ॥

সুধীরাওর প্রবেশ।

সুধী। পাগলিনী, পাগল ক'রেছে মোরে। যাই,
কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসি বারতা।
(নীহারের কাছে গিয়া) রাজবালে!

নীহার। (সশব্যস্তে উঠিয়া) মহারাজ!
দাসী আমি ; দাসী বলি' সুধাও আমারে।

সুধী। কোন দুঃখে দাসী বৃত্তি করেছ গ্রহণ ?

নীহার। (সরোদনে) মহারাজ!
কিসুখ আমার, যাহে র'ব অন্য ভাবে ?
দাসী হ'তে কিবা দোষ ? পত্নী বলি দিলে
পরিচয়, ব্যথা পাও প্রাণে। যদি কহি
প্রেম-ভিখারিনী, থাক অধোমুখে ; সুধু

তাহা নয়, হেরিলে আমায়, ব্যথা পাও
মনে। তাই কহি, দাসী আমি ; সংগোপনে
আছি তব পুরে।

স্থধী। হয়না বিশ্বাস যেন
তোমার কথায়, কিন্তু দুঃখ হয় দেখি'
তব মুখ। সব কথা ভুলে' গিয়ে, পূর্ব্ব
প্রেম-স্মৃতি জাগে মনে। ইচ্ছা হয়, বুকে
ধরি। কিন্তু কে যেন, অলক্ষ্যে মোর হাত
চাপি' ধরে।

নীহার। (সরোদনে) হ'য়েছি অবিশ্বাসিনী কোন্
পাপে আমি ? শয়নে, স্বপনে, নাহি জানি
তোমা বই। ইচ্ছা হয়, ঘৃণা কর ; রাগ
হয়, শিরে কর পদাঘাত, দুঃখ নাহি
তায় ; কিন্তু বাক্য-বাণাঘাতে, বিদ্ধ যদি
কর প্রাণ মোর, নারিব সহিতে তাহা।
তোমারে বাসিলে ভাল, যদি হয় পাপ,
আমি তবে নিতান্ত পাপিনী। সেই পাপে
নাহি ক্ষোভ মনে।

স্থধী। এই ভাবে কেন হেথা ?
কেন তুমি কষ্ট সহি', র'য়েছ এখানে ?
আমার দর্শনে হ'বে, কি সুখ তোমার ?
বাড়ে তায় একমাত্র যন্ত্রণা আমার।
তব আগমনে, আর তোমার দর্শনে,
দিবানিশি কি আগুন দহিছে আমারে,
পারিনা দেখাতে তাহা।

নীহার। (সরোদনে) স্বেচ্ছায় আসিনি,
দুঃখ দিতে তব প্রাণে। জানি, মহারাজ!
নয়ন তোমার, ঘৃণা করে মোর কায়া।
তোমার প্রণয়, পদাঘাত করে মোর
শিরে। বুঝায়েছি কত মনেরে আমার;
তথাপি অলক্ষ্যে যেন টানিয়া আমায়,
এনেছে তোমার কাছে। কি ক্ষতি তোমার?
পত্নী-সনে, সিংহাসনে, বসিবে যখন,
দূরে, পদতলে বসি, করিব বীজন।
মাধবী বেষ্টিলে প্রেমে, সহকার-শাখা',
পদমূলে থাকে নাকি, সামান্য ব্রততী?

সুধী। (আবেগে) নীহার! নীহার!
কহ সত্য করি', কলঙ্কিনী নহ তুমি।
তোমারে হৃদয়ে ধরি', প্রেম-সুধা পান
করি', দগ্ধ প্রাণ মোর, করি সুশীতল।

নীহার। (সুধীরাওর পদধারণকরতঃ সরোদনে) প্রাণেশ্বর!
না, না, নরনাথ! সকলি সহিতে পারি,
বিনা তব মুখে, কলঙ্কিনী নাম। হায়!
যাঁর তরে পিতৃস্নেহে হয়েছি বঞ্চিতা,
যাঁর আশে, গৃহ বাসে, হ'য়েছে কণ্টক,
তাঁরি মুখে শুনি' যদি কলঙ্কিনী-নাম,
জীয়ন্তে জ্বলন্ত বহ্নি দহে দেহ মোর!

সুধী। তোমার অধিক দহে অভাগা-হৃদয়। (প্রস্থান)

দুঃশীলা। (প্রবেশ করতঃ নীহারকে পদাঘাত করিয়া)
ওঠ্, পাপীয়সি ! বুঝেছি চরিত্র তোর।
এই তোর সতীত্ব-বড়াই ? রূপ দেখে,
ভুলেছিস্ স্বীয়-পতি-কথা ! কি সাহস !
দাসী হ'য়ে স্বামিনীর প্রেমের কণ্টক!
কলঙ্কিনী কহে "আমি পতি-বিরহিণী" ;
এই তোর পতি-প্রেম ?

নীহার। (উঠিয়া) দেবি ! কহি শুন,
কুলটা, দুঃশীলা নই।

দুঃশীলা। সতী-শিরোমণি।
তোর মত সতী নারী, জগতে বিরল।
তোর সতীত্ব-রতন, শোভে ভাল, যা'র
তা'র গলে। যা'র কাছে থাকিস যখন্,
করিস্ যৌবন দান, তা'রেই কেবল।

নীহার। কেন অকারণ দোষ মোরে ? বক্ষ চিরি'
কেমনে দেখা'ব, কে বসিয়া পতিরূপে,
মোর হৃদাসনে ? ধর্ম্ম জানে, সতী কিনা।
প্রেম-ভিক্ষা নাহি মাগি, তব পতি-কাছে।
স্বধু সন্দর্শন চাই। দেখিতে তাঁহারে,
চাহে প্রাণ, আঁখি রহে আশা-পথ চেয়ে।

দুঃশীলা। ছলনা রোদনে আর নাহি প্রয়োজন।
সতী তুই, তাই পরপতি দেখিতে বাসনা।
দাসী তুই, তাই সাধ, প্রেমের নাগরী
হ'তে। ভুলা'তে, নাথের মন, কত তাই

করিস্ মায়া রোদন! এ পুরে, হ'বেনা
স্থান তোর।

নীহার। দেবি! দুঃখিনীরে করিওনা
আশ্রয় বিহীনা। একাকিনী কোথা' যা'ব?

দুঃশীলা। আশ্রয় বিহীনা তুই! শুনি' হাসি পায়।
যা'র কাছে গিয়া, হাসি হাসি মুখে, দিবি
প্রেমদান, সেই তোরে, কণ্ঠহার করি',
তুষিবে যতনে। তোর মত কুলটার
আশ্রয়-অভাব? কে বলে দুঃখিনী তুই,
আশ্রয় বিহীন? আমার সমান হ'য়ে,
প্রেমলাভে অভিলাষ তোর। তুচ্ছ জ্ঞান
করিস্ আমারে। এখনো চলে' যা তুই
অন্য স্থানে।

নীহার। বজ্রাঘাত করিও না শিরে।
কেমনে রহিব, ছাড়ি' প্রাণনাথে? কহি
শুন আ'জ তবে। রাজরাণী তুমি, আমি
রাজদাসী। তুমি হৃদয়ের ধন, হৃদে
বসি' কর প্রেমালাপ; আমি মাত্র তাঁর
পায়ের পাদুকা, ভালবাসি তাঁর পদে
থাকিয়া নিয়ত, লভিতে দর্শন। তুমি
চাও সহবাস, আমি চাহি পদসেবা।
তুমি প্রেমনীরে, সুসিঞ্চিত করি' অঙ্গ
তাঁর, কহি' প্রেম কথা, জানাও অতল
প্রেম; আমি বিরহের অশ্রুনীরে, ধৌত

করি' পদ, হতাশ-নিশ্বাসে, হৃদয়ের
ঝঞ্ঝাবাত জানাই তাঁহারে।

দুঃশীলা।   সোহাগিনী,
কতই সোহাগ জানে। বৃথা অশ্রুজল।
চলে' যা যথায় মন। নয়, হেথা হ'তে
মস্তক-মুণ্ডন করি' দিব তাড়াইয়া।

(বেগে প্রস্থান)

(অশ্রুমালার প্রবেশ)

নীহার।   দিদি!
কি কুক্ষণে জন্মেছিল ধরাতে নীহার!

অশ্রু।   কি কুক্ষণে হেরেছিলে নিঠুর প্রেমিকে!
ধন্য প্রেম! ধন্য তা'র খেলা! ধন্য তুমি!
এত কষ্ট সহিছ অন্তরে! বোন্! বড়
দুঃখে বুক ফেটে যায়। চল যাই, কাজ
নাই এখানে থাকিয়া। সন্ন্যাসিনী হ'য়ে
রহিব দু'জনে।

নীহার।   দিদি! মন নাহি চাহে.
যেতে। পতিরে ছাড়িয়ে, কোথা' যা'ব আর?

অশ্রু।   কি ফল এখানে থাকি'? মনে মনে ধ্যান,
যথা' ইচ্ছা পারিবে করিতে। হেথা' থাকি'
বিশেষ কি ফল?

নীহার।   নাহি পা'ব দরশন।
আরো দিদি! মরিতে বসেছি আমি, নাহি
বেশী দিন আর। এতকষ্ট সহি' এতদিন,

কেমনা মরিব, মৃত্যু কালে, পতিপদ
দেখিতে দেখিতে? তাই এত দুঃখ সহি।

অশ্রু। চুপ কর, শুনিতে পারিনা আর। তব
কথা শুনি', হৃদয় বিদীর্ণ হয়; সঙ্গে
সঙ্গে, আমিও হ'তেছি সারা, তব দুঃখ
হেরি'। প্রেম প্রেম করি, জীবন হারা'বে,
আমারে কাঁদাবে, তবু ছাড়িবেনা তাঁরে?

নীহার। এ প্রেমে কি সুখ, দিদি! জানেন ঈশ্বর।
মোহ নয়, ইহা পতি-প্রেম; পতি-প্রেম,
সতী ভুলিবে কেমনে? এই পতি-প্রেম
বাহ্য জগতের ঘোর তুমুল সংগ্রামে,
রহে স্থির, বাড়বাগ্নি, যেমন নিশ্চল,
উথলে বারিধি যবে প্রলয় পবনে।
কিন্তু দিদি! আর দেরি নাই। ধীরে, ধীরে
আসিছে শমন, কেড়ে নিতে, এই প্রেম।

অশ্রু। কাঁদিওনা বোন্! কেঁদেছ অনেক; আর
কত কাঁদিবে জীবনে? এসেছিলে তুমি
কাঁদিবার তরে, কাঁদিয়া যাইবে চলি',
কাঁদায়ে আমারে। চল, এবে গৃহে যাই।

নীহার। বাহিরে বসিয়া কাঁদি, দিদি! তাই ভাল।
গৃহে, কি আছে আমার?

অশ্রু। যা'নিয়ে এসেছ
সংসারে। অশ্রুজল আর অশ্রু সম্বল।

নীহার। মোর তরে, দিদি! তুমিও পেতেছ দুঃখ।

অশ্রু। তব সহ বাস, মাত্র দুঃখিনীর সুখ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর সংলগ্ন অলিন্দ।

সুধীরাওর প্রবেশ।

সুধী। অনাদৃত রত্ন কাছে, কলুষিত বলি'
গ্রহণ করিতে নারি। প্রথমে উদাত্ত,
সন্দেহ-অঙ্কুর, হৃদে করিল বপন।
তা'র পর সখার বচন। স্বনয়ন
শেষে, প্রত্যক্ষ করিল ঘৃণিত ব্যাভার।
সর্ব্বশেষে নাহি জানি, কঠোর বচন
কা'র, অন্তরাল হ'তে, নীহার-চরিত্র
দূষিল বিস্তর। বিষম প্রত্যক্ষ তাহা।
সে সকল উপেক্ষিব, কেমনে এখন ?
এদিকে নীহার, আর নয়নাশ্রু তাঁর,
স্বচ্ছ মুকুরের মত দেখায় হৃদয়।
পাঠায়েছি বহুজন, সর্ব্বেন্দ্র-উদ্দেশে।
কেউত আসেনা ফিরি', উদ্ধারিতে মোরে !

(অশ্রুমালার প্রবেশ)

দেখিও নীহারে, ভগ্নি ! যত্নে রেখ তাঁ'রে।
অভাগার তরে সহে এমন গঞ্জনা।

অশ্রু। যা'র তরে সহে সতী, নানা মত ক্লেশ,
সে যদি কঠোর প্রাণে, করে অনাদর,
কি সুখ সম্ভবে আর অন্যের আদরে ?

সুধী। সকলি বুঝিতে পারি ; দুরদৃষ্ট মোর।
পত্নী-সুখ নাহি ছিল, অভাগার ভালে।

নীহারেরে পেয়েছিনু যবে, ভেবেছিনু
চিতে, সুখী আমি সুধু, দাম্পত্য-প্রণয়ে ;
কিন্তু দেখ, তাহে বিধি-বিড়ম্বনা।

অশ্রু। কেন !
দাম্পত্য-প্রণয়ে তব কিসের অভাব ?
তুমি যে পুরুষ ; একে ত্যজি' অন্য পত্নী,
করিতে গ্রহণ, বাধা নাই তব ; তা'র
তরে কেন বৃথা খেদ ? পরিণীতা ভার্য্যা
তব, র'য়েছে দুঃশীলা, আদরের ধন।
কিন্তু অবলা নীহার, পারেনি তোমারে
ত্যজি', অন্যজনে পতিত্বে বরিতে। তাই
শত দুঃখ সহি', চেয়ে আছে তব পানে।
যত দুঃখ তাঁর ; তুমিত র'য়েছ সুখে।

সুধী। জানি, সমান দুঃখিনী তুমি নীহারের
দুঃখে, তাই অভিমানভরে, করিতেছ
তিরস্কার, ভ্রাতারে তোমার ; কিন্তু ভগ্নি !
জান তুমি, নীহারের প্রতি, হয়েছিল
বড় ঘৃণা মোর, বন্ধুবাক্য, স্বনয়ন,
কারণ তাহার। এবে নিরখি' নীহারে,
সেই ঘৃণা নাহি আর ; তবু সন্দেহের
না হয় খণ্ডন ; তাই নীহার-ব্যথায়,
ব্যথী কিনা, পারিনা দেখা'তে।

অশ্রু। তাঁ'র দুঃখ
তুমি বুঝিতে যদ্যপি, এতকষ্ট তবে

সহিতনা, পতিপ্রাণা নীহার এখানে।
রাণী তব, পারিতনা এতকষ্ট দিতে।
নীহারের প্রতি যেই বিদ্বেষ তোমার,
হ'বেনা কহিতে আর; তব রাণীর যে
ব্যবহার, তাহাই দৃষ্টান্ত তা'র; অন্য
চিহ্ন, পুনঃ পরিণয়।

সুধী। ভগ্নি! অনিচ্ছায়,
পুনঃ পরিণয় দুঃশীলার সনে। ভগ্নি!
তাঁহার সঙ্গমে, অসুখিত চিত্ত মোর।
হ'ত যদি তাঁর মন, নীহারের মত,
তবু কিছু শান্তি হ'ত দগ্ধ প্রাণে মোর।
ভাগ্যদোষে, তাঁর সব বিপরীত। ক্রোধে,
বাঘিনীর সম, হিংসাপূর্ণ হিয়া তাঁর;
মত্ত অহঙ্কারে, বৃথা গৌরবে মানিনী।
দুঃখ বিনা সুখ কোথা' এপত্নী-সঙ্গমে!

অশ্রু। যেজন বারেক মাত্র পারিজাত ফুল,
গলায় পরিয়া, মুগ্ধ হ'য়েছে সৌরভে,
সে জন হয়কি তৃপ্ত, কিংশুক-আঘ্রাণে?
উঃ, সতী সহিছে লাঞ্ছনা কত! বাঘিনী,
দিনেকের তরে, সুস্থিরে রাখেনা তাঁরে।
হায়! দুঃখিনী কেবল, মোর কাছে বসি',
মর্ম্মভেদী অশ্রুজলে, ভাসায় মেদিনী,
আর ছাড়ি' দীর্ঘশ্বাস, কহে "দিদি! মোর
এদুঃখের হ'বেনাকি অবসান আর"?

স্থধী। (আবেগে) ভগ্নি!
কহিও নীহারে, আমি তাঁর দাস। বেশী
দিন আর হ'বেনা সহিতে; সে আমার।
মনেরে প্রবোধ দিব; বুঝা'ব সকলে,
নীহার কলঙ্কহীনা। পারিব, পারিব
পাশরিতে সর্বেন্দ্রের কথা। উদাত্তের
কথা, বাতুল-প্রলাপ প্রায়, উড়াইব
হাসি'। স্বনয়ন প্রতারক, প্রবোধিব
মনে; বজ্রপাতি' ল'ব শিরে, যদি হয়
প্রয়োজন; যায় যাক্ রসাতলে সব;
আমি নীহারে পূজিব, নীহারে তুষিব।

অশ্রু। তাকাও নীহার-পানে, দেখ দুঃখ তাঁর।

স্থধী। হৃদয়ে ধরিব, আদরে রাখিব আমি
নীহারেরে। যায় প্রাণ, নীহার বিহনে।
বল, ভগ্নি! কোথায় নীহার!

অশ্রু। কাঁদে বসি'
প্রমোদ-উদ্যানে। যেই বিটপি-ছায়ায়
বসি', দুঃশীলার সনে, কর প্রেমালাপ,
দুঃখিনী আবেগে, পতি-প্রেম-রাগে, বসি'
তথা', বর্ষে অশ্রুজল। তুমি বস সেই
স্থানে, তাই শ্লাঘনীয় সেস্থান তাঁহার।
নীহার তোমার ধন; বল দেখি মোরে,
তুমি না তুষিলে, কে আর দেখিবে তাঁরে?

সুধী। যাও, ভগ্নি! নিজ কাজে ; একাকী বসিয়া,
কাঁদিয়া করিব মোর দুঃখের লাঘব।

অশ্রু। দুঃখিনী নীহার-কথা থাকে যেন মনে। (প্রস্থান)

সুধী। একদিকে প্রেম, সন্দেহ অপর দিকে।
উভে রত ঘোর রণে। কি করি এখন!
বিবেচনা জয়লক্ষ্মী, দেয় কোল, কভু
প্রেমে, কভু বা সন্দেহে। কি উপায় মোর।

নেপথ্যে গান।

সেধে দিনু যা'রে প্রণয় ধন কেন সে ফিরে দিল।
যাহার চরণে বিকানু প্রাণ, কেন সে ভুলে গেল ॥
প্রেম করিয়ে প্রেম লাভ, হইবে মনে ছিল,
পেয়েছি বিরহ গরল রাশি, কাঁদিয়া দিন গেল।
স্বেচ্ছায় প্রেম-সাগর-সলিলে,
সাঁতার দিয়ে পড়ে' অকূলে, ডুবিয়া প্রাণ গেল।

(পারিজাতের প্রবেশ)

পারি। চিনিতে পারকি মোরে? মহারাজ! এবে
হয়কি স্মরণ এই দুঃখিনীর কথা?

সুধী। একি! পারিজাত! কোথাহ'তে এলে তুমি?
তৃপ্তি হ'ল মন মোর, তোমার দর্শনে।
বহু দিন পরে দেখা। কুশল ত সব?

পারি। বজ্রাহত বিটপীর কুশল যেমন;
মণিহারা ফণিনীর সম্ভবে যেমন।
বড় তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ হৃদয় আমার।
বাঁচিবনা বেশী দিন আর। ছাড়ি গৃহ,

ভ্রমি বনে বনে। উহুঃ প্রাণ ওষ্ঠাগত
মোর, তথাপি ছাড়েনা দেহ।

সুধী। পারিজাত!
একি ভাব তব? কি দুঃখে পীড়িত তব
কোমল হৃদয়?

পারি। কোমল হৃদয়া নারী!
না, না, কঠিন পাষাণ প্রায়। নারী বড়
স্বার্থপর, নারী, কামাতুরা, নারী, স্বীয়
সুখ জানে শুধু, অমৃত নারীর মুখে;
কিন্তু অন্তরেতে তা'র, বিষ, হালাহল।

সুধী। সখী তব র'য়েছে এখানে।

পারি। মোর সখী!
কে আমার সখী? মহারাজ! ধরাতলে,
কে আছে ব্যথার ব্যথী, দুঃখিনীর সখী?

সুধী। কেন, পারিজাত! নীহার তোমার সখী।

পারি। ছি! ছি! পাপিনীর কথা, কেমনে আনিলে
মুখে! উহুঃ তা'র নাম চাহিনা শুনিতে।
সখী নহে, ঘোর শত্রু মোর। বিষমাখা
সে নামের প্রত্যেক অক্ষরে। সে সাপিনী।
সে যদি আমার সখী, কেন তবে, বল,
কেন তবে, এহৃদয় হ'তে, কাড়ি' ল'য়ে
প্রাণেশে আমার, দুঃখ দিবে প্রাণে মোর?

সুধী। (স্বগতঃ) ছিঁড়িল আশার তন্তু সমূলে এবার।
মায়াবিনী, কলঙ্কিনী পিশাচী নীহার।

পারি। মহারাজ!
সাবধান, রাক্ষসীরে দিয়েছ আশ্রয়।
সুধী। নীহারেরে কেন সখা করেছে বর্জ্জন?
পারি। পাপিনী কি রাখিয়াছে তাঁহার জীবন,
পাপিনী মজায়ে তাঁরে, রূপের ছটায়,
গুপ্ত ভাবে গৃহ ত্যজি', গেলে পলাইয়া,
অভিমানে ক্রুদ্ধ হ'য়ে, সন্তাপে ভূপতি,
কুলের কালিমারূপ, স্বীয় তনয়ারে,
বধিতে আদেশ কৈল সহ সর্ব্বেন্দ্রেরে।
সর্ব্বেন্দ্রের চিরশত্রু, জনৈক যুবক,
সে সুযোগে শত্রুতার চূড়ান্ত করিয়া,
বধিল সর্ব্বেন্দ্রে হায়! নিদ্রিত যখন;
নৃপসুতা তাই কিম্বা রূপে মুগ্ধ হ'য়ে,
কি জানি কি ভেবে, সে দুষ্ট পামর,
নাশিলনা দুষ্টার জীবন। সব শূন্য
মোর। আছে সব, মহারাজ! নাই মোর
সর্ব্বেন্দ্র কেবল। সর্ব্বেন্দ্র কোথায় তুমি?
সুধী। কি শুনিনু তব মুখে! সত্য কি এ সব?
পারি। তুমিও যে মুগ্ধ, সেই মায়াবিনী-প্রেমে।
কেমনে প্রত্যয় হ'বে এসব বচনে!
কুলটা, মানব-হন্ত্রী, রাক্ষসী নীহারে,
পত্নীরূপে করিতে গ্রহণ, নাহি হ'তে
পারে তব ঘৃণার উদয়; রূপে মুগ্ধ
তুমি। কিন্তু সাবধান তব স্বীয় প্রাণে। (প্রস্থান)

সুধী। শ্রবণ! বধির হও; নয়ন! মুদ্রিত
হও; হৃদয়! হও রে পাষাণ। রসনে!
হও তুমি, কঠোর অশনিসম। এবে
ঘুচিল সংশয়, নীহার আমার নয়।
নীহার কাহারো নয়; নীহার পাপের।
নারীর অসাধ্য নাহি কিছু ধরাতলে
সরলতা, কুটিলতা, বর্ত্তে একাধারে।

(দুঃশীলার প্রবেশ)

দুঃশীলা। কেন বৃথা চিন্তা করি', ক্ষুণ্ণ হও, নাথ!

সুধী। অবসান হইয়াছে চিন্তার আমার।
দূরে গেছে এতদিনে, মনের বিকার।
নীহারে, কহিব হৃদয় খুলিয়া, বৃথা
আশা, বৃথা যত্ন তা'র, ভুলা'তে আমারে।

দুঃশীলা। (স্বগতঃ) পাগলিনী যথার্থই বলেছিল মোরে,
দুষ্টার বিনাশ-অস্ত্র ছিল তা'র কাছে।
(প্রকাশ্যে)। চল আগে বিশ্রাম কারণ। স্বেদ-বিন্দু
দেখিতেছি কপালে তোমার; একি! নাথ!
ছুটিছে ঘর্ম্মের ধারা সর্ব্বাঙ্গে তোমার!

সুধী। হ'য়েছে মীমাংসা মোর চিন্তার এখন।
নীহারেরে হৃদে আর নাহি দিব স্থান। (প্রস্থান)

দুঃশীলা। পাগলিনি!
পূর্ব্ব জন্মে ছিলে তুমি বান্ধব আমার। (পশ্চাৎ গমন)

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রমোদ উদ্যানের তরুতল।

নীহার আসীনা।

গীত।

কেন রে কেন রে অশ্রু বিচ্ছেদ-হুতাশে ঝরে পড় ভূতলে।
প্রেম করি' পেয়েছি তোরে তুই ঝরে গেলে,
দিন কাটা'ব কেমনে কেনরে নিদয় হ'লে॥

(সুধীরাও ও দুঃশীলার প্রবেশ)

(সুধীরাও ও দুঃশীলাকে দেখিয়া)

অই আসিছেন নাথ, আরাম কারণ।
দুঃশীলে! তোমারে ধন্য! আহা! মরি মরি।
নাথের কি রূপ! হেরি' সুপ্ত ভাব জাগে
হৃদে, শরীরে বিদ্যুত খেলে। যাই আমি।

(ধীরে ধীরে অন্যদিকে গমন)

দুঃশীলা। নাথ! দুষ্টা যেতেছে চলিয়া। প্রবেশিতে
নাহি দিব পুরে। অদ্যই তাড়া'ব এরে।
(দ্রুতপদে নীহারের কাছে গিয়া) মহারাণি!
আসিছেন অই, তব আদরের পতি,
প্রেমভরে হৃদয়ে ধরিতে। কেন যাও
চলি'? অই ব্যগ্রমনে, দাঁড়াইয়া তিনি।

নীহার। (স্বগতঃ) হা ঈশ্বর! এ বিদ্রূপ ছিল মোর ভালে!

দুঃশীলা। কেন রহিলে নীরবে? হ'য়েছে কি মান;
কিম্বা ঘৃণা হয়, কথা ক'তে অধীনীর

সনে? অই দেখ ভয়ে, আপনি আসিছে
তব পতি, তব মান করিতে ভঞ্জন।

নীহার। এরূপ বিদ্রূপ করি', কি সুখ তোমার?

(সুধীরাওর অগ্রসর হওন্)

(স্বগতঃ) মন! হেররে নয়ন ভরি'; অভিনব
কি মাধুরি, হেরি পলে পলে। ধন্যা আমি!

সুধী (স্বগতঃ) পৈশাচিক শেল, বিঁধিয়াছে হৃদয়ের
সুদূর সীমায়। (প্রকাশ্যে) নীহার! বচন শুন।

নীহার। নীরবে শুনিছে দাসী, কহ, নরনাথ!

সুধী। জানি, মোর বাক্যবাণে, হ'য়ে জ্ঞানহারা,
জীয়ন্তে মরণ-জ্বালা, কতই সহিবে।
তোমার মঙ্গল-তরে, বাক্য-বজ্র হানি,'
ভস্মিব পাপের তরু, যা'র ছায়াতলে,
আশু সুখ-প্রদ-শান্তি করিছ সম্ভোগ।
ভুলে' যাও মোর কথা; অতীত ঘটনা,
ডুবাও বিস্মৃতি-গর্ভে; কর পরিহার
আমার দর্শন-আশা। আরো কহি শুন,
কে তুমি জানেনা সবে; হেন ভাবে তব
অবস্থিতি, উভয়তঃ দুঃখের নিদান।
করেছি অনেক চেষ্টা, দেখেছি ভাবিয়া,
তোমারে নারিব আর করিতে গ্রহণ।
হেরিলে তোমারে, কেন যে জানিনা, হৃদে
মোর, সহস্র বৃশ্চিক, দংশন করিয়া
করে আকুল হৃদয়।

দুঃশীলা।   আর না থাকিতে
হ'বে ; যথা' ইচ্ছা তোর, চলে' যা ত্বরায় ।

নীহার। (সরোদনে) মহারাণি !
যা'ব, এ পুরী ত্যজিয়ে যা'ব ; কিছু দিন
বাকী। কত দাস দাসী রহে তব পুরে ;
আমিও তেমন কিঙ্করী তোমার। মোর
প্রতি কেন দেবি ! তব আক্রোশ এমন ?

দুঃশীলা। আছে পুরে তোর মত, শত দাসী। নাথ !
মিষ্ট বাক্যে নাহি যা'বে কখনো কুলটা।
ক্রুদ্ধ হ'য়ে, দুষ্ট বাক্য করিলে প্রয়োগ,
এখনি পালিবে আজ্ঞা। এই রাক্ষসীরে,
রাখিলে আলয়ে, বিপদ ঘটিবে তব !

নীহার। ছি, ছি ! সতি ! হেন কথা আনিওনা মুখে !

দুঃশীলা। সাবধান ; নীচ হয়ে উচ্চ কথা মুখে !
দেখিয়া ইহারে, নাথ ! ভয় হয় মনে ;
শীঘ্র কর বিহিত ইহার।

নীহার।   নরনাথ !
আমার দর্শন যদি হয় ঘৃণাকর,
তবে আর দেখা নাহি দিব। দূরে থাকি'
নিরখি' তোমারে, মিটা'ব প্রাণের তৃষা।
যে আশে র'য়েছি হেথা', লাঞ্ছনা সহিয়া,
যে আশে গঞ্জনা এত, সহি অকাতরে,
সে আশা-বঞ্চিতা মোরে, করোনা এখন।
কিছুদিন-তরে, থাকিতে এপুরে, দাও
অনুমতি ; চিরদিন নাহি র'ব আমি।

স্নধী। প্রেম বিনিময়ে, তুমি দিয়েছ গরল।
ধিক্ তব প্রেমে! ধিক্ তব রসনায়!
কলঙ্কিনী করেনা কলঙ্কে ভয়। কেন
ভুলা'তে আমারে আর করিছ যতন?
জ্বালায়েছ মোরে, যত সাধ্য ছিল তব।
এখন বুঝেছি, সকল জেনেছি; তাই
কহি, বৃথা তব মায়ার বিস্তার, বৃথা
অশ্রুজল তব; কঠিন হ'য়েছি আমি।

নীহার। (সরোদনে) এইরূপে কেন? র'য়েছে উপায় কত,
বধিতে দাসীরে। ছাড় কঠোর বচন।
যাইব এ পুরী ত্যজি'; কিছুদিন দাও
অবসর, সব দিক্ রহিবে বজায়।

স্নধী। টলে না, গলে না প্রাণ, মায়াবিনী তুমি।

দুঃশীলা। আর কেন, সতি! শুনিলে ত তুমি, তব
পতির বচন। তবে কেন আর তব
এ মায়া রোদন? ভুলিবনা আর আমি
ছলনা রোদনে। যথা ইচ্ছা যাও এবে।
কালামুখ তব, চাইনা দেখিতে আর।

নীহার। বেশী দিন আর হ'বেনা দেখিতে। তব
যত পদাঘাত, পশেছে শরীরে মোর,
মহাব্যাধিরূপে; দিন দিন তাহে ক্ষয়
দেহের আমার; অচিরে হইবে ভস্ম,
তব বাক্যানলে। অল্পকাল তরে, কেন
দুঃখিনীর প্রাণে, দিবে দারুণ আঘাত?

(সুধীরাওর পদতলে পতিতা হইয়া) নরনাথ !
বাক্যহীন কেন তুমি ? একান্ত বিমুখ
যদি মোর অনুনয়ে, এক ভিক্ষা দাও ;
ক্ষণেকের তরে, দাও চরণ দুখানি,
একবার হৃদে রাখি' ধুই অশ্রুনীরে।

সুধী। পাপ-পরিণাম শুধু নিষ্ফল রোদন। (প্রস্থান)

নীহার। (সরোদনে) প্রাণেশ্বর !
শুনিলেনা দুঃখিনীর কথা ; বুঝিলে না,
দাসীর বেদন, রাখিলে না, শেষ কালে
একটী বচন ! থাক, সুখে থাক তুমি ;
শুনিয়া তোমার সুখ, মরি যেন আমি।
(দুঃশীলার পদধারণ করতঃ) মহারাণি !
নারীর প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম, দয়ার প্রকাশ।
সে সাহসে, বাঁধি' বুক, কহি তব কাছে,
ফিরে চাও দুঃখিনীর পানে। তুমি বিনা
কা'র সাধ্য এ বিপদে তারে ? ঘোরঘন
করে যবে, গগন আবৃত ; তা'র অঙ্ক
বিহারিণী চপলা কেবল, দিশাহারা
জনে, দেখায় সরণি।

দুঃশীলা। (পদাঘাত করতঃ) দূর হ, সৈরিণি !
তোর মত কুলটারে, ছুঁলেও শরীরে
হয় পাপের সঞ্চার।

নীহার। (সরোদনে) পদাঘাত কর,
যত মনে লয়, ব্যথা বোধ নাহি আর।

বজ্রাঘাতে যে বিটপী, বিশুষ্ক, নীরস,
কি যন্ত্রণা আর তার দহন-দাহনে ?
শুন, দেবি ! শুন, মৃত্যু-কাল উপস্থিত
মোর ; এক ভিক্ষা দাও এসময় ; তব
প্রাণ নাথ রহে যেন সম্মুখে আমার,
প্রাণ বায়ু দেহ ছাড়ি' উড়িবে যখন।
এভিক্ষা নাদিলে, আমি ছাড়িবনা পদ।

দুঃশীলা। (জোরে পদ ছিনাইয়া)
ঘৃণিত পিশাচী তুই ; এখনো ওকথা
আনিস্ বদনে ? ইচ্ছা হয়, পদাঘাতে
তোর মস্তক চূর্ণিতে।

নীহার। ছিল হেন দিন,
যবে তব প্রাণনাথে, আমিও ডেকেছি
প্রাণ পতি বলি'। ছিল এমন সময়,
যবে পত্নী বলি', তিনিও সাদরে, নিজ
চরেণ দিতেন স্থান। দুর্ভাগিনী আমি,
হেন পতি-প্রেমে, তাই হয়েছি বঞ্চিত !
মহারাণি ! ভগ্নী তুমি, হৃদয়ের কথা,
কহিনু তোমার ঠাঁই। পূর্ব্ব স্মৃতি বলে,
ব্যাকুল হ'তেছে প্রাণ। কা'র নাহি হয়
সাধ, হেরিতে স্বামীরে ?

দুঃশীলা। নহি ভগ্নী তব ;
তোমায় আমায় অনেক প্রভেদ। তুই
মায়াবিনী ; মায়াকান্না শুনিবনা আর।

নীহার। মরিতে চলেছি আমি, তবু কি তোমার,
হ'বেনা রোষের শান্তি ? কিদোষ করেছি,
জ্বালালে হৃদয় যাহে ঘৃণার অনলে ?

দুঃশীলা। চক্ষুঃ-শূল কুলটা আমার। কেন তুই
মজাইতে চেয়েছিলি, মোর প্রাণনাথে ?

নীহার। দেবি!
তব পতি, তোমারি রহিল। "পতি" বলি
কেন তাঁরে, জেনেছ সকল। ঠিক জেন
মনে, পতির চরণে, মরিব নিশ্চয়!

দুঃশীলা। বাক্যব্যয় মিছা মোর। দেখ্ তবে তুই,
কেমনে তাড়াই তোরে, এই পুরী হ'তে।

(বেগে প্রস্থান)

নীহার। বিধিই বিমুখ, ওত সামান্য মানবী।

(গীত।)

এ সময় দে মা অভয় কোলে নিয়ে শিবরাণি।
তুই ত গো মা জগৎমাতা, সংসারের তাপ নিবারিণী ॥
সংসারে মা বড় জ্বালা, কত স'বে বল অবলা,
দুঃখের কথা বল্‌ব কি মা আমি যে দুখের সঙ্গিনী ॥
হারায়ে পিতার স্নেহ এনু পতি-সদনে,
প্রেমে বঞ্চিতা হ'য়ে মরিমা প্রাণে,
প্রেমময়ী তুমি তারা, স্নেহে মা তোর প্রাণ ভরা,
প্রেমভরে মা কোলে নিয়ে, স্নেহভরে ডাক্ জননি ॥

(অশ্রুমালার প্রবেশ)

অশ্রু। নীহার!
সেই কান্না! একি! একি! কেন কাঁপিতেছ

তুমি ? অনলের মত, উত্তপ্ত শরীর।
একি ! ধুলি মাখা কেন সর্ব্বাঙ্গ তোমার ?

নীহার। দিদি ! পদাঘাত চিহ্ন ইহা। এতদিনে,
সব সাধ ফুরা'ল আমার। একবার
চোখের দর্শন ; দিদি ! তাও, শেষ হল।

অশ্রু। একি পদাঘাত ! কার পদাঘাত ইহা ?

নীহার। এ রাণীর পদাঘাত ; দিদি ! তবু বুঝি,
মৃত্যুকালে, পতির চরণ দেখে, মোর
না হ'ল মরণ। তিনিই দিলেন বাধা।

অশ্রু। এখনো কম্পিত হয় শরীর তোমার।
বুঝেছি, বিষম জ্বর পশেছে শরীরে।
চল এবে গৃহে চল।

নীহার। পতির নিষেধ
আর এখানে থাকিতে।

অশ্রু। আর দিন দুই
তরে, দিবে নাকি রহিতে এ পুরে ? পরে,
সুস্থ হ'লে তুমি, উভয়ে চলিয়া যা'ব।
বুঝেছি সকল, নির্দ্দয় তোমার পতি।
তুমি আর তাঁর কথা আনিওনা মুখে।

নীহার। যত দিন বাঁচি' পতি-নাম যপমালা
মোর। শত হ'ক্ আমি দাসী তাঁর পদে।

অশ্রু। (নীহারকে বক্ষে ধারণ করতঃ)
কেঁদে কি হ'বে এখন আর? গৃহে যাই। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপুরীর প্রাঙ্গণ।

(সুধীরাও ও তৎপশ্চাৎ সন্ন্যাসীর বেশে সর্ব্বেন্দ্রের প্রবেশ)

সুধী। মৃত দেহে, সখে! করিলে জীবন দান।
এস, সখে! করি আলিঙ্গন। আজ তুমি
সন্তপ্ত হৃদয় মোর করিলে শীতল।
আহা! নীহার আমার, কত কষ্ট সহি',
করিতেছে দিনপাত, পুরীর মাঝারে।
নির্ম্মম হৃদয়ে, করেছি নীহারে কত,
কঠোর ভর্ৎসনা। সতী, অশ্রুনীরে, মোর
তরে, ভাসায় মেদিনী। এবে ক্ষমা মাগি'
তাঁর কাছে, হৃদয়ে ধরিব; দাস হ'য়ে,
রহিব তাঁহার কাছে। দেখিলে নীহারে,
সখে! হ'বে তুমি কাঁদিয়া আকুল। নাহি
তাঁর সৌন্দর্য্য, লাবণ্য; নাহি, তাঁর সেই
মনোহর দেহের গঠন। কাঁদি' কাঁদি',
অনশনে, জাগরণে, বিরহ-হুতাশে,
মলিনা হ'য়েছে সতী। আমি কি নিষ্ঠুর!

সর্ব্বেন্দ্র। এই অভাগাই তাঁর দুঃখের নিদান। সখে!
লজ্জা হয় তব কাছে, দেখা'তে বদন।
নাই পাপী ধরাতলে, আমার মতন।
পাপানলে দগ্ধ হয় আমার হৃদয়।
ইচ্ছা ছিল মোর, ভাগীরথী-নীরে পশি'

বিসর্জ্জন দিব, পাপের আধার মোর,
এ তুচ্ছ জীবন; কিন্তু হ'লনা সাহস।
লোকালয়ে যেতে, যেন ডরে কাঁপে হিয়া।
তোমাদের ক্ষমা মাত্র সম্বল এখন।
এপাপের প্রায়শ্চিত্ত অন্য কিছু নাই।
ধাইয়া আসিনু তাই. তোমাদের কাছে।
যদি সখা বলে', পূর্ব্ব প্রেম-ভরে, কর
মার্জ্জনা পাপীরে, শান্তিতে মরিতে, পা'ব
অবসর।

সুধী। অনুতাপ কর, সখে! দূর।
যেই উপকার তুমি করিলে এখন,
ভুলিবনা এ জীবনে। রহিনু তোমার
কাছে বাঁধা চির ঋণে। চল সখে! এবে
নীহার-সমীপে; মন হ'তেছে ব্যাকুল,
তাঁর কাছে ক্ষমা মাগি' হৃদয়ে ধরিতে।

সর্ব্বেন্দ্র! কোন্ প্রাণে তাঁরে আর দেখাব বদন?
লজ্জা হয় যেতে তাঁর কাছে।

সুধী। আহ্লাদিত
মনে সখে! তুষিবে তোমারে। নাহি জান
তুমি, তোমা হ'তে আজ, কত উপকার
তাঁর হয়েছে সাধিত; কৃতজ্ঞতা-পাশে
বদ্ধ তব কাছে।
(সর্ব্বেন্দ্রের হস্ত ধারন করতঃ) এস, সখে! নাহি সহে
ব্যাজ! মুহূর্ত্ত প্রলয় বোধ হয় এবে
মোর।

সর্ব্বেন্দ্র। চল যাই আমি, দেবীর দর্শনে ;
পদে ধরি' ক্ষমা ভিক্ষা চাহিব কাতরে।

(উভয়ের গমনোদ্যোগ ও ব্যস্তভাবে অশ্রুমালার প্রবেশ)

অশ্রু। ভ্রাতঃ!
কি করেছ নীহারেরে, কঠিন হৃদয়ে।
কোথায় রেখেছ তাঁরে, কহ দয়াকরি'।
কহ সত্য, রেখেছ ত জীবিতা তাঁহারে ?
যদি রেখে থাক, বল কোথা' সে এখন ?
নীহার-নিকটে যা'ব। নিদারুণ, ধিক্
তব প্রেমে ! অবশেষে নীহারে বধিতে.
হলেনা কুণ্ঠিত !

সুধী। সেকি ভগ্নি ! একি কথা !

অশ্রু। কিছু নাহি জানিবে এখন ; জেনেছিলে
সতী জীবিতা থাকিতে। বল, কোথা' নিয়ে
তাঁরে করেছ বিনাশ ; কিম্বা কোন্ স্থানে.
বিসর্জ্জন করিয়াছ সোনার প্রতিমা ?
হেরি' তাঁ'র মলিন বদন, হ'ল নাকি
তব প্রাণে দয়ার সঞ্চার !

সুধী। সেকি ! ভগ্নি !
উদ্বিগ্ন হৃদয়মোর. কি হ'য়েছে বল।

অশ্রু। অভিলাষ তব, হয়েছে পূরণ। গত
রাত্রে খেয়েছ নীহারে। নীহার কোথায় ?

সুধী। সেকি ! ভগ্নি !' নীহার পুরীতে নাই ! তবে
নীহার কোথায় ?

অশ্রু। "কোথায়," জিজ্ঞাস মোরে ?
ধূর্ত্ত, শঠ ! এজন্য কি গভীর নিশীথে,
ডাকিতে পাঠিয়েছিলে, দুঃখিনী নীহারে !
শীঘ্র বল, নীহার কোথায় ? তা'নাহ'লে,
আরো এক নারীহত্যা-পাপ, তব দেহে
এখনি পশিবে।

সুধী। (ব্যস্ত হইয়া) ভগ্নি ! বল স্পষ্ট করি'
মোরে ; তব কথা, কিছুই বুঝিতে নারি।

অশ্রু। প্রতিদিন দুঃশীলার তীব্র পদাঘাত,
এনেছিল তাঁর দেহে, অচিকিৎস্য ব্যাধি।
পাষাণ, নির্দ্দয় তুমি, দেখেও দেখনি
তাহা। আরো কত করিয়াছ তিরস্কার,
তাঁরে ! কহিলে নির্ম্মম হ'য়ে, ছেড়ে যেতে
পুরী। হায় ! তব এই কঠোর বচনে,
মর্ম্মাহত' হ'য়ে, শয্যাগত ছিল সতী ;
বিষম জ্বরেতে পুনঃ আক্রমিল তাঁরে।
কেউত দেখেনি তাঁরে, চিকিৎসা-কারণ
আমি সুধু কাছে থাকি, অশ্রু বরিষণে,
করিতাম নীহারেরে, সান্ত্বনাপ্রদান।

সুধী। ভগ্নি ! তবে কি নীহার নাই পুরীমাঝে ?
জীবিতা নাহি কি তবে নীহার আমার ?

অশ্রু। মায়া কান্না কাঁদি' এবে, কেন এ আক্ষেপ ?
বুঝেছি হৃদয় তব ; বলে' দাও মোরে,
কোথায় নীহার ;—যা'ব আমি তাঁর কাছে।

সর্ব্বেন্দ্র। সখে!
কিছুই নারিনু বুঝিতে; নাহি কি তবে
জীবিতা নীহার?

সুধী। আমিও বুঝিতে নারি।
কি হয়েছে খুলে' বল, ভ্রাতারে তোমার;
ভগ্নি! এখনি নতুবা, যা'বে প্রাণ মোর।

অশ্রু। গতরাত্রে গভীর নিশীথে, এক দাসী
গিয়া কহিল নীহারে; "রাজার আদেশে,
আসিয়াছি আমি, দেবি! লইতে তোমারে।
বিশ্রাম আগারে বসি' নরেশ এখন।"
ইহা কহি,' বিশ্বাস-কারণ, দেখাইল
তব হস্তের অঙ্গুরি। শুনিয়া আনন্দে
সতী, হইল বিভোর। সে সময় নাহি
ছিল শক্তি তাঁর, উঠিয়া বসিতে; কিন্তু
শুনি দাসীর বচন, যেন কত বল,
সতী পাইল তখন; তখনি উঠিয়া,
চলিল দাসীর সনে, পুলকিত মনে।
আমারে কহিল, "দিদি! কর আশীর্ব্বাদ,
চিরকাল রহে যেন এ সুখ আমার"।
হায়! দুর্ভাগিনী আমি! অগ্র, পশ্চাৎ নাহি
দেখিনু চিন্তিয়া; আনন্দে বিভোরা হ'নু
নীহারের সুখে। কিন্তু হায়! বুঝিয়াছি
এবে, কি জন্য নীহার প্রতি, হয়েছিল
দয়া। হৃদয়ে ধরিতে নহে; ঘুচাইতে

দুঃখিনীর সংসার-যন্ত্রণা। উঃ নীহার !
তোর সনে আর মোর হ'লনা সাক্ষাৎ !
পিপাসার কালে, কে দিবে এখন, তোর্
মুখে জল ? ভগ্নি ! কোথায় এখন তুই ?

সুধী। (আবেগে) ভগ্নি !
কি শুনা'লে মোরে ; কে করিল মোর শিরে
অশনি নিপাত ? কোথায় অঙ্গুরি মোর ?
কে আমার সর্ব্বনাশ করেছে সাধন ?
বুঝেছি, বুঝেছি সব ; দুঃশীলা রাক্ষসী,
খেয়েছে নীহারে মোর। সাহস করিয়া,
সে বিনা কে ল'বে, আর অঙ্গুরি আমার,
অসময়ে রাত্রিকালে, প্রবেশি' কক্ষেতে ?
বল, কোন্ দুষ্ট দাসী, পালন করেছে
তা'র কলুষ আদেশ ? মরণ নিশ্চয়
তা'র। উঃ নীহার, ছাড়িয়া গিয়াছে মোরে !
এস, সখে ! দেখিগে রাক্ষসী, কি করেছে
নীহারে আমার। না পেলে নীহারে, আজি
রাক্ষসী বধিব, শেষে আপনি মরিব।
(বেগে প্রস্থান ও তৎপশ্চাতে অশ্রুমালার প্রস্থান)

সর্ব্বেন্দ্র। ধিক্ মোরে ! আমি যত অনিষ্ট-নিদান।
যদি নাহি থাকে আর জীবিতা নীহার,
উৎপাটিব নিজ হস্তে, কলুষ নয়ন
মোর ; শেষে বনে বনে, করিব ভ্রমণ।
(গমনোদ্যত ও একজন রক্ষকের প্রবেশ)

রক্ষক। (ব্যস্তে) মহাশয়! আমায় রক্ষা করুন্; আমার জীবন দান দিন্। আপনি আমার পিতা।

সর্ব্বেন্দ্র। তোমার কি হয়েছে?

রক্ষক। আজ্ঞে, যাঁ'র জন্য এত কাণ্ড হচ্ছে, আমিই তাঁকে একটা জঙ্গলের ধারে ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

সর্ব্বেন্দ্র। তুমি তাঁকে কোথায় পেয়েছিলে?

রক্ষক। এক জন দাসী এনে দিয়েছিল।

সর্ব্বেন্দ্র। তুমি এমন কাজ কল্লে কেন?

রক্ষক। মহারাণীর আদেশে। আমরা হুকুমের দাস; রাণীর আদেশেই আমি একাজ ক'রে ফেলেছি। (সরোদনে) আমাদের এগুলেও নিস্তার নাই, পেছুলেও নিস্তার নাই।

সর্ব্বেন্দ্র। তাঁ'কে নিয়ে কি করেছ? প্রাণে মেরেছ?

রক্ষক। আজ্ঞে প্রাণে মারিনি। একটা বনের ধা'রে এই মাত্র ছেড়ে দিয়ে এসেছি। এই ভোর রাত্তিরে, রেখে এসেছি।

সর্ব্বেন্দ্র। তবে সে প্রাণে বেঁচে আছে?

রক্ষক। আজ্ঞে, হঁ্যা, আমি যতক্ষণ ছিলুম, ততক্ষণ ত শ্বাস ফেলতে দেখে এসেছি। কিন্তু এখনো বেঁচে আছে কিনা তা আমি বলতে পাচ্ছিনে।

সর্ব্বেন্দ্র। সে কি!

রক্ষক। কা'ল রাত্তিরে, যখন তাঁর মুখ বাঁধ্ছিলুম, তখন দেখ্লুম, খুব কাঁপছে; শরীরে আগুনের মত তাপ। তা'র উপরই, মুখ হাত বেঁধে, হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছি। কি বলব, যেতে যেতে বসে' পড়্তে লাগ্ল, আর দর্ দর্ করে চোখের জল পড়্তে লাগ্ল। দেখে, আমিও কাঁদ্লুম। কিন্তু কি

কর্‌বো, রাণীর যে কড়া হুকুম, জোর ক'রে শেষে হাঁটিয়ে, কতক বা টেনে, নিয়ে যেতে হয়েছে। যখন বনটার পাশে ছেড়ে দিলুম, তখন কথা কইবার শক্তি ছিল না; বস্‌তেও পারেনি, শুয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছিল; আর অতি ক্ষীণস্বরে বল্‌ছিল, জ—ল! আমি আর দেখ্‌তে না পেরে, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চলে এসেছি।

সর্ব্বেন্দ্র। এঁ্যা, বল কি! সে কত দূর?

রক্ষক। বেশী দূর নয়।

সর্ব্বেন্দ্র। আমাদিগকে সেখানে নিয়ে যেতে পার্‌বে?

রক্ষক। খুব পার্‌ব।

সর্ব্বেন্দ্র। তবে শীঘ্র এস। (উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

বনাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ময়দান।

সন্ন্যাসিনীবেশে পদ্মাবতীর প্রবেশ!

গীত।

কাঁদি এত প্রভু তুমি রয়েছ কোথায়।
তোমার চরণ ভেবে দিন ব'য়ে যায়॥
একবার প্রাণসখা, দুঃখিনীরে দাও দেখা,
তবমূর্ত্তি হৃদে আঁকা, পাইনা তোমায়।
কেঁদে কেঁদে দুঃখিনীর দিন ব'য়ে যায়॥

(কাঁপিতে কাঁপিতে স্খলিত পদে নীহারবালার প্রবেশ;

নীহার। (ক্ষীণকণ্ঠে) প্রাণ যায়; এ সময়, প্রাণেশ্বর! তুমি কো-থা-য়?

পদ্মা। এ কি, একে ! তুমি কে মা ?

নীহার। আ-মি বড় দুর্ভা-গিনী। তুমি-কে-মা ? মা ! তুমি যেই হও, তুমি, আ-মা-র মা। মা ! আমায় এক-বার কো-লে শুতে দাও, মা ! মা ! আ-মি তো-মা-র কো-লে, মা-থা রে-খে ঘুমা-ই, মা ! মা ! আ-মায় ধর মা।

পদ্মা। (নীহারকে বক্ষে ধরিয়া) তুমি কে মা ? মা ! তুমি আমার কোলে শয়ন কর।

(উপবেশনান্তর, নীহারবালাকে কোলে শয়ন করাইয়া)

আহা ! এই ননীর পুতুলি, সোনার চাঁদকে কে বিসর্জ্জন দিয়াছে !

নীহার। উঃ, বড় জ্বা-লা। মা ! তুমি, আ-মা-র, অন্তি-মের মা। তো-মা-র, কো-লে বড় শা-ন্তি। ম-র্-ব, দুঃ-খ না-ই, কি-ন্তু, স্বা-মী কা-ছে, আ-স্‌বেন না।

পদ্মা। (স্বগতঃ) কেন গড়ে বিধি, হেন মৃণাল কোমল,
বিদলিত করিবারে করি-পদতলে !

(প্রকাশ্যে) মা ! তোমার পতি কে ? সে কি মানুষ !

নীহার। তি-নি দেব-তা।

পদ্মা। তবে তোমার এই দশা কেন ?

নীহার। দুঃখি-নী-র, অ-দৃ-ষ্ট মন্দ, তাঁ-র পদে, তা-ই স্থা-ন হ'ল-না। উঃ ! প্রা-ণ, জ্ব-লে।

পদ্মা। এই কঠোর জগতে, কেন গড়ে বিধি ;
হেন কোমল হৃদয় ! সংসার কঠিন।

(নেপথ্যে) অই, একটী রমণীর কোলে শু'য়ে আছে। এই দিকে আসুন।

নেপথ্যে। কই, আমার নীহার কোথায়?

নীহার। অই কে? প্রা-ণ না-থ, বুঝি এ-সে-ছেন। (উঠিতে চেষ্টা)।

পদ্মা। না, না, শুয়ে' থাক।

(ব্যস্তভাবে সুধীরাও, সর্ব্বেন্দ্র, অশ্রুমালা, পূর্ব্বকথিত রক্ষক ও প্রহরিগণের প্রবেশ)

নীহার। স্বা-মি-ন্, এ সে ছ?

সুধী! নীহার, হৃদয়েশ্বরি!
এসেছে পিশাচ, পতি বলি' যা'রে তুমি
ভাবিতে হৃদয়ে; যা'র কঠোর হৃদয়,
গড়েছিল বিধি, তোমা হেন পত্নীধন,
সঁপিতে কালের করে, পৈশাচ ব্যাভারে।

নীহার। প্রা-ণে বড় সুখ দিলে। যত কষ্ট পে-য়ে-ছি, তা-র, শত গুণ সুখ, এ-খন দিয়ে-ছ। যদি দ-য়া করে' এ-সেছ, আ-মা-র, সম্মু-খে, দাঁ-ড়া-ও। মা-থা-য় পা রে-খে দাঁ-ড়া ও।

সুধী। (নিজ কোলে নীহারকে স্থাপন করতঃ)
তব শিরে পা রাখিতে অযোগ্য অধম।
দেবী তুমি, আর আমি, নারকী পিশাচ।

অশ্রু। (সরোদনে) নীহার, ভগ্নি! কি দুঃখে তুমি তোমার দিদিকে ছেড়ে এসেছ? আমি ত তোমাকে বড় যত্নে রেখে-ছিলেম বোন্! আমায় কোন্ দোষে ছেড়ে যাচ্ছ?

নীহার। দি-দি! আ-জ আ-মা-র স-ব সা-ধ পূ-র্ণ হ'-ল। দি-দি! তো-মা-র হা-ত দা-ও।

(অশ্রুমালার হাত ধরিয়া) দি দি! আ-মি যা-ই; তু-মি

কাঁ-দ্-চো কে-ন ? এ-মৃ-ত্যু আ-মা-র ক-ত সু-খে-র, তা-কি জা-ন-না ?

অশ্রু। তুমি ত চলেছ, আমি তোমাকে ছেড়ে কি করে থাকব ? আমারে সঙ্গে লও।

সুধী। কোথা' যা'বে বল, প্রিয়ে ! ত্যজি' অভাগারে।
যত কষ্ট দিয়েছি তোমারে, দিতে তা'র
প্রতিশোধ, যা'বে বুঝি ত্যজি' অভাগারে।
সতি !
কেমনে পতিরে ছাড়ি' র'বে একাকিনী ?
যা'বে যদি, সতি ! সঙ্গে ল'ও পতি, কোন
কষ্ট হ'বেনা তোমার। তোমা হারা হ'য়ে,
কতদিন র'ব আর শূন্য ধরাতলে !

নীহার। স্বা-মিন্ !—দুঃ-খ, ক-রি-ও-না, যে-থা-নে থা-কি, যে-থা-নে, যা-ই তো-মা-কে ভু-লি-ব-না।

সর্ব্বেন্দ্র। রাজবালে ! নীহার ! ভগ্নি !
তব কাছে কথা ক'তে, কাঁপিছে অন্তর ;
রসনা অবশ হয়, পূর্ব্ব পাপ স্মরি'।
যে পাপ করেছি আমি, ক্ষয় নাহি তা'র।
সতী সাধ্বী তুমি। ভগ্নি ! পাপ-প্রলোভনে,
অলীক বচনে, বঞ্চিয়া বন্ধুর মন,
তব সুখে, দিছি জলাঞ্জলি। শ্বাসরোধ
হয় এবে, সে সব স্মরণে। অনুতাপে,
দগ্ধ হয় মন। ইচ্ছা হয় নিজ হাতে,
বিদারি' হৃদয়, সুতীক্ষ্ণ নখের ধারে,

উৎপাটিত করি' দুই কলুষ নয়ন,
সকল পাপের এবে প্রায়শ্চিত্ত করি।
অধিক কহিতে নারি। অভাগাই হ'য়ে
তব দুঃখের নিদান, অকাল-শমনে
তব, করেছে জাগ্রত। ক্ষমার অযোগ্য
আমি। মোর দোষে তুমি হারালে জীবন।

নীহার। স-র্ব্বে ন্দ্র !

সো-দর-স-মা-ন, তো-মা-রে দে-খে-ছি। তো-মা-র কি-দোষ ? আ-মা-র, ক-পা-ল দো-ষ, তা-তে- তো-মা-র দো-ষ কি ? তু-মি দুঃ-খ কর-না। সখী-রে, দে-খ' ; সে তো-মা-র জ-ন্য পা-গ-লি-নী। ঈ-শ্ব-র তো-মা-দি-গ-কে, সু-খে রা-খু-ন্, এ-ই প্রা-র্থ-না ক-রি। (সুধীরাওর হাত ধরিয়া) স্বা-মি-ন্ ! বি-দা-য়, দা-ও ; দি দি ! দুঃ-খি-নী-কে ম-নে রে-খ। প্রা-ণে-শ্ব-র ! প র-জ-ন্মে যে-ন তো-মা-কে-ই প-তি পা-ই। প্রা-ণে-শ্ব-র ! যা-ই

(মৃত্যু।)

অশ্রু। (কাঁদিয়া, উঠিয়া) দাঁড়াও, নীহার ! আমায় ফেলে' কোথায় যা'বে ?

সুধী। (সরোদনে)

হায় ! হায় ! গেছে মোর হৃদয়ের দেবী !
ডুবায়েছি নিজ হাতে, প্রাণের প্রতিমা।
নীহার ! অমরী তুমি ; সহিলনা তাই,
পাপের বাতাস, তব কোমল শরীরে।
কাঁদায়েছি চিরদিন, অবশেষে মৃত্যু
তব করিতে দর্শন, এসেছি ত্বরিত

পদে। স্বর্ণলতা-পতন দেখিতে, ভীম
বায়ুবেগে, আসিয়াছি ধেয়ে। মূঢ় আমি!
মাথার রতন, ফেলেছি তাচ্ছল্য করি',
তিমির গহ্বরে। অবোধের মত, নিজ
হাতে বিষ রাশি করেছি ভক্ষণ। হায়!
মিছা ভ্রমবশে, শুনি নাই নীহারের
কাতর বচন। নীহার! নীহার! উঠ,
কথা কও; একবার চেয়ে দেখ। কোথা'
গেলে? আর কাঁদাবনা তোমারে, প্রেয়সি!
কঠোর হৃদয়ে, করিবনা তিরস্কার
আর; "কলঙ্কিনী" কহিবনা পাপমুখে।
হৃদয়ে ধরিব, সতত তুষিব। উঠ,
কেমনে রহিবে, সতি! ত্যাজিয়ে পতিরে?

পদ্মা। রাজন্!
কাঁদিয়া কিফল আর? তুচ্ছভেবে আগে
ঠেলেছ চরণে, কাঁদায়েছ কত তাঁরে।
জ্বলিয়া পুড়িয়া সতী ঘুমাচ্ছে নীরবে,
জাগা'তে নারিবে আর। ঘুমাক্ শান্তিতে।

অশ্রু। মাগো! তুমি কে, এসময় এসে দুঃখিনী নীহারকে তোমার কোলে আশ্রয় দিয়েছিলে? মা! তোমার অশ্রুজলে কি নীহারের পিপাসার তৃপ্তি সাধন করেছ? তোমার কোমল করস্পর্শে কি নীহারের তাপিত হৃদয় শীতল করতে পেরেছ? কাঁদ, মা! কাঁদ, নীহারকে দেখেছ, তাই কাঁদ্‌ছ। নীহার আর

কাঁদবেনা। তাঁর হ'য়ে কাঁদবার জন্য দুঃখিনী দিদিকে রেখে গিয়েছে। আমি সারা জীবন দিবানিশি তাঁর হ'য়ে কাঁদব।

পদ্মা। অশ্রু! এখন আর কেঁদে কি হ'বে।

অশ্রু। এঁ্যা! তুমি, তুমি? এবেশ! বুঝেছি, সম ব্যথার ব্যথী, তাই তুমি নীহারের জন্য কাঁদছ! কাঁদ, কাঁদ।

পদ্মা। রাজাকে সান্ত্বনা কর। (বেগে প্রস্থান)

সুধী। আমার শান্তনা! নীহার আসিলে ফিরি'
শান্তনা আমার; শান্তি গেছে নীহারের
সনে।

সর্ব্বেন্দ্র। সখে! এবে আর কি ফল রোদনে?

সুধী। ফল, দেহের পাতন। যতদিন বাঁচি,
কেবল কাঁদিব। করিতাম আত্মহত্যা;
তা'হ'লে হ'বেনা কাঁদা নীহারের তরে।
অন্তিম নিলয় তাঁর, অশ্রুজলে প্রতি-
দিন নারিব ধুইতে; নিশ্বাস-পবনে
নাপারিব শীতলিতে সেই পুণ্যস্থান।
তাই রহিলাম বাঁচি প্রাণশূণ্য হ'য়ে।

অশ্রু। হায়! রাজার নন্দিনী, যথা কাঙ্গালিনী
কতই কাঁদিয়া শেষে ত্যজিল জীবন।
প্রেমময়ী সতী, কত পাইয়া দুর্গতি,
বনভূমে, কৈল হায়, অন্তিম শয়ন।
পতি-প্রেম-তরে, ভাসি' অশ্রুনীরে, ভগ্ন
প্রাণে, ভগ্ন মনে, সতী গেল ধরা ছাড়ি'!

ধিক্! ধিক্! শত ধিক্ মোরে! দেখ, সখে!
সেই মুখ, সেই ছল ছল অশ্রু-পূর্ণ
আঁখি, চেয়ে আছে এই অভাগার পানে।
কি দেখ, নয়ন! আর? গিয়াছে নীহার। (মূর্চ্ছা।)

সর্ব্বেন্দ্র। (সুধীরাওকে দূরে সরাইয়া প্রহরীগণের প্রতি)
এস, রাজাকে আস্তে আস্তে ধরে', অই বৃক্ষ তলে নিয়ে যাও।
(প্রহরী গণের তথা করনোদ্যোগ)

অশ্রু। (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া)
শুকা'ল কোমল ফুল, বিরহ-আতপে।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বনপার্শ্বে প্রবাহিতা নদীর তীর
(পারিজাত ও তৎ পশ্চাৎ উদাস্তের প্রবেশ)

উদাস্ত। পারিজাত!
পাইতে তোমারে, কত কষ্ট করিয়াছি
আমি। জানিতেনা তুমি, সর্ব্বেন্দ্রের গুপ্ত
প্রেম, নীহারের সনে। জানিতেনা তুমি,
সর্ব্বেন্দ্রের চিরশত্রু, পাষণ্ড দাম্ভিক,
কেমনে নিদ্রিত যবে, বধিল তাঁহারে।

পারি। নিজ গুণে, তুমি করিয়াছ মোর মহা
উপকার; ঋণপাশে বাঁধা তব কাছে।
তোমারি কৃপায়, করিয়াছি নীহারের
সুখের উচ্ছেদ। সেনাপতি, রাজা এবে।

রয়েছিল তাঁ'রি কাছে কুলটা নীহার,
আপনার নির্দ্দোষিতা করিয়া প্রমাণ।
আমা হ'তে সমুদয় হ'য়েছে প্রকাশ।
নীহার-অলক্ষ্যে, তা'রে করেছি দংশন।
রাজার মহিষী ছিল সহায় আমার।
উপদিষ্টা হ'য়ে আমি তাহারি কথায়,
ক'রেছি দুষ্টার দশা, শোচনীয় অতি।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, ঘুরিয়া বেড়া'তে যবে
দেখিব দুষ্টারে, পূর্ণ হ'বে সব সাধ
মোর। কর মোর আর এক উপকার।
সর্ব্বেন্দ্র-ঘাতকে, মোরে দাও দেখাইয়া ;
না বধি' তাহারে, মরিতে নারিব সুখে।

উদাত্ত। (স্বগতঃ) সর্ব্বেন্দ্র-বিনাশ শুনি' ভজিবে আমারে,
এই আশে, বলেছিনু মিথ্যা তব ঠাঁই।
কল্পিত ঘাতকে, তুমি পাইবে কেমনে?

পারি। কেন রহিলে নীরবে? কুণ্ঠিত কি তুমি?

উদাত্ত। পারিজাত!
আর নয় ; তোমার আশায়, করিয়াছি
যত, সকলি নিষ্ফল। ঘৃণা বই, তব
কাছে, নাহি পেনু প্রেম।

পারি। (উদাত্তের পদধারণ করতঃ)
ধরি তব পায় ;
কহ মোরে, কোন দুষ্ট, সর্ব্বেন্দ্র-ঘাতক।

(পশ্চাতে সন্ন্যাসিনী-বেশে পদ্মাবতীর প্রবেশ)

তোমারি কৃপায়, নিজ শত্রু নীহারেরে,
বঞ্চিয়া সকল সুখে, করেছি দুঃখিনী।
হেরি' এবে অশ্রুজল তা'র, শীতলিব
হৃদয় আমার। কিন্তু যদি স্বামি-হন্তা
অরাতি-হৃদয়, না পারি করিতে দীর্ণ,
নখের আঘাতে, বড় দুঃখ র'বে প্রাণে।
সর্ব্বেন্দ্র-ঘাতক, স্বামি-হন্তা, থাকে যদি
বাঁচি, ছিন্নমুণ্ড তা'র, পদতলে নাহি
করি নিয়ত দলিত, নীহারের অশ্রু
হেরি' কি সুখ আমার? নীহার কাঁদিবে,
দেখিব, হাসিব, আর পাপাত্মার ছিন্ন
মুণ্ড পদেতে দলিব, এই বাঞ্ছা মোর।
দয়াকরি' সে বাসনা পুরাও আমার।

পদ্মা। এই সুখ নাহি তব ভালে। পতিব্রতা
নীহারের অশ্রুজল, পাবেনা দেখিতে
আর। কাঁদায়ে সকলে, সেই সতী গেছে
স্বর্গ ধামে। কাঁদে এবে মূর্খ সুধীরাও;
কেঁদেছে সর্ব্বেন্দ্র, হেরি' সতীর মরণ;
অনুতাপে দগ্ধ হ'য়ে, সন্ন্যাসী এখন।

উদাত্ত। সর্ব্বনাশ, এই মাগী জানে বুঝি সব! (প্রস্থান)

পারি। কি বলিলে, সন্ন্যাসী সর্ব্বেন্দ্র? এখনো কি
জীবিত প্রাণেশ মোর?

পদ্মা। এখনো জীবিত।
সকল-সমক্ষে, বলিয়াছে নিজ মুখে,

নীহার পরম সতী। করেছে শপথ,
এখন্ সন্ন্যাসী হ'য়ে, কাটা'তে জীবন।
শুনেছি সকল কথা সর্ব্বেন্দ্রের মুখে।
বুঝিনু এখন, তুমি তাঁর প্রত্যাখ্যাত
ক্রুদ্ধা পারিজাত। নীহারের তুমি এক
মৃত্যুর কারণ। যদি হ'তে, সতি! তুমি
বিমৃষ্যকারিণী, যদি বুঝিতে পারিতে,
পূর্ণ প্রেমের বিকাশ, ঘটিত না হায়,
নীহারের অকাল মরণ! যথার্থ প্রণয়ী
হ'য়ে, সন্দেহ করিয়া যথার্থ প্রণয়ে,
আপনার নির্ব্বুদ্ধিতা করেছ প্রকাশ।
অকারণে প্রেমময়ী মরেছে নীহার (প্রস্থান)

পারি। যেওনা, দাঁড়াও তুমি; কহ দয়া করি,'
কোথা এবে সর্ব্বেন্দ্র আমার? বলেছে কি
তব কাছে, দুঃখিনী এ পারিজাত কথা? (পশ

—০—

সপ্তম দৃশ্য।

শ্মশান।

সম্মুখে অশ্রুমালা আসীনা।

অশ্রু। ভগ্নি! নীহার! কোথায় তুমি? একবার এসে, "দিদি" বলে ডাক। দুইদিন হ'ল তোমার মুখে "দিদি" ডাক্ শুনিনি। রোরুদ্যমান মলিন মুখ খানিতে ছল ছল আঁখি দুটী দেখ্তে পাইনে। স্নেহের দুখিনি! একবার এস, আমি স্নেহ ভরে তোমাকে সর্ব্বদাই বুকে বুকে রাখ্ব; এস, ভগ্নি! এস,

একবার এসে, "দিদি" বলে ডাক, আমি তোমায় স্নেহভরে বুকে ধারণ করি। প্রেমের ভিখারিণি! একদিনের তরেও তুমি প্রেম-সুখ পাওনি। এস, ভগ্নি! এস, এখন তুমি কত প্রেম পা'বে। তোমার পতি, আদরে তোমাকে হৃদয়ে ধর্‌বে। আদরের কাঙ্গালিনি! কেহ তোমাকে আদর করেনি। মনের দুঃখ মনে চেপে, বুক ভেঙ্গে মরে গেলে। একবার এস, আমি তোমায় কত আদর কর্‌ব, সকলেই তোমায় আদর কর্‌বে।

(শোকগ্রস্থ সুধীরাওর প্রবেশ)

সুধী। এইত নীহার! যথা যাই আমি, সুধু
নিরখি নীহারে। কিন্তু বাহু প্রসারিয়া
গেলে, নাপারি ধরিতে; ছুটিয়া পলায়
দূরে; ছুঁইতে নিষেধ করে। যথার্থ কি
দেখি নীহারেরে; কিম্বা বিকার-কল্পনা।
(উপবেশন করতঃ) ভগ্নি!
নীহার কোথায়? আর ত কহেনা মোরে,
"দোষহীন তব নীহার-রতন"; কই
আর ত ভর্ৎসনা মোরে, দুঃখ হেরি তাঁর।

দশরু। রাখিয়া নিশ্বাস তাঁর, পবন শ্বননে,
ঘুমায় এখানে সতী শান্তিতে, নীরবে।

সুধী। সহিয়াছে কত দুঃখ নীহার আমার।
মোর তরে, কতই কেঁদেছে; কাঁদায়েছি
কত তাঁরে! তিরস্কার কত না করেছি!
যখনি হইত দেখা, সুদীন নয়নে,'
মোর পানে থাকিত চাহিয়া। ধীরে ধীরে,

অশ্রু বিন্দু তাঁর, পড়িত কপোল বাহি'।
অনুতাপ শুধু মোর সম্বল এখন।

(ভূমিতলে গড়াগড়ি দিয়া) নীহার
কোথায় জুড়াও এবে হৃদয়ের জালা?
কেমনে রয়েছ তুমি, ছাড়িয়ে পতিরে?
নাও অভাগারে, প্রিয়ে! তোমার নিকটে।
যা'ব, যেথানে নীহার, সেথানে যা'ব!
নীহার স্বর্গের দেবী; স্বর্গে গেছে ফিরি'।
পাপাত্মা সে স্থান ভোগ লভিবে কেমনে?

অশ্রু। কি ফল কাঁদিয়া আর নীরব শ্মশানে?

সুধী। শ্মশান! শ্মশান ইহা! না, না, ইহা, মোর
কাছে স্বর্গপুর। নিদ্রা যায় সুখে হেথা
নীহার আমার। নিশ্বাস-পবনে, আমি
বীজন করিব তাঁরে বাঁচি যত দিন।

"নীহার-মন্দির" ইহা। কেবলে
এ মন্দিরে উপাসক আমি, আর সেই
সতী নীহার-রতন, উপাস্য দেবতা।

অশ্রু। গীত।

নীরব শ্মশানে হায়।
পাশরি' যন্ত্রণা সতী নীরবে ঘুমায়!!
চোথে আর অশ্রুজল, নাহি ঝরে অবির
হতাশ নিশ্বাস শুধু বায়ু-সনে বয়ে যায়॥

সম্পূর্ণ।